Volume-IV, Issue-II, December 2022

ISSN 2664-228X (Print)
ISSN 2710-3684 (Online)

BL College Journal

A Peer Reviewed Journal

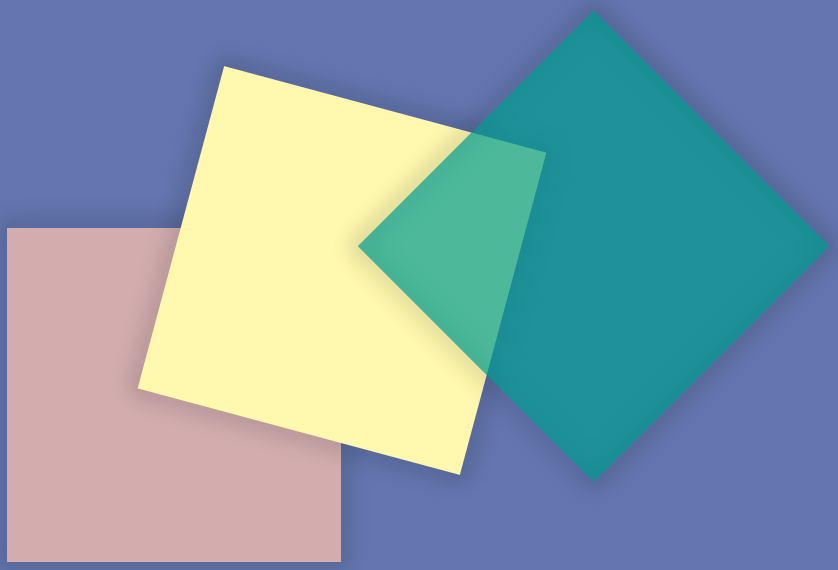

Government Brajalal College
Khulna, Bangladesh

ISSN 2664-228X (Print)
ISSN 2710-3684 (Online)

BL College Journal

A Peer Reviewed Journal

Volume -IV, Issue-II, December 2022

Government Brajalal College
Khulna, Bangladesh

ISSN 2664-228X (Print)
ISSN 2710-3684 (Online)
Volume -IV, Issue-II, December 2022

BL College Journal

A Peer Reviewed Journal

A Bi-lingual (Bangla-English) Research Journal

Half Yearly Publication of Government Brajalal College

Editor

Professor Sharif Atiquzzaman Principal, Government Brajalal College

Review Committee

Professor Khandakar Hamidul Islam Ph.D	Head, Department of Islamic Histroy & Culture
Professor Khandakar Ahsanul Kabir Ph.D	Head, Department of Physics
Professor Md. Mizanur Rahman Ph.D	Head, Department of Social Work
Professor Hosne Ara Ph.D	Department of Zoology
Professor Shankar Kumar Mallick	Department of Bangla
Roxana Khanam	Associate Professor, Department of English
Dr. Emanul Haque	Associate Professor, Department of Bangla Goenka College of Commerce & Business Administration, Kolkata, India
Amal Kumar Gain	Assistant Professor, Department of History
Rami Chakraborty	Assistant Professor, Department of Bangla Assam University, India
Dr. Md. Sarwar Hossain	Assistant Professor, Department of Mathematics

Mailing Address

Government Brajalal College, Daulatpur, Khulna-9200, Bangladesh
Phone : 0088-02477702944 email : infoblcollege@gmail.com
Website : www.blcollege.edu.bd

Printed by

Rabi Printing Press
27, Samsur Rahman Road, Khulna-9100, Bangladesh

© **Government Brajalal College, Khulna, Bangladesh**

ISSN : 2664-228X (Print)
ISSN 2710-3684 (Online)

ISSN 2664-228X (Print)
ISSN 2710-3684 (Online)
Volume -IV, Issue-II, December 2022

Contents

বাংলা অংশ

- বঙ্গবন্ধু-হত্যাকাণ্ড ও বাংলাদেশের রাজনীতির আদর্শিক পরিবর্তন : একটি পর্যালোচনা
  অমল কুমার গাইন 07-18
- শওকত ওসমানের জীবনবোধ ও ছোটগল্পের প্রকাশ-কৌশল
  মোঃ আল-মামুন কোরাইশী 19-28
- সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের রিপোর্টাজ : বাংলার রূপ সন্ধান
  কৌশিক কর্মকার 29-42
- বাংলা কবিতায় গৃহ : একটি দ্বিমুখী উপস্থাপন
  সুদক্ষিণা বসু 43-52
- প্রফুল্লরঞ্জন বিশ্বাসের হাসির গান : স্বরূপ ও স্বাতন্ত্র্য
  সুরঞ্জন রায় 53-70

English Section

- Inclusion Probability in Simple Random Sampling by Hypergeometric Distribution
  Anwar H. Joarder and A.M. Mujahidul Islam 73-89
- A Study of Human Relations and Discrimination in the *Ghãtu* Site
  Raj Kumar Gurung, Ph.D 90-101
- The Nature of Caste-based Society: Evidence from India and Bangladesh
  Dr. K. M. Rezaul Karim 102-117
- Forest during Formative Years of Human Life: A Reading of *Amidst the Pines* by Singhal
  Bhawana Pokharel, Ph.D 118-128
- Indian Devotional Music: Its Relation with the Religious Concept of People and Iconography
  Dr. Sudarshana Baruah 129-134
- Significance of Co-curricular Activities to be Skilled Manpower: A Case Study on Khulna University
  Shima Chowdhury, Dr. Tuhin Roy, M.M. Abdullah Al Mamun Sony & Md. Mamunur Rashid 135-146
- Stimulating the Readers through Self-portraits in Biographies, Auto-biographies and Memoirs: Study of Hooks and Dillard's Narratives
  Mani Bhadra Gautam, Ph.D 147-159

Government Brajalal College
Khulna
Bangladesh

BL College Journal

ISSN : 2664-228X (Print)
ISSN 2710-3684 (Online)
Volume -IV Issue-II
December 2022

ISSN 2664-228X (Print)
ISSN 2710-3684 (Online)
Volume -IV, Issue-II, December 2022

BL College Journal

A Peer Reviewed Journal

A Bi-lingual (Bangla-English) Research Journal
Half Yearly Publication of Government Brajalal College
July 2022

Published by

Government Brajalal College, Khulna, Bangladesh

Disclaimer

The opinions expressed in the articles published in this journal are the opinions of the authors. The members of the review committee, the editor or the publisher of the *BL College Journal* are in no way responsible for the opinions expressed by the authors or the conclusions deduced by them.

ISSN 2664-228X (Print)
ISSN 2710-3684 (Online)
Volume -IV, Issue-II, December 2022

Government
Brajalal College
Khulna
Bangladesh

BL College Journal

ISSN : 2664-228X (Print)
ISSN 2710-3684 (Online)
Volume -IV Issue-II
December 2022

BL College Journal

A Peer Reviewed Journal

Contents

বাংলা অংশ

✦ বঙ্গবন্ধু-হত্যাকাণ্ড ও বাংলাদেশের রাজনীতির আদর্শিক পরিবর্তন : একটি পর্যালোচনা
অমল কুমার গাইন 07-18

✦ শওকত ওসমানের জীবনবোধ ও ছোটগল্পের প্রকাশ-কৌশল
মোঃ আল-মামুন কোরাইশী 19-28

✦ সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের রিপোর্টাজ : বাংলার রূপ সন্ধান
কৌশিক কর্মকার 29-42

✦ বাংলা কবিতায় গৃহ : একটি দ্বিমুখী উপস্থাপন
সুদক্ষিণা বসু 43-52

✦ প্রফুল্লরঞ্জন বিশ্বাসের হাসির গান : স্বরূপ ও স্বাতন্ত্র্য
সুরঞ্জন রায় 53-70

Volume -IV, Issue-II, December 2022

BL College Journal
Full PDF
www.blcollege.edu.bd
ISSN 2664-228X (Print)
ISSN 2710-3684 (Online)
Volume -IV, Issue-II, December 2022
Pp. 07-18

বঙ্গবন্ধু-হত্যাকাণ্ড ও বাংলাদেশের রাজনীতির আদর্শিক পরিবর্তন : একটি পর্যালোচনা

অমল কুমার গাইন

সারসংক্ষেপ

একটি জাতিরাষ্ট্র হিসেবে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার এই অঞ্চলে বাংলাদেশের অভ্যুদয় যে মূর্ত হয়ে উঠেছে তার কৃতিত্ব অবশ্যই শেখ মুজিবুর রহমানের। '৫২ এর ভাষা আন্দোলনের মাধ্যমে যে জাতীয়তাবাদী চেতনার জন্ম, '৬৬ এর ৬-দফা, '৬৮ এর আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা, '৬৯ এর গণঅভ্যুত্থান, '৭০ এর নির্বাচনে তা শক্তিশালী রূপ পেয়ে '৭১ এর মহান মুক্তিসংগ্রামের মধ্য দিয়ে তা চূড়ান্ত সফলতা পায়। এই দীর্ঘ পথযাত্রায় বাঙালির স্বপ্নের সারথি, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। তিনি ছিলেন হাজার বছর ধরে এ জনপদের ভাগ্যবঞ্চিত মানুষের একমাত্র প্রতিনিধি। জাতিরাষ্ট্র গঠনের পর খেতাব পেয়েছিলেন জাতির পিতা। কিন্তু নিয়তির নির্মম পরিহাস, সেই জাতির পিতাকে '৭৫ এর ১৫ আগস্ট নির্মমভাবে নিহত হতে হয়, কতিপয় বাঙালি সেনাসদস্যের হাতে। প্রকৃত বিচারে এই হত্যাকাণ্ডটি যতটা ছিল রাজনৈতিক তার চেয়ে বেশি ছিল আদর্শিক। খুনিরা একটি বড় পাকিস্তান ভেঙ্গে ছোট পাকিস্তান চেয়েছিল, তারা মুজিবের রাষ্ট্রীয় আদর্শকে কোনোভাবেই মেনে নিতে পারেনি। সপরিবারে জতির জনকের হত্যাকাণ্ডটি ছিল সমুদ্রে ভাসমান হিমশৈলের মতো, যার কিছু অংশ দৃশ্যমান হলেও অদেখা থেকে যায় বিশাল অংশ। আপাতদৃষ্টিতে দেশে এই নির্মম হত্যাকাণ্ডের রাজনৈতিক নেতৃত্ব দেয় খোন্দকার মোস্তাক গং, সেনাসদস্যরা ছিল ঘাতকের ভূমিকায়। কিন্তু আন্তর্জাতিক ষড়যন্ত্র-চক্রান্ত ছাড়া যে এতবড় হত্যাকাণ্ড সম্ভব নয়, সেটি এখন অনেকটা পরিষ্কার। ১৫ আগস্টের এই নির্মম হত্যাকাণ্ডের পর দেশ আবার পিছন দিকে চলতে শুরু করে, ঘটতে থাকে আদর্শিক বিপর্যয়। যে চেতনা নিয়ে বাঙালি মুক্তিযুদ্ধ করে, যে মূলনীতির উপর ভর করে রাষ্ট্রের পথচলা শুরু হয় '৭৫ এর ১৫ আগস্টের পরে তা স্রেফ উধাও হয়ে যায়। কথিত গণতন্ত্রের নামে শুরু হয় স্বৈরতন্ত্র, সামরিকতন্ত্র, হত্যা-গুমের রাজনীতি, রাজনীতিতে সহনশীলতার পরিবর্তে হানাহানি। ভাগ্যবঞ্চিত বাঙালির স্বপ্ন ছিনতাই হলো। '৪৭ এর মতো আরো একবার প্রতারিত হলো এ জনপদের মানুষ।

অমল কুমার গাইন
সহকারী অধ্যাপক, ইতিহাস বিভাগ
সরকারি ব্রজলাল কলেজ
খুলনা, বাংলাদেশ
e-mail: amalgain75@gmail.com

মূলশব্দ

বঙ্গবন্ধু, চক্রান্ত-ষড়যন্ত্র, হত্যাকাণ্ড, মুক্তিযুদ্ধের আদর্শ-চেতনা, ইনডেমনিটি, ষোড়শ ডিভিশন, ফেনোমেনন, সংবিধান, রাজনীতিতে সহনশীলতা

গবেষণা পদ্ধতি

এ গবেষণা প্রবন্ধটি বর্ণনামূলক পদ্ধতিতে লেখা হয়েছে। ব্যবহার করা হয়েছে প্রাসঙ্গিক বিভিন্ন বই পুস্তক, জার্নাল, পত্র-পত্রিকা এবং প্রামাণিক গ্রন্থ।

বিশ্লেষণ

বাঙালি জাতির অবিসংবাদিত নেতা, যিনি গোটা জাতিকে দীর্ঘ আন্দোলন সংগ্রামের মাধ্যমে চেতনার সেই শীর্ষবিন্দুতে নিয়ে যান, যেখানে দাঁড়িয়ে বাঙালি জাতি স্বাধীনতা ভিন্ন বিকল্প কিছু চিন্তাও করেনি, যে চেতনা নিরস্ত্র বাঙালিকে সশস্ত্র যুদ্ধে প্রাণিত করে সীমাহীন মূল্যে বিজয়ের গৌরবে ভাস্বর করে তুলেছিল; তারই মহানায়ক জাতিরজনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান মহান বিজয়ের মাত্র ৩ বছর ৭ মাস ৩ দিনের মাথায় কতিপয় উচ্চাভিলাষী সেনাকর্মকর্তার হাতে সপরিবারে নির্মমভাবে নিহত হন। আপাতদৃষ্টিতে ১৫ আগস্টের ট্রাজেডি বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ বিষয় হলেও এর সাথে আন্তর্জাতিক চক্রান্ত-ষড়যন্ত্র ক্রিয়াশীল ছিল বলে জানা যায়। বাঙালি জাতি যে চেতনায় ১৯৭১ এ মুক্তিযুদ্ধ করেছিল, ১৫ আগস্টের পৈশাচিক ঘটনার পর জাতি যেন কক্ষচ্যুত হয়ে পড়লো, বিপরীত স্রোতে চলতে শুরু করলো; চললো স্বার্থোদ্ধার আর ক্ষমতালিপ্সার নানা ষড়যন্ত্র। চললো আদর্শচ্যুতি আর ইতিহাস বিকৃতির ঘৃণিত কৌশল।

হত্যাকাণ্ড

সাধারণ জনগণের ভেতর দিয়ে শেখ মুজিবের বঙ্গবন্ধু এবং জাতির জনক হয়ে ওঠা। সেই জনগণের মাঝে সুউচ্চ প্রাচীর তুলে গণভবনে বিচ্ছিন্নভাবে জীবন যাপন তিনি পছন্দ করতেন না। জীবনের ঝুঁকি বহুবার এসেছে এবং ১৯৭২ সাল থেকে প্রায়শ তিনি বলতেন একটা গুলি তাঁকে সর্বদাই তাড়া করে ফিরছে। অনেকের কাছ থেকে সাবধান বাণীও পেয়েছিলেন, তারপরেও নিরাপত্তার ব্যাপারে খুব চিন্তিত ছিলেন বলা যাবে না। স্বাধীনতার পরে সাংবাদিক ডেভিড ফ্রস্টের সাথে এক সাক্ষাৎকারে তিনি বলেছিলেন, 'আমি মরতে শিখেছি, 'কাজেই মৃত্যুর ভয় দেখিয়ে লাভ নেই'।[১] কিন্তু ১৫ আগস্টের সেই বিভীষিকাময় সকালে তাঁর আর্তি এবং তৎপরতায় বোঝা যায় তিনি তাঁর দুখি বাঙালির জন্য হলেও কিছুদিন বাঁচতে চেয়েছিলেন। এ কারণে সাহায্যের আশায় তিনি অনেককে টেলিফোন করেছিলেন। কিন্তু দুর্ভাগ্য এবং অবশ্যই লজ্জার, জাতির জনকের জীবন বাঁচাতে উল্লেখযোগ্য কেউ সেদিন এগিয়ে আসেনি। এটি ইতিহাসের নির্মম ট্রাজেডি। খুনিরা তাঁর বাড়িতে প্রায় আধা ঘণ্টা সময় অতিবাহিত করেছিল, তড়িৎ কোনো ব্যবস্থা কোনো সেক্টর থেকে নেয়া হলে হয়তো ক্ষতি কিছুটা রোধ করা যেতো।

১৪ আগস্ট ১৯৭৫। এ দিনের সন্ধ্যাটি অন্যান্য দিনের থেকে আলাদা মনে হয়নি। যারা ১৫ আগস্টের ঘটনা এবং এর নেপথ্যে জড়িত ছিলো শুধু তাদের কাছে ভিন্ন ছিল।

পরদিন শেখ মুজিবুর রহমানকে সংবর্ধনা দেয়ার জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রস্তুতি চলছিলো। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্মৃতি নিয়ে বঙ্গবন্ধুর বরাবরই একটা দুঃখবোধ ছিল। ১৯৪৯ সালের ৩ মার্চ এ বিশ্ববিদ্যালয়ের নিম্নবেতনভোগী কর্মচারিদের ধর্মঘটে নেতৃত্ব দেয়ার কারণে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ২৭ জন ছাত্রকে বিভিন্ন মেয়াদে বহিষ্কার করে। ক্ষমা ও জরিমানা দিয়ে একটা সময় সবাই ক্লাসে ফিরে গেলেও আত্মমর্যাদার প্রশ্নে অটল শেখ মুজিব সেটা করেননি। যে বিশ্ববিদ্যালয় তাঁর ছাত্রত্ব কেড়ে নিয়েছিল সেই বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি যাবেন চ্যান্সেলর হিসেবে। দশ বছর বয়সি পুত্র শেখ রাসেলও খুবই উত্তেজিত। কেননা ইউনিভার্সিটি ল্যাবরেটারি স্কুল কর্তৃপক্ষ শেখ মুজিবকে স্বাগত জানাতে যে ৬ জন ছাত্রকে বাছাই করেছিল তার মধ্যে রাসেল একজন।

প্রতি বৃহস্পতিবার রাতে রুটিন করে ঢাকা শহরে ট্যাঙ্ক মহড়া হতো এবং মাসে দুবার বেঙ্গল ল্যান্সার ও সেকেন্ড আর্টিলারির যৌথ মহড়া হতো। মহড়া শেষে ট্যাঙ্কগুলো রাত ১২টা ৫৫ মিনিটের মধ্যে ব্যারাকে ফিরে যেত কিন্তু সেদিনে ট্যাঙ্কগুলো ফিরে যাইনি। ট্যাংকবাহিনীর প্রধানের অবর্তমানে সেদিন এ দায়িত্ব এসে পড়ে খুনি ফারুকের হাতে। এ দিন দুপুরে বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় একটি শক্তিশালী গ্রেনেড বিস্ফোরিত হওয়ায় সেনাদের তৎপরতাও বেড়ে যায়। পরদিন বঙ্গবন্ধুর বিশ্ববিদ্যালয়ে আগমন এবং গ্রেনেড বিস্ফোরণের কারণে সারারাত সেনা তৎপরতাকে ঢাকাবাসি অনেকটা স্বাভাবিক ঘটনা বলে মেনে নিয়েছিলো।

১৫ আগস্ট ভোর বেলা আব্দুর রব সেরনিয়াবতের বাড়িতে আক্রমণের খবর শুনে বঙ্গবন্ধু দোতলা থেকে ব্যক্তিগত সহকারি মোহিতুল ইসলামকে পুলিশকে ফোন করতে বলেন। কিছুক্ষণ পরে বঙ্গবন্ধু নিচে নেমে আসলে মোহিতুল তাঁকে জানান পুলিশ ফোন ধরছে না। তখন বঙ্গবন্ধু নিজেই চেষ্টা করেন। সঙ্গে সঙ্গে একঝাঁক গুলি বাড়ির নিচতলার অফিসকক্ষের দেয়ালে লাগে। বঙ্গবন্ধু টেবিলের আড়ালে বসে পড়েন। কিছুক্ষণ পর গুলি থেমে গেলে তিনি সেন্ট্রিদের গুলি ছোঁড়ার কারণ জিজ্ঞাসা করতে করতে উপরে উঠে যান। নিচে নেমে আসেন শেখ কামাল। কালো ও খাকি পোশাক পরিহিত ঘাতকের দল শেখ কামালকে দেখে সঙ্গে সঙ্গে গুলি করে। মাটিতে লুটিয়ে পড়লেন শেখ কামাল। মেজর মহিউদ্দিনের নেতৃত্বে একটি দল গুলি ছুঁড়তে ছুঁড়তে দোতলায় ওঠে বঙ্গবন্ধুর খোঁজে। শেখ মুজিব ঘর থেকে বের হয়ে বলেন "কি চাস তোরা?" '৭১ এর ২৬ মার্চ রাতে এই বাড়িতে তিনি পাকিস্তানি সেনাদের মুখোমুখি হয়েছিলেন, আজ তাঁর সামনে নিজের দেশের সেনারা, যাদেরকে তিনিই একটি স্বাধীন জীবন, সুন্দর ভবিষ্যৎ দিয়েছেন। দোতলা থেকে নামার সময় সিঁড়িতে মুজিবের সাথে মেজর হুদার দেখা হয়। বঙ্গবন্ধু বলেন 'তাহলে তুমিই এ সব করছো। কি চাও তুমি?'

' আপনাকে নিতে এসেছি।'

'কোথায়?'

'ক্যান্টনমেন্টে'।

মুজিব বাজখাঁই কণ্ঠে বলেন 'তুমি কি আমার সাথে রসিকতা করছো? আমি কখনও এ দেশকে ধ্বংস হতে দেবো না। হুদা বিব্রত। বঙ্গবন্ধুর চোখে চোখ রেখে কথা বলার মতো সাহস হুদা কেন, কোনো বাঙালির ছিল না। ঠিক আছে, আমি কামালকে সাথে নিয়ে যাবো বলে ডাকতে থাকেন। এমন সময় ভৃত্য ফরিদ চিৎকার করে বলে ওঠে 'কামাল ভাইকে ওরা মেরে ফেলেছে'। বঙ্গবন্ধুর অন্য মূর্তি, তোরা কামালকে মেরেছিস কেন? যা তোদের সাথে আমি যাবো না, বলে সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠতে থাকেন। মেজর ফারুক একটা হাত ধরলে তিনি ঝাড়া দিয়ে ফেলে দেন। সাথে সাথে পিছন থেকে হাবিলদার মোসলেহ উদ্দীন স্বয়ংক্রিয় অস্ত্র দিয়ে মুজিবের উপর গুলি চালান। ফিদেল কাস্ত্রোর চোখে হিমালয়তুল্য বঙ্গবন্ধুকে সামনাসামনি গুলি করার ক্ষমতা কারো ছিল না। সিঁড়িতে লুটিয়ে পড়লেন বঙ্গবন্ধু, লুটিয়ে পড়লো বাংলাদেশ।[২] নিজের রক্তধারায় স্নান করিয়ে দিয়ে গেলেন সবুজ-শ্যামল বাংলাদেশকে।

গুলির শব্দ শুনে বেগম মুজিব ঘর থেকে বেরিয়ে এসে বলেন "তোমরা তাঁকে হত্যা করেছো, আমাকেও হত্যা করো"। ঘাতকরা চিরতরে নিস্তব্ধ করে দিল তাঁকে । শেখ জামাল, স্ত্রী রোজী এবং কামালের স্ত্রী সুলতানা তখনও ড্রেসিং রুমের ভেতরে ছিলেন। স্টেনগানের গুলিতে তারা তিনজনই নিহত হলেন।

বন্দুকধারীরা বাথরুমে শেখ নাসেরকে খুঁজে পায় এবং তাকে হত্যা করে। রাসেল এক কোনায় ভয়ে কুঁকড়ে ছিলো। কেঁদে উঠে বলে-আমাকে আমার মায়ের কাছে নিয়ে যাও। নৃশংস খুনিদের একজন বললো "আমরা তোমাকে তোমার মায়ের কাছেই পাঠাবো"। গুলিতে একটি হাত উড়ে যাওয়ার পরেও রাসেল অনুনয় করেছিল "আমাকে মেরো না, আমাকে মেরো না"। উত্তর এসেছিল খুনির নির্মম বুলেট।

তারপর আর কোনো প্রার্থনা, আর কোনো আকুতি আর কোনো কান্না ছিল না। ছিল না মায়ের কাছে যাওয়ার করুণ আকুতি। সবকিছু নিস্তব্ধ।

সেদিন একই রকম নির্মমতা হয়েছিল শেখ মুজিবের ভাগ্নে ধানমণ্ডি ১৩নং রোডে শেখ ফজলুল হক মনি এবং ২৭নং মিন্টো রোডে ভগ্নিপতি আব্দুর রব সেরনিয়াবাতের বাসায়। শেখ মনির অন্তসত্ত্বা স্ত্রীও সেদিন হায়েনাদের হাত থেকে নিষ্কৃতি পায়নি।

প্রায় তিন যুগের বেশি সময় ধরে শত নির্যাতন ও উৎপীড়নের মধ্য দিয়ে যে মহান নেতার সৃষ্টি, বছরের পর বছর ধরে নির্জন কারাগারে দুঃসহ যন্ত্রণা সহ্য করে যে রাজনৈতিক মহাপুরুষের অভ্যুদয়, শত প্রলোভন ও ভয়-ভীতির মুখে যে বিশাল ব্যক্তিত্ব এবং সৌম চেহারার পুরুষসিংহ বিরাট মহীরূহের মতো দাঁড়িয়েছিলেন; এক ভয়াবহ চক্রান্তের শিকার হয়ে বাঙালির নয়নের মণি সেই বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব ১৫ আগস্ট সুবেহ সাদেকের প্রাক্কালে এ পৃথিবী থেকে চিরবিদায় নিলেন। অন্ধকারের পথে ধাবিত হলো বাংলাদেশ।

উচ্চাভিলাষী সামরিক অফিসারদের হাতে রাষ্ট্রনায়কদের জীবনহানি বিশ্বের রাজনৈতিক ইতিহাসে নতুন ঘটনা নয়। আমেরিকার প্রেসিডেন্ট জন এফ কেনেডি, চিলির প্রেসিডেন্ট আলেন্দে, ইন্দোনেশিয়ার সুকর্ণ, ভারতের শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধী, পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলী খানসহ অনেকে এরকম হত্যাকাণ্ডের শিকার

হয়েছেন। কিন্তু ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট বাংলাদেশের রাষ্ট্রপ্রধানের হত্যাকাণ্ড ছিল সম্পূর্ণ ব্যতিক্রম। পৃথিবীর ইতিহাসে অন্য কোনো রাষ্ট্রনায়ক এভাবে সপরিবারে নির্মমভাবে নিহত হয়নি। ৪০ থেকে ৪২ হাজার সেনাসদস্যের মধ্যে মাত্র ১৭০ জন সেনাসদস্য প্রত্যক্ষভাবে এই বর্বর কাজে লিপ্ত ছিল এবং এদের মধ্যে দৃশ্যপটে আসা সেনা কর্মকর্তাদের সর্বোচ্চ পদবী ছিল মেজর, কোনো উচ্চপদস্ত সেনাকর্মকর্তা এদের সাথে প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত ছিলেন বলে জানা যায় না। তারা সবাই ছিলো পাকিস্তানের তৈরি এবং তারা নিজেদের মহৎ মনে করার বিভ্রমে আক্রান্ত। ১৫ই আগস্টের হত্যাকাণ্ড, এর ব্যাপ্তি দেখলে বোঝা যায় শুধু ক্ষমতার জন্য এমন নিষ্ঠুর হত্যাকাণ্ড হয়নি, এ জঘন্যতার পিছনে ছিল একটি দেশের জন্মের বিরুদ্ধেই প্রতিশোধ, একটি আদর্শ, একটি চেতনাকে সমূলে বিনাশ করা। এদেশের জন্ম যারা মেনে নিতে পারেনি, মুক্তিযুদ্ধের আদর্শ ও চেতনা যারা মেনে নিতে পারেনি তারাই এই বর্বতার জন্য মরিয়া হয়ে ওঠে। দেশে এদের রাজনৈতিক নেতৃত্ব দেন খোন্দকার মোশতাক গং, সাথে ছিলো বিদেশি প্রেরণা। দেশে তারা একটি আইন (ইনডেমনিটি আইন) তৈরি করেছিল এই খুনিদের বিচার করা যাবে না এবং সেটি আবার জাতীয় সংসদে পাস করিয়েও নিয়েছিল। দুনিয়ার রাজনৈতিক ইতিহাসে এমন বর্বরতা, অসভ্যতা দ্বিতীয় কোথাও সংঘটিত হয়েছে বলে জানা যায় না।

পরিকল্পনা

মূলত ১৯৭৪ সাল থেকে মুজিব হত্যার পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে যোগাযোগ চলে। *যাকে হত্যা করতে চাও, তার নামে বদনাম দাও* খুনিরা এই প্রবাদটি মাথায় রেখে শেখ মুজিবকে জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন করার জন্য নানাবিধ পন্থা অবলম্বন করে।

১৯৭২-৭৩ সালে বাংলাদেশের পরিস্থিতি ছিলো খুবই নাজুক। রাজনৈতিক মহলের মতে পাকিস্তানি 'কোলবরেটার' থেকে শুরু করে বিলুপ্ত মুসলিম লীগ, ক্ষমতাপ্রাপ্ত 'ব্যুরোক্রাট' থেকে বে-আইনে জামায়াতে ইসলামী, একশ্রেণির বুদ্ধিজীবী থেকে একশ্রেণির সাংবাদিক কেউই মনের গহীনে স্বাধীন বাংলাদেশকে মেনে নিতে পারেনি।[৩] এ সময় এক ডজনের মতো চীনপন্থী কমিউনিস্ট উপদল 'বাংলাদেশ' শব্দটি পর্যন্ত উচ্চারণ করতো না। এদের অন্যতম কমরেড সিরাজ সিকদারের শ্লোগান ছিলো, 'ইয়ে আজাদী ঝুটা হায়, লাখো ইনসান ভুখা হ্যায়'। এ সময় চরম দক্ষিণ ও উগ্র বামপন্থীদের হাতে ৫ জন পার্লামেন্ট সদস্যসহ প্রায় ৬ হাজার আওয়ামী লীগ কর্মী নিহত হয়।[৪]

কৃত্রিম সংকট সৃষ্টি করে '৭৪ সালে ১ টাকার লবণ কোথাও কোথাও বেড়ে ৬০ টাকায় গিয়ে দাঁড়ায়। অথচ তখনও চট্টগ্রামে প্রচুর লবণ মজুদ ছিল। আমলাদের এহেন অব্যবস্থপনায় জনগণের মনে ক্ষোভ ছিল কিন্তু বঙ্গবন্ধুর প্রতি অগাধ আস্থার কারণে জনবিক্ষোভ হয়নি।

'৭৪-এ বে-আইনি অস্ত্র এবং চোরাচালান রোধে সেনাবাহিনিকে মাঠে নামানো হলে তারা বেছে বেছে আওয়ামী লীগ কর্মী ও মুক্তিযোদ্ধাদের গ্রেফতার করে চরম নির্যাতন করতে থাকে। গ্রেফতারকৃতরা স্থানীয় মন্ত্রী সাংসদদের সাহায্য নিয়েও পরিত্রাণ পায়নি।

এ সময় ভারত থেকে ছাপানো দুটি দশ টাকার নোটে একই নম্বর দেখা গেলে কিছু সংবাদপত্র ছবিসহ সেটি প্রকাশ করে। ছড়িয়ে পড়ে, ডাবল নোট ছাপিয়ে ভারত বাংলাদেশের সব সম্পদ টেনে নিচ্ছে। সরকার সব নোট বাজার থেকে তুলে নিয়েও দেখা গেল, ছাপানো নোট থেকে জমাকৃত নোটের সংখ্যা কম।[৫] কিন্তু দুঃখের বিষয় বিরোধীরাতো বটেই আওয়ামী লীগের এক শ্রেণির সদস্য এই অপপ্রচারে যুক্ত ছিল। এ সময় শেখ মুজিব জনৈক সাংবাদিককে বলেছিলেন, "একটা গুলি তাকে 'চেজ' করে ফিরছে। একবার তাঁকে রেঞ্জের ভেতরে পাইলেই শেষ"।[৬] ১৯৭০ সালের ঘূর্ণিঝড়, '৭১-এ মুক্তিযুদ্ধে বিধ্বস্ত অর্থনীতি, জনপদ, '৭২-'৭৩-এ উপর্যুপরি খরা এবং বন্যায় ফসল হানি, '৭৪-এ বিশ্বব্যাপী মুদ্রাস্ফীতির প্রভাব, সাথে মানবসৃষ্ট দুর্যোগের কারণে বাংলাদেশে দেখা দেয় দুর্ভিক্ষ। ২৩ সেপ্টেম্বর ১৯৭৪-এ জন সোয়েইন সানডে টাইম পত্রিকায় লিখেছিলেন, 'বাংলাদেশ কি ভুল সময়ে জন্ম নিয়েছিলো? বঙ্গবন্ধুকে অনেকটা একাই এ সব দুর্যোগ মোকাবেলা করতে হচ্ছিল। এতদসত্ত্বেও জনপ্রিয়তায় যে ভাটা পড়েনি সেটা ৭৩ নির্বাচনের ফলাফলের দিকে তাকালে বোঝা যায়। ৭২ শতাংশ ভোট পেয়ে ২৯১টি আসন লাভের একক কৃতিত্ব শেখ মুজিবের।

পূর্বেই বলা হয়েছে ৭৪ সাল থেকে বঙ্গবন্ধু হত্যার প্রেক্ষাপট তৈরি হচ্ছিল। বঙ্গবন্ধুর আমন্ত্রণে জুন মাসে ভুট্টো যখন ঢাকা আসেন তখন বিমানবন্দরে তাঁকে স্বাগত জানানো লোকের ভিড় সামলাতে পুলিশকে রীতিমত হিমশিম খেতে হয়েছিল, কয়েক রাউণ্ড গুলিও ব্যয় করতে হয়। স্বল্প সময়ের ব্যবধানে মুক্তিযুদ্ধে গণহত্যার নির্দেশদাতার আগমনে মানুষের এই আগ্রহ, এটি নিঃসন্দেহে বিস্ময়ের উদ্রেক করে। সফরে বাংলাদেশের দেনা-পাওনার ব্যাপারে কোনো ইতিবাচক সিদ্ধান্ত না হওয়ায় সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে শেখ মুজিব যখন বলেন, ভুট্টোর সাথে আলোচনা ফলপ্রসূ হয়নি। তখন ভুট্টো বলেন বাংলাদেশে তাঁর সফর সফল। এই সফলতা আসলেই কী, সেটা সহজেই অনুমেয়। এর আগে ১৯৭৫ সালের ১৮ এপ্রিল কাবুলে পাকিস্তানি মিলিটারি একাডেমিতে এক ভাষণে তিনি বলেন, 'শিগগিরই এ অঞ্চলে কিছু বড় ধরনের পরিবর্তন ঘটতে যাচ্ছে'।[৭]

হত্যাকাণ্ডের চূড়ান্ত পর্যায়

'৭৫ সালটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ছিলো। '৭১-এ জাতীয় মুক্তির ডাকে সকল বাঙালি মিলে যেমন বিজয় নিশ্চিত করেছিল ঠিক তেমনি '৭৫ এ বাকশাল গঠন করে জাতির জনক সবাইকে নিয়ে দেশটাকে গড়ার নতুন উদ্যোগ নিয়েছিলেন। তারই অংশ হিসেবে সমগ্র দেশকে ৬০টি জেলায় বিভক্ত করে ১লা সেপ্টম্বর থেকে একজন গভর্ণরের দায়িত্ব দেয়া হয়েছিল। ১৫ আগস্ট ছিল গভর্ণরদের ট্রেনিং এর শেষ দিন। '৭৫-এর জুন মাসের মধ্যে সোয়া চার কোটি গজ কাপড় উৎপাদন, দেড় লাখ টন সার উৎপাদন, খাদ্য শস্য উৎপাদন আড়াই লাখ টনে বৃদ্ধি পেয়েছিল। দেশ স্বনির্ভরতার দিকে যাচ্ছে, এটা বুঝতে পেরে শত্রুরা বঙ্গবন্ধুকে হত্যার চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিলো।[৮]

প্রতিরোধ-প্রতিক্রিয়া

মুজিব হত্যার সাথে সাথে সংসদ সদস্যগণ রাজনৈতিকভাবে নিহত হয়ে সেনা নির্ভর হয়ে পড়েন। শেখ মুজিবকে যারা নেতা অপেক্ষা পিতা বলতে বেশি পছন্দ করতেন তারাই তাঁর লাশ ৬৭৭ নং বাড়ির সিঁড়িতে

থাকা অবস্থায় খন্দকার মোশতাকের মন্ত্রীসভায় শপথ নেন। ১৫ আগস্ট ১০ জন পূর্ণমন্ত্রী ও ৬ জন প্রতিমন্ত্রী এবং ২০ আগস্ট আরো ৫ জন প্রতিমন্ত্রী নিয়ে মোশতাক মন্ত্রীসভা গঠন করেন।[৯] এরপরে চতুর মোশতাক ১৬ অক্টোবর বঙ্গভবনে অধিবেশন আহবান করেন। প্রতিবাদ হবে জেনেও তিনি এ কাজটি করেন। মোশতাক বিশ্বকে দেখাতে চেয়েছিলেন শেখ মুজিব বাদে সবকিছুই ঠিক আছে। সেখানে কুমিল্লার সিরাজুল হক সরাসরি মোশতাকের কাছে বঙ্গবন্ধুকে হত্যার কারণ জিজ্ঞাসা করলে মোশতাক কোনোরকম তর্কে না গিয়ে অধিবেশন শেষ করেন।

দল হিসেবে আওয়ামী লীগ

দল হিসেবে আওয়ামী লীগ বঙ্গবন্ধু হত্যার প্রতিবাদ করতে ব্যর্থ হয়। ফণীভূষণ মজুমদারের মতো সাহসী, আপোষহীন ব্যক্তি যখন মন্ত্রীসভায়, মুক্তিযুদ্ধের প্রধান সেনাপতি এম এ জি ওসমানি যখন মোশতাকের প্রতিরক্ষা উপদেষ্টা, সংসদ সদস্যরা সবাই যখন আওয়ামী লীগের, তখন কে মোশতাকের লোক, আর কে না বোঝার উপায় ছিল না। এরকম পরিস্থিতিতে যে কোনো ধরনের প্রতিবাদে ঝুঁকি ছিলো। তাছাড়া ক্ষমতা হাতে নিয়েই খন্দকার মোশতাক আওয়ামী লীগ কর্মীদের ধন-প্রাণ রক্ষার সব রকমের প্রস্তুতি নেয়ার জন্য থানায় থানায় নির্দেশ পাঠান।[১০] নতুন মন্ত্রীসভার চেহারা এবং মোশতাকের নির্দেশ আওয়ামী লীগ কর্মীদের বিভ্রান্ত করে।

সেনাবাহিনী

সেনাসদস্যরা আদর্শগতভাবে বিভাজিত ছিলো। যুদ্ধের শেষদিকে পাকিস্তান ফেরত সেনাসদস্যরা চেতনাগত দিক থেকে সম্পূর্ণ মুজিব বিরোধী ছিল। তারা একটি বড় পাকিস্তান ভেঙ্গে ছোট পাকিস্তান চেয়েছিল। এরা কোনোভাবেই বঙ্গবন্ধুর চেতনার সাথে একাত্ম হতে পারেনি। পাকিস্তানি সেনাদের মানসিকতায় উদ্বুদ্ধ এসব সেনারা মনে করতো তাদের জন্মই হয়েছে শাসন করার জন্য। এ জঘন্য হত্যাকাণ্ডের প্রতিশোধ নিয়ে সেনাবাহিনিতে শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনতে চাইলে উর্ধ্বতন সেনাকর্তাদের কারণে সেটা সম্ভব হয়নি। ১৬ আগস্ট সকালে সেনাপ্রধান জেনারেল সফিউল্লার সভাপতিত্বে চলমান সভায় ব্রিগেডিয়ার শাফায়েত জামিল (ঢাকা গ্যারিসনের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা) এবং খালেদ মোশাররফ যখন শাস্তির প্রস্তাব উঠালেন তখন কিছু কর্মকর্তা পরিস্থিতি আরও পরিষ্কার হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করার পরামর্শ দেন। ১৫ আগস্ট সকালেও একইভাবে শাফায়েত জামিলকে থামানো হয়। এটিই চেয়েছিল ষড়যন্ত্রকারীরা।[১১] তখনও সেনাবাহিনিতে শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনতে পারলে ৩ নভেম্বরের ট্রাজেডি, মুক্তিযুদ্ধের অন্যতম সেক্টর কমাণ্ডার খালেদ মোশাররফসহ অন্যান্য নির্মম হত্যাকাণ্ডগুলো হয়তো ঠেকানো যেতো।

মুক্তিযোদ্ধাদের ভূমিকা

মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে মাওলানা ভাসানী, মণি সিং, অধ্যাপক মোজাফফর আহমেদসহ বিরোধীদলের নেতাদের নিয়ে একটি উপদেষ্টা কমিটি গঠন করা হয়। যুদ্ধের পরে এ কমিটি বাতিল হয়ে যায়। মুক্তিযোদ্ধারা যে যার মতো করে আওয়ামী লীগের সাথে সম্পর্ক রেখে সরকারি সুযোগ সুবিধা ভোগ করতে থাকে। এ কাজে যারা

অপারগ ছিলেন তারা বিচ্ছিন্ন হয়ে সরকার বিরোধী প্রকাশ্য ও গোপনদলে যোগ দেন। অনেকের কাছে অস্ত্র থাকায় হত্যা, ছিনতাই, রাহাজানিসহ নানা অপরাধমূলক কাজে জড়িয়ে পড়েন। মুক্তিযুদ্ধের সময় যে সব তরুণ একই তাঁবুর নিচে থেকে, একই পাতে আহার করে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে যুদ্ধ করেছেন, কয়েক মাসের মধ্যে তারা একে অপরের চরম শত্রুতে পরিণত হলো। এভাবেই মুক্তিযোদ্ধারা দ্রুত জনবিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। মুক্তিযোদ্ধাদের এই দুর্দশায় পরাজিত শক্তি উল্লসিত হলো এবং বিভিন্ন প্রচার মাধ্যমে মুক্তিযোদ্ধাদের ঢালাওভাবে বিভিন্ন অপকর্মের নায়ক বলে অভিহিত করতে শুরু করে। এ সব অপরাধে যাদের গ্রেফতার করা হয়, দেখা গেল তারা প্রায় সবাই ষোড়শ ডিভিশনের (sixteenth Division) ভুয়া মুক্তিযোদ্ধা। কিন্তু ক্ষতি যা হবার তা হয় প্রকৃত মুক্তিযোদ্ধাদের। ফলে ১৫ আগস্টের এই মর্মান্তিক ঘটনায় মুক্তিযোদ্ধারা ছিল নীরব, অসংগঠিত, কিংকর্তব্যবিমূঢ়।[১২]

প্রতিবাদ

এত নীরবতার মাঝেও প্রতিবাদ যে কিছুই হয়নি তা বলা যাবে না, মুক্তিযুদ্ধে বাঘা সিদ্দিকী খ্যাত কাদের সিদ্দিকীর নেতৃত্বে একটি প্রতিরোধ হয়েছিল। কিশোরগঞ্জের একদল যুবক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা প্রথমদিকে প্রতিবাদ ক্যাম্পাসে রাখলেও ৪ নভেম্বর তারা ধানমণ্ডির ৩২নং পর্যন্ত প্রতিবাদ মিছিল নিয়ে যায়। অল্পকিছু শিক্ষার্থী শুরু করলেও হাজার হাজার সাধারণ মানুষ এই প্রথম জাতির জনকের হত্যার প্রতিবাদে রাস্তায় নামে। ১৬ আগস্ট ছাত্রলীগ কর্মী রায় রমেশের নেতৃত্বে খুলনার সরকারি ব্রজলাল কলেজে একটি প্রতিবাদ মিছিল হয়। বিচ্ছিন্নভাবে সারা দেশে কমবেশি প্রতিবাদ হয়।

রাজনীতিতে আদর্শিক পরিবর্তন

১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গ রদে হতাশ মধ্যবিত্ত বাঙালি ১৯৪০ সালে লাহোর প্রস্তাবের মধ্যে নিজেদের বিকাশের স্বপ্ন দেখতে শুরু করে। কিন্তু ১৯৪৬ সালে মুসলিম লীগের এক অধিবেশনে একটি মাত্র মুসলিম দেশ, পাকিস্তানের কথা বলা হলে বাঙালি আশাহত হয়। সঙ্গত কারণে অন্যান্য বাঙালির মতো বঙ্গবন্ধুও পাকিস্তান আন্দোলনে নিজেকে সম্পৃক্ত করেন। ব্যক্তিগত জীবনে অসাম্প্রদায়িক শেখ মুজিব পাকিস্তান আন্দোলনে যুক্ত হলেও পাকিস্তান সৃষ্টির পর ব্রিটিশ মানসিকতার উত্তরসুরী পাকিস্তান সরকার এবং মুসলিম লীগের প্রতিক্রিয়াশীল চক্রের সাম্প্রদায়িক রাজনীতিতে খুবই উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েন। গড়ে তোলেন অসাম্প্রদায়িক গণমুখী রাজনৈতিক দল *আওয়ামী মুসলিম লীগ*। সময়ের বাস্তবতায় দলের নামকরণে 'মুসলিম' শব্দটি যুক্ত হলেও আদর্শগত দিক থেকে ছিল অসাম্প্রদায়িক। কিন্তু দুর্ভাগ্য দলটির মধ্যে অতি ডান-অতি বামের আধিক্য দেখা যায়। কখনও এদের স্বরূপ বোঝা যেতো, কখন না। ১৯৫৫ সালে দলের কাউন্সিলে 'মুসলিম' শব্দটি উঠিয়ে দেয়ার প্রস্তাব উঠলে এই গ্রুপের প্রতিনিধি পঁচাত্তরের খলনায়ক খন্দকার মোশতাক এবং আব্দুস সালাম সভা ত্যাগ করে বেরিয়ে যান। প্রতিক্রিয়াশীল এই চক্র বাঙালি জাতির মুক্তির মহাসনদ বঙ্গবন্ধুর ৬-দফারও বিরুদ্ধাচরণ করেন। মুক্তিযুদ্ধকালীন এই শ্রেণির প্রতিনিধি খন্দকার মোশতাকের নেতৃত্বে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাথে যোগাযোগ করে

বাংলাদেশের জন্মকে ঠেকিয়ে দিতে চেয়েছিল। বাঙালির গণতন্ত্রের সংগ্রাম, স্বায়ত্তশাসনের সংগ্রাম, স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে সংগ্রাম কিংবা স্বাধীনতার সংগ্রাম-সবই ছিল পাকিস্তান এবং প্রতিক্রিশীল চক্রের কাছে অনৈসলামিক, ভারতের প্ররোচনা। কাজেই বঙ্গবন্ধুকে অন্যান্যের সাথে ধর্মের রাজনৈতিক ব্যবহারের বিরুদ্ধেও লড়তে হয়েছে। একাত্তরে তারা ধর্মকে মুক্তিকামী জনগণের বিপক্ষে দাঁড় করিয়ে এহেন কোনো জঘন্য কর্ম নেই, যা করেনি। গণতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতা এবং সমাজতন্ত্রের আকাঙ্ক্ষা এভাবেই বাঙালির চেতনায় বিকাশ লাভ করেছে এবং স্বাধীন বাংলাদেশের সংবিধানে তার প্রতিফলন দেখতে চেয়েছে।

পাকিস্তানের কারাগার থেকে মুক্ত হয়ে বঙ্গবন্ধু যেদিন বাংলাদেশে আসেন সেদিন রেসকোর্সের জনসভায় বলেন বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম মুসলিম রাষ্ট্র বাংলাদেশ রাষ্ট্রের ভিত্তি হবে গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতা। পরে তিনি এর সঙ্গে যোগ করেন জাতীয়তাবাদ। ১৯৭২ সালে এই চার নীতিকেই সংবিধানে রাষ্ট্রের মূলনীতির মর্যাদা দেওয়া হয়।[১৩] পূর্বেই বলা হয়েছে, পাকিস্তানি আমলে ধর্মকে রাষ্ট্রের সাথে যুক্ত করার পরিণাম দেখে জাতির জনক সংবিধানের ১২নং অনুচ্ছেদে ধর্ম নিয়ে রাজনীতি লোপ করেন। বলা হয় রাষ্ট্র কর্তৃক কোনো ধর্মকে রাজনৈতিক মর্যদাদান, রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে ধর্মের অপব্যবহার এবং কোনো বিশেষ ধর্মালম্বীর প্রতি বৈষম্য বিলোপ করা হবে। তা ছাড়া সংবিধানের ৩৮ অনুচ্ছেদে ধর্মীয় নামযুক্ত বা ধর্মভিত্তিক সমিতি বা সংঘ গঠন নিষিদ্ধ করা হয়। এই বিধানের আওতায়ই মুসলিম লীগ, জামায়াতে ইসলামি ও নেজামে ইসলামের মতো দল যারা মুক্তিযুদ্ধে পাকিস্তানি বাহিনির সহযোগী হিসেবে কাজ করেছিল, তাদের বেআইনি ঘোষণা করা হয়। রাষ্ট্র থেকে ধর্মকে পৃথক রেখে সকল ধর্মকে সমান মর্যাদা প্রদান করা হয়। এ সময় বেতার, টেলিভিশন ও রাষ্ট্রীয় অনুষ্ঠানে, পবিত্র কোরান, গীতা, বাইবেল ও ত্রিপিটক পাঠ হতে লাগলো। কিন্তু ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্টের মর্মান্তিক ঘটনার পরে খন্দকার মোশতাক দেশটাকে উল্টোদিকে প্রবাহিত করতে মরিয়া হয়ে ওঠেন। রাষ্ট্রপতির প্রথম ভাষণেই তিনি বাঙালির মুক্তির শ্লোগান 'জয়বাংলা'র পরিবর্তে 'বাংলাদেশ জিন্দাবাদ' বলে ভাষণ শেষ করেন। এরপর 'বাংলাদেশ বেতার' হয়ে গেল 'রেডিও বাংলাদেশ'। গলাবন্ধ লম্বা কোট এবং মাথায় টুপি হলো নতুন পোশাক। এটি ছিল পাকিস্তানের জাতীয় পোশাক, মোশতাক শুধু জিন্নাহ টুপিটা বদলিয়ে দেন। ১৯৭৭ সালে ২৩ এপ্রিল এক ঘোষণাপত্রের আদেশবলে তৎকালীন শাসক সংবিধান সংশোধন করে সংবিধানের প্রস্তাবনার শীর্ষদেশে 'বিসমিল্লাহি রাহমানির রাহিম' সংযোজন, 'জাতীয় মুক্তির জন্য ঐতিহাসিক সংগ্রামের' বদলে 'জাতীয় স্বাধীনতার জন্য ঐতিহাসিক যুদ্ধ' ধর্মনিরপেক্ষতার জায়গায় 'সর্বশক্তিমান আল্লাহর উপর পূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাস' সমাজতন্ত্রের ব্যাখ্যায় 'অর্থনৈতিক ও সামাজিক সুবিচার' সংযোজন করে ১২নং অনুচ্ছেদ করেন। জাতীয়তাবাদী চেতনা যা আমাদের সমস্ত আন্দোলন সংগ্রামের ভিত্তি সেটি পরিবর্তিত হয়ে 'বাংলাদেশি জাতীয়তাবাদের' ঘোষণা দিয়ে এক ধরনের ধোঁয়াশা সৃষ্টি করা হলো। উদ্দেশ্য, বাঙালির স্বাধিকারের এ উপাদানটি সম্পর্কে একটি ভ্রম তৈরি করে গুরুত্বহীন করা। এ গুলোকে ৫ম সংশোধনীতে বৈধতা দেয়া হয়। এরপর ১৫ আগস্ট পরবর্তী সরকারগুলোর কর্মকাণ্ডকে ছাড়িয়ে যাওয়ার মানসিকতা নিয়ে সংবিধানের অষ্টম সংশোধনীর মাধ্যেমে 'ইসলামকে' রাষ্ট্রধর্মের মর্যাদা দিয়ে এই ঘরানার শাসক এবং প্রতিনিধিদের মনের ষোলকলা পূর্ণ করেন জেনারেল এরশাদ। '৯০-তে স্বৈরাচারী এরশাদ সরকারের পতন হলেও পঁচাত্তর পরবর্তী

সরকারগুলোর মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বিরোধী কর্মকাণ্ড, প্রতিক্রিয়াশীল গোষ্ঠীর রাজনীতিকরণ এবং সামাজিকীকরণ, '৭২ এর সংবিধানের কাটাছেঁড়ার কারণে রাষ্ট্র এবং সমাজের গায়ে যে ক্ষত সৃষ্টি হয় তা আজও সারিয়ে তোলা সম্ভব হয়নি।

১৫ আগস্টের ট্রাজেডির খুব ক্ষুদ্র একটি গোষ্ঠীর মুখোশ উন্মোচিত হয়েছিল, বাকিরা থেকে যায় পর্দার আড়ালে। ক্ষমতায় গিয়ে মোশতাক তাদেরকে পুরস্কৃত করতে থাকেন। পূর্বেই বলা হয়েছে, মোশতাক তার প্রথম ভাষণে ১৫ আগস্টের হোতাদের 'জাতীয় বীর' 'দেশের সূর্য সন্তান' বলে অভিহিত করেন। মোশতাক শফিউল আযমকে সেক্রেটারি জেনারেল, মাহবুবুল আলম চাষীকে রাষ্ট্রপতির প্রধান সচিব এবং তবারক হোসেনকে পররাষ্ট্র সচিব, সত্তরের পূর্বাঞ্চলের গোয়েন্দা প্রধান বি এম সফদারকে গোয়েন্দা প্রধান নিয়োগ করেন। এরা প্রত্যেকেই মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন পাকিস্তান সরকারের পক্ষে অত্যন্ত ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করেছিলেন। এছাড়া মুজিব হত্যাকারীদের ১২ জনকে ১৯৭৬ সালের ৮ জুন পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে চাকুরি দিয়ে পুরস্কৃত করেন।

পাকিস্তানিরা নিঃসন্দেহে খুশি হয়েছিলো। মাত্র ৮ ঘণ্টার ব্যবধানে নতুন সরকারকে স্বীকৃতি, বন্ধুত্বের স্বীকৃতিস্বরূপ চাল, সুতিকাপড় উপহারের ঘোষণা, মুসলিম রাষ্ট্রগুলোকে বাংলাদেশের নতুন সরকারকে স্বীকৃতি দিতে এবং কূটনৈতিক মিশনগুলোকে বাংলাদেশের পক্ষে কাজ করার অনুরোধে বোঝা যায় পাকিস্তানের সহানুভূতি।

বহুদলীয় গণতন্ত্রের নামে প্রতিক্রিয়াশীল চক্রকে সুযোগ

১৫ আগস্টের পর নিষিদ্ধ ঘোষিত রাজনীতি ১৯৭৬ সালের ৪ আগস্ট শর্তসাপেক্ষে চালু হয়। আওয়ামী লীগ যেদিন শর্তপূরণ করে রাজনীতি করার সুযোগ পেলো সেদিন (৫ নভেম্বর ১৯৭৬) দৈনিক বাংলায় প্রকাশিত হয়-এ পর্যন্ত রাজনৈতিক দলের সংখ্যা ১৭ এবং আরো ৫৬টি প্রক্রিয়াধীন। বস্তুত এ সময়ে খুচরো রাজনৈতিক দল গঠনের হিড়িক পড়ে যায়। শত শত নামসর্বস্ব ও প্যাডসর্বস্ব দল গড়ে ওঠে।[১৪] রাজনীতির নামে হাস্যকর পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়। সংবিধানের ৩৮ অনুচ্ছেদ বাতিল করে '৭২ এ নিষিদ্ধ রাজনৈতিক দলগুলোর আবার রাজনীতির মাঠে ফিরে আসার সুযোগ দেয়া হয়। যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের জন্য 'বাংলাদেশ দালাল আইন (বিশেষ ট্রাইবুনাল) অধ্যাদেশ ১৯৭২' জারি হয়। '৭৩ এর নভেম্বর পর্যন্ত ৩৭৪৭১ জনকে গ্রেফতার এবং এদের মধ্য থেকে ৭৫২ জন দণ্ডিত হয়। কিন্তু ১৯৭৫ সালের ৩০ ডিসেম্বর এ দালাল আইন বাতিল করা হয়। শুধু তাই নয়, মুক্তিযুদ্ধে বিরোধিতা এবং জঘন্য অপরাধে অভিযুক্ত ও নাগরিকত্ব বাতিলকৃত ৯ জনের নাগরিকত্ব ফিরিয়ে দিয়ে দালালদের পুনর্বাসনের সুযোগ দেয়া হয়। প্রকৃত বিচারে, বহুদলীয় গণতন্ত্রের ছদ্মবেশে সামরিকতন্ত্র, এবং সামরিকতন্ত্র সর্বদাই প্রতিক্রিয়াশীল রাজনীতিকে পুষ্টি জোগান দেয়। ফলে এখানে যা দাঁড়ায়, বহুদলীয় গণতন্ত্রের নাম দিয়ে আসলে প্রতিক্রিয়াশীল, আরো স্পষ্ট করে বললে, যারা সরাসরি একাত্তরের গণহত্যায় জড়িত ছিল, তাদেরকে রাজনীতির মাঠে আবারও সক্রিয় করার সুযোগ ও পরিস্থিতি তৈরি করে দেয়া হয়।

বহিঃবিশ্বের সাথে সম্পর্ক

বাংলাদেশের ভৌগোলিক অবস্থা, রাষ্ট্রিয় আদর্শের সাথে সামঞ্জস্য এবং মহান মুক্তিসংগ্রামে ভারতের অকৃত্রিম সাহায্যের কথা মাথায় রেখে অত্যন্ত বিচক্ষণতা ও দূরদর্শিতার সাথে ভারতের সাথে সম্পর্ক উন্নয়নে বঙ্গবন্ধু আগ্রহী ছিলেন। তিন মাসের মধ্যে ভারতীয় সৈন্য ফেরত, ভারতের সাথে মৈত্রী চুক্তি সম্পাদন, ফারাক্কা বাঁধ থেকে গঙ্গার পানি প্রবাহের উল্লেখযোগ্য অংশ আদায় করেন। এরপর ভারতের পছন্দের বাইরে গিয়ে একজন জাতীয়তাবাদী নেতা হিসেবে দেশের স্বার্থে তিনি ইসলামী সম্মেলন সংস্থায় যোগদান করেন উদ্দেশ্য ছিল পাকিস্তানের স্বীকৃতি আদায়। পাকিস্তানের সাথে দেনা-পাওনা মেটানো, আটকে পড়া পকিস্তানিদের ফেরত নেয়া এবং দেশের ডানপন্থীদের 'পূর্ব পাকিস্তান পুনরুদ্ধার আন্দোলন' প্রতিহতের জন্য পাকিস্তানের স্বীকৃতিটা খুব দরকার ছিলো। বাংলাদেশকে ইসলামিক রাষ্ট্র ঘোষণার মুসলিম বিশ্বের চাপ অত্যন্ত যুক্তিসহকারে খণ্ডন করে তিনি তার উদ্দেশ্য সফল করেন। ১৯৭৪ সালে ফেব্রুয়ারিতে তিনি পাকিস্তানের স্বীকৃতি এবং ১৯৭৩ সালের মধ্যে সৌদিআরব এবং সুদান বাদে প্রায় সব মুসলিম বিশ্বের স্বীকৃত আদায় করেন। ১৯৭১ সালে ২টি '৭২-এ ৯৮টিসহ বঙ্গবন্ধুর শাসনামলে ১২৭টি দেশের স্বীকৃতি, জাতিসংঘসহ ১৬টি আন্তর্জাতিক সংস্থার সদস্যপদ লাভ শক্তিশালী পররাষ্ট্রনীতির বহিঃপ্রকাশ। শক্তিশালী পররাষ্ট্রনীতি '৭৫ পরবর্তীতে নতজানু পররাষ্ট্রনীতিতে রূপ নেয়।

পরিশেষে বলা যায়, বঙ্গবন্ধু হত্যাকাণ্ডের মধ্য দিয়ে রাজনীতিতে ধর্মের ব্যবহার পুনরুত্থান ও গণতন্ত্রের ছদ্মবেশে সামরিকতন্ত্রের পুনঃআবির্ভাব-এই দুটি ফেনোমেননের কথা বারবার উচ্চারিত হয়েছে। আমরাও বিভিন্ন আলাপে বলেছি, বলছি। এই পরিবর্তন যেমন হয়েছে রাষ্ট্রের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে, সংবিধান পরিবর্তনে, তেমনি পরিবর্তন হয়েছে মতাদর্শেও। পরিবর্তনের দুটি চেহারা একত্রে ঘটলেও একেক সময় একেকটা প্রকট হয়েছে। পরিবর্তিত রাষ্ট্রের কাঠামোর অন্তর্নিহিত মতাদর্শিক অবস্থানও উপরে আলোচনা করা হয়েছে। এক কথায়, একাত্তরে যে অভিমুখ নিয়ে বাংলাদেশ যাত্রা শুরু করেছিল পঁচাত্তরে সেই অভিমুখ একেবারে উল্টে যায়। পঁচাত্তরের রক্তাক্ত ইতিহাস ও তার পরিণতিতে উপযুক্ত দু'ধরনের পরিবর্তনের প্রতিক্রিয়ায় বাংলাদেশের রাজনীতিতে আরও একটা বড়ো ধরনের পরিবর্তন ঘটে যায়। খুব সংক্ষেপে এটা বলা যায়, যদিও এই দিকটা উন্মোচন করা এখনো বাকি। বাংলাদেশের রাজনীতিতে গণতন্ত্রের আকাঙ্ক্ষার উপস্থিতি প্রবল। ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলন হোক, আর পাকিস্তানি জামানায় হোক-দাবি দাওয়ার মধ্যে সবচেয়ে প্রবল উপস্থিতি ছিল গণতন্ত্র ও গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ। রাজনীতিতে সহনশীলতা, প্রবল শত্রুকেও সহ্য করা, বিরোধকে বিদ্বেষে রূপান্তর না করা, বিরোধাত্মক মতসমূহের সুস্থ মোকাবেলার পরিস্থিতি তৈরি করা, বিচার ব্যবস্থার প্রতি আস্থা-এগুলোকে একটা রাষ্ট্রের গণতন্ত্রের জন্য অপরিহার্য উপাদান হিসেবে বিবেচনা করা হয়। এগুলোর সাথে গণতন্ত্রের সম্পর্ক ওতপ্রোত। এগুলো যেমন গণতন্ত্রের পথ প্রশস্ত করে, তেমনি গণতন্ত্র এগুলোর বিরাজমানতাকে নিশ্চিত করে। পঁচাত্তরের হত্যাকাণ্ড বাংলাদেশের রাজনীতিতে এমন এক দ্বি-মেরুকরণ তৈরি করেছিল, যা পূর্বের সহনশীলতার যাবতীয় নজির স্রেফ উধাও হয়ে গিয়েছে। মহিউদ্দীন আহমেদের 'বেলা-অবেলা' গ্রন্থ পড়লেই বঙ্গবন্ধু ও

তৎকালের রাজনীতিবিদদের মধ্যকার বিরোধাত্মক অথচ সহনশীল সম্পর্কের অজস্র নজির পাওয়া যায়। পঁচাত্তরের পর রাজনীতির সেই মূল্যবান উপাদানটি রাজনীতি থেকে হারিয়ে যায়। এমনকি, বিচার-ব্যবস্থাও একইরূপ কাজ করেছিল। বঙ্গবন্ধু হত্যাকাণ্ডের পর দায়মুক্তি দেয়ার নজির বিবেচনা করে দেখুন। এরপর থেকে বিচার হয়েছে কিন্তু রেজিম-নিরপেক্ষ থাকেনি। যার যে আমল তার বিচার কেবল তার আমলেই হয়ে থাকে। পঁচাত্তরে বঙ্গবন্ধু হত্যাকাণ্ডের পর রাজনীতিতে যে রক্তাক্ত ও ষড়যন্ত্রের ইতিহাস তৈরি হয়েছে, তার রেশ এখনো কাটেনি। এমনতর রক্তাক্ত সহিংস ঘটনা রাজনীতির জগতে দীর্ঘ আচড় রেখে যায়। বাংলাদেশের রাজনীতির যে প্রবল মেরুকরণ ঘটেছে সেটা একেবারেই পঁচাত্তর পরবর্তী ফেনোমেনন। বিরোধিতা এখন সহজেই বিদ্বেষে পৌঁছে যায়। মতাদর্শিক এমন অবস্থার কারণে মাঠের রাজনীতি হয়ে উঠে প্রবল প্রতিশোধপরায়ণ। পঁচাত্তর পরবর্তী ফেনোমেনন হিসেবে এ দিকটার স্বরূপ উন্মোচন জরুরি বিষয়।

তথ্যসূত্র

১. নুরুল ইসলাম নাহিদ ও পিয়াস মজিদ, *জয় বাংলা*, চারুলিপি প্রকাশনী, ঢাকা ২০২০, পৃ. ৫৭

২. ড. মোহাম্মদ হাননান, *বঙ্গবন্ধু হত্যার বিচারের ইতিহাস*, আগামী প্রকাশনী, ঢাকা ১৯৯৯, পৃ. ১২

৩. এম আর আখতার মুকুল, *কে ভারতের দালাল*, সাগর পাবলিশার্স, ঢাকা ১৯৯৫, পৃ. ৩০

৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩১

৫. পরেশ সাহা, *মুজিব হত্যার তদন্ত*, জ্যোৎস্না পাবলিশার্স, ঢাকা ১৯৯৬, পৃ. ৮

৬. এ এল খতিব, *হু কিলড মুজিব*, কোয়ালিটি পাবলিশার্স, ঢাকা ২০১৪ পৃ. ১০

৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ১২

৮. ড. মো মাহবুবর রহমান, *বঙ্গবন্ধুর শাসনামল (১৯৭২-১৯৭৫)*, সুবর্ণ, ঢাকা ২০২২, পৃ. ২৯, ৩১২

৯. ড. মোহাম্মদ হাননান, *বঙ্গবন্ধু হত্যার বিচারের ইতিহাস*, আগামী প্রকাশনী, ঢাকা ১৯৯৯, পৃ.

১০. পরেশ সাহা, *মুজিব হত্যার তদন্ত*, জ্যোৎস্না পাবলিশার্স, ঢাকা ১৯৯৬, পৃ. ১৩,

১১. এ এল খতিব, *হু কিলড মুজিব*, কোয়ালিটি পাবলিশার্স, ঢাকা ২০১৪, পৃ. ৩৩

১২. শাহরিয়ার কবির, *শেখ মুজিব ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনা*, সময় প্রকাশন, ঢাকা ১৯৯৭, পৃ. ২৪

১৩. আনিসুজ্জামান, *ইহজাগতিকতা ও অন্যান্য*, কারিগর প্রকাশনী, কলকাতা ২০১২, পৃ. ১৯৯

১৪. ড. মোহাম্মদ হাননান, *বঙ্গবন্ধু হত্যার বিচারের ইতিহাস*, আগামী প্রকাশনী, ঢাকা, পৃ. ৩৫

BL College Journal
Full PDF
www.blcollege.edu.bd
ISSN 2664-228X (Print)
ISSN 2710-3684 (Online)
Volume -IV, Issue-II, December 2022
Pp. 19-28

শওকত ওসমানের জীবনবোধ ও ছোটগল্পের প্রকাশ-কৌশল

মোঃ আল-মামুন কোরাইশী

সারসংক্ষেপ

বাংলা কথাসাহিত্যে শওকত ওসমান একটি উজ্জ্বল নাম। শওকত ওসমান কথাসাহিত্যে তাঁর প্রাতিস্বিক শিল্পদৃষ্টিতে বিশিষ্ট। তাঁর তীক্ষ্ণ রসবোধ, সমাজ সচেতনতার সাথে রাজনৈতিক বিষয়গুলোকে অঙ্গীভূত করে দেখার দৃষ্টি, বিষয়-নির্বাচন ও নির্ভীক উচ্চারণ তাঁকে বাংলা ছোটগল্পে একটি পৃথক আসন দান করেছে। জীবনচলার পথের বিচিত্র অভিজ্ঞতা, যাপিত জীবনের অসংখ্য চিত্র, সমাজ-রাষ্ট্রের বুকে ঘটে যাওয়া বহুবিধ ঘটনা তাঁর ছোটগল্পে শৈল্পিকরূপ ধারণ করেছে। তাঁর ছোটগল্প জীবনের বহু বিচিত্র বিষয়কে আত্মস্থ করেছে। সন্ধানী পরিব্রাজকের সংবেদনশীল দৃষ্টিতে শওকত ওসমান মানবজীবন ও সমাজ চৈতন্যের নানা প্রান্তকে উন্মোচন করেছেন। জাতীয় চেতনাবোধ,ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবনবোধ থেকে উদ্ভাবিত প্রতিভা এবং তা প্রয়োগের সঠিক কৌশল, যেমন তাঁর প্রাগ্রসর জীবনচেতনাকে প্রতিভাসিত করেছে, তেমনি তাঁর গল্পগ্রন্থের গল্পগুলো এক স্বতন্ত্র মহিমা লাভ করেছে। আর বিষয়ের স্বাতন্ত্র্য, চরিত্রায়ণের কৌশল, স্বতন্ত্র ভাষারীতি এবং উপস্থাপনার সাবলীলতার কারণে শওকত ওসমানের গল্পগ্রন্থের গল্পগুলো হয়ে উঠেছে শিল্পসফল ও শিল্পসমৃদ্ধ।

মোঃ আল-মামুন কোরাইশী
সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ
নরসিংদী সরকারি কলেজ
নরসিংদী, বাংলাদেশ
e-mail : lablu78@gmail.com

মূলশব্দ

জীবনানুভব, সমাজ রূপান্তর, ঔপনিবেশিক, অস্তিত্ব, পাকিস্তান, পূর্ববাংলা, মধ্যবিত্ত, বাঙালি, মুক্তিযুদ্ধ

গবেষণার উদ্দেশ্য

ঔপনিবেশিক শৃঙ্খলিত সময়ে বাঙালি জীবনের মানব অস্তিত্ব ও সমাজ অস্তিত্বের রূপায়ণ এবং পাকিস্তানি আমলে পশ্চিম পাকিস্তান কর্তৃক পূর্ববাংলার ওপর নির্যাতনের চিত্র শওকত ওসমান তাঁর ছোটগল্পসমূহে কতটা সূক্ষ্মভাবে রূপক ও প্রতীকের আশ্রয়ে ফুটিয়ে তুলেছেন, তা অনুসন্ধান করা এই গবেষণার উদ্দেশ্য।

গবেষণা পদ্ধতি

শওকত ওসমানের ছোটগল্পের পাঠ বিশ্লেষণ প্রক্রিয়ায় বর্ণনামূলক পদ্ধতিতে গবেষণাকর্মটি সম্পন্ন করা হয়েছে। বানানের ক্ষেত্রে বাংলা একাডেমির প্রমিত বাংলা বানান রীতি অনুসরণ করা হয়েছে।

বিশ্লেষণ

জীবনবাদী ও প্রকরণবাদী কথাসাহিত্যিক শওকত ওসমান (১৯১৭-১৯৯৮) বাংলা সাহিত্যের অঙ্গনে একজন প্রাতিস্বিক প্রাগ্রসর শিল্পী। বাংলা ছোটগল্পের পটভূমিতে বাংলাদেশের ছোটগল্পে নতুন মাত্রা, নতুন অভিজ্ঞতার প্রান্ত উন্মোচন, জীবনানুভবকে ব্যক্ত করা এবং ব্যক্তি ও সমষ্টি জীবন রূপায়ণের ক্ষেত্রে শওকত ওসমানের কৃতিত্ব অপরিসীম। প্রতিটি সমাজের সমাজ রূপান্তরের একটি ধারাবাহিকতা থাকে। সমাজ বিবর্তনের এই ধারাবাহিকতা কখনো সূক্ষ্মভাবে, কখনো বা বিস্তৃতভাবে শওকত ওসমানের ছোটগল্পে যেমন এসেছে, তেমনি সময় ও সমাজের চলমানতায় প্রবাহিত তাঁর চরিত্রগুলো। ঔপনিবেশিক শৃঙ্খলিত সময়ে তাঁর আবির্ভাব হলেও তিনি বাস্তবতার শিল্পী। এজন্য বিবর্তনের মধ্যদিয়ে (ছয় দশকের) বাঙালি জীবনের মানব অস্তিত্ব ও সমাজ অস্তিত্বের যে রূপায়ণ তা তুলে ধরা হয়েছে অভিনব পদ্ধতির মধ্যদিয়ে। বিট্রিশ শাসনাধীন চল্লিশের দশকের প্রায় শেষাবধি অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সামাজিক দিক থেকে মুসলমানরা ছিল বিপর্যস্ত ও নানা সঙ্কটে নিপতিত। শিক্ষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রেও তারা ছিল তুলনামূলকভাবে অনগ্রসর। চল্লিশের দশকের রাজনৈতিক অস্থিরতা, সহিংসতা ও সাম্প্রদায়িক দলাদলির কারণে যে সামাজিক অবক্ষয় ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হয়েছিল তার ভয়াবহ চিত্র রয়েছে শওকত ওসমানের ছোটগল্পে। সমাজের বিভিন্ন শ্রেণির মধ্যে যে বৈষম্য বিরাজমান তা তিনি মর্মমূলে উপলব্ধি করেছিলেন। বাংলাদেশের ছোটগল্প রচনার ক্ষেত্রে শওকত ওসমান বিষয়ভাবনা, জীবনবৈচিত্র্যের রূপায়ণ ও আঙ্গিকের পরীক্ষা-নিরীক্ষায় একজন অসাধারণ শিল্পী। চল্লিশের দশক থেকে শুরু করে নব্বই এর দশক পর্যন্ত তিনি আমাদের কথাসাহিত্যকে বিচিত্র উপকরণে সমৃদ্ধ করেছেন–

> সময় সমাজ ও ইতিহাসের নিবিড় শুশ্রূষায় তাঁর গল্পের জীবন বিমিশ্র। জীবনের বিচিত্র কল্লোল ও কোলাহলে তাঁর গল্পের মানুষেরা উচ্চকিত। সমাজ-চেতনা ও মানবিক চেতনা এই দু'য়ের সম্মিলিত প্রকাশ শওকত ওসমানের সৃষ্টি কর্মের সবচেয়ে পরিস্ফুট বৈশিষ্ট্য।[১]

ঔপনিবেশিক ভারতের অবরুদ্ধ মৃত্তিকায় শওকত ওসমানের জন্ম। তাঁর শৈশব কেটেছে হুগলি জেলায়। যৌবনকাল ও শিক্ষাজীবন কেটেছে কলকাতায়। তাঁর জীবনের গুরুত্বপূর্ণ সময় অতিবাহিত হয়েছে পশ্চিম বাংলায়। তিনি ১৯৪৭ উত্তরকালে অভিবাসী হিসাবে পূর্বপাকিস্তানে আসেন। তাঁর দীর্ঘজীবনে অনেক উত্থান-পতন ঘটেছে। ভারতবিভাগের পর অস্তিত্বের সংকটে পতিত হয়ে যখন অভিবাসন প্রক্রিয়ায় পূর্ব পাকিস্তানে আসেন, তখন ছিল মুসলিম লীগের সময়, পরবর্তীতে আসে যুক্তফ্রন্ট, তারপর তিনদফায় সামরিক শাসন আসে। এই পরাধীনতার সময় তাঁর ব্যাপক সাহিত্য সৃজিত হয়। এরপর মুক্তিযুদ্ধ, তারপর আনন্দ-অবকাশ ও পরবর্তীতে জাতির বিবেকে পরিণত হন।

পৃথিবীর ইতিহাসে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ একটি বিরাট অভিঘাত সৃষ্টি করে। এই যুদ্ধ যেমন একদিকে ডেকে এনেছে

অনিবার্য ধ্বংস তেমনি অন্যদিকে অনেক আবিষ্কারকেও করেছে দ্রুত। আর এই মহাযুদ্ধের অভিঘাত শিল্প-সাহিত্যেও পড়েছে প্রবলভাবে। বিশেষ করে বাংলা ছোটগল্পে এই সময় নতুন এক সৃষ্টির জোয়ার আসে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ শুরু হয় ১৯৩৯ সালে আর শেষ হয় ১৯৪৫-এ। এর অব্যবহিত পরেই আরো এক বড় ঘটনা ঘটে এই উপমহাদেশের ইতিহাসে। সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে ভারতবর্ষ ভাগ হয় ১৯৪৭ সালে। সৃষ্টি হয় ভারত ও পাকিস্তান রাষ্ট্রের। এই ভাগের প্রক্রিয়ায় পাঞ্জাব ও বাংলাও হয় দ্বিখণ্ডিত। পূর্ববাংলা পড়ে পাকিস্তানের ভাগে। দুই বাংলায় স্থানান্তর চলে। পূর্ব পুরুষের ভিটেমাটি ছেড়ে লাখ লাখ পরিবার একদিক থেকে আর একদিকে চলে যেতে থাকে। শুরু হয় নানারকম সংকট। দেশান্তরিতদের বলা হয় রিফিউজি। একটি নতুন মাত্রা যোগ হয় একাংশের জীবনে। এই রকম একটি ঝঞ্ঝা-বিক্ষুব্ধ সময় জন্ম নেয় একেবারে নতুন ধরনের এক সাহিত্য। এর সঙ্গে যুক্ত হয় সমাজতান্ত্রিক চিন্তাধারা। আশা-নিরাশার দ্বন্দ্বে তখন সাহিত্য নতুন চিন্তা ও আঙ্গিকের জন্ম দেয়। এই সময় যেসব সাহিত্যিক বিশেষভাবে অবদান রাখেন তাদের মধ্যে আছেন সুবোধ ঘোষ, নরেন্দ্রনাথ মিত্র, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, সন্তোষকুমার ঘোষ, নবেন্দু ঘোষ, জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী, বিমল কর, ননী ভৌমিক, সুশীল জানা, সমরেশ বসু, গোলাম কুদ্দুস ও শওকত ওসমান।[২]

জীবনবোধের গভীরতায় শওকত ওসমানের গল্পে অবলীলায় উঠে এসেছে বিরুদ্ধ রাষ্ট্রীয় শক্তির পদতলে নিস্পিষ্ট সমাজ ও মানুষ। সমকালীন প্রেক্ষাপটে তাঁর গল্পে ক্ষুধা-অভাব-দারিদ্র্য-দুর্ভিক্ষ, শোষণ-নিপীড়ন, নারীনিগ্রহ ও নারী-নির্যাতন, সামাজিক ও নৈতিক মূল্যবোধের অবক্ষয় সচেতন দৃষ্টিভঙ্গিতে হয়েছে পরিস্ফুটিত। বিশ শতকের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর দুর্ভিক্ষ-দারিদ্র্য ও ব্রিটিশের শাসন-শোষণের ভয়াবহতা, চল্লিশের দশকের পাকিস্তান আন্দোলন, একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ, সর্বোপরি স্বাধীন বাংলাদেশে স্বৈরাচার-বিরোধী গণতান্ত্রিক আন্দোলন– বাঙালি জাতীয় জীবনের এইসব গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা শওকত ওসমানের ছোটগল্পে বিশেষভাবে প্রতিফলিত হয়েছে।

শওকত ওসমানের গল্পের পর্যায় ও ধারাগুলোকে তিনভাগে ভাগ করা যায়–

প্রথম পর্যায়ে মুসলিম মধ্যবিত্ত ও নিম্নবিত্ত জীবন প্রাধান্য পেয়েছে। এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য গল্পগ্রন্থ হচ্ছে–

ক) *পিঁজরাপোল* (১৯৫০)
খ) *জুনু আপা ও অন্যান্য* (১৯৫১)
গ) *সাবেক কাহিনী* (১৯৫২)

দ্বিতীয় পর্যায়ের গল্পগুলোতে অঙ্কিত চরিত্রসমূহের মধ্যদিয়ে শওকত ওসমান ছয় দশকের বাঙালি জীবনের মানব অস্তিত্ব ও সমাজ অস্তিত্ব রূপায়ণ করেছেন। এ পর্যায়ের উল্লেখযোগ্য গল্পগ্রন্থগুলো হলো–

ক) *উপলক্ষ্য* (১৯৬২)
খ) *প্রস্তরফলক* (১৯৬৪)
গ) *নেত্রপথ* (১৯৬৮)
ঘ) *উভশৃঙ্গ* (১৯৬৮)

তৃতীয় পর্যায়ে রচিত মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক গল্প গ্রন্থগুলো হলো–

ক) *জন্ম যদি তব বঙ্গে* (১৯৭৫)
খ) *মনিব ও তাঁর কুকুর* (১৯৮৬)
গ) *তিন মির্জা* (১৯৮৬)
ঘ) *ঈশ্বরের প্রতিদ্বন্দ্বী* (১৯৯০)

তবে ১৯৬৪ সালের প্রস্তরফলক রচয়িতা শওকত ওসমান, পরিণত শওকত ওসমানের চেয়ে ভিন্ন ছিলেন। অর্থাৎ ১৯৭১ পূর্ববর্তী শওকত ওসমান ও পরবর্তী শওকত ওসমানের মধ্যে পার্থক্য বিদ্যমান ছিল। প্রথম পর্যায়ে রচিত *পিঁজরাপোল* গল্পগ্রন্থের 'পিঁজরাপোল' গল্পটি শোষক চরিত্রের ভন্ডামি ও মুখোশ উন্মোচক। ধনিক শ্রেণির বিরুদ্ধে নিম্নবিত্ত মানুষের প্রতিবাদের কাহিনি উপস্থাপিত হয়েছে 'পিঁজরাপোল' গল্পে। ঔপনিবেশিক শাসনামলে জমিদার শ্রেণির বিরুদ্ধে এ প্রতিবাদ ভিন্নমাত্রা লাভ করেছে। এ গল্পে মহারাজা পাণ্ডেরীরামের পিঁজরাপোল প্রতিষ্ঠার প্রতি লেখকের তীব্র ব্যঙ্গ লক্ষ করা যায়। মহারাজা পান্ডেরীরাম তার একটি গাভীর মৃত্যুতে শোকাচ্ছন্ন হয়ে প্রতিষ্ঠা করেন, 'পিঁজরাপোল'– পশুরোগ ক্লেশ নিবারণী প্রতিষ্ঠান। কিন্তু এখানে কর্মরত কেরানী ও রাখালদের পেটের ক্লেশ দূর করার ব্যবস্থা হয় না। উপরন্তু পশুদুঃখী পান্ডেরীরাম পাটকল শ্রমিকদের দাবী ঠেকানোর জন্য হৃদয়হীন নিষ্ঠুরের মতো গুলি চালানোর আদেশ দেয়। এ গ্রন্থের 'কাঁথা' গল্পে ছিন্ন কাঁথার রূপকে লেখক আমাদের ছিন্ন সমাজ ব্যবস্থারই চিত্র অঙ্কন করেছেন। অভাবের সংসারে সামান্য শীতবস্ত্র কিংবা কাঁথা-বালিস জোটানো, কি যে সমস্যা তা ভুক্তভোগীরাই জানেন। দরিদ্র কৃষক লতিফের একমাত্র ছেলে মানু বাজারের থলি ছড়িয়ে শীত নিবারণ করে। বস্ত্রের অভাবে তার স্ত্রী কাঁথা জড়িয়ে বসে থাকে একমাত্র শাড়ী রৌদ্রে শুকাতে দিয়ে। লতিফের বাবার আমলের একটি কাঁথা ছিল। তার বাবা খাদেম আলী যক্ষারোগী ছিলেন। লতিফের স্ত্রী বরু বিবি শ্বশুরের ব্যবহৃত কাঁথাটি ছেলেকে ব্যবহার করতে দিতে নারাজ। একদিন মাঠ থেকে এসে লতিফ দেখে বরু বিবি পুরাতন কাঁথাটি সেলাইয়ের উদ্দেশ্যে খুলে তার মধ্যে একটি নতুন শাড়ি আবিষ্কার করে। নতুন শাড়ি পেয়েও বরু বিবি কান্নাকাটি করে। কারণ ছেলের জন্য কাঁথা সেলাই করতে গিয়ে প্রাপ্ত শাড়ি সে কি করে পরবে ভেবে পায় না। অথচ তারও লজ্জা নিবারণের জন্য আরেকটি শাড়ি প্রয়োজন। এ গল্পে বরু বিবির উক্তির মাধ্যমে গল্পকার সন্তানের জন্য দরিদ্র মায়ের অন্তর্যন্ত্রণাকে ফুটিয়ে তুলেছেন। এই অপরিমেয় দুঃখচিত্রের গল্পটি চিত্তাকর্ষক ও শিল্পনিপুণ।

'থুথু' গল্পের মূল চরিত্র দুটোই তৎকালীন সময় শাসিত। এ গল্পে মনসুর পাঁচক হলেও বুঝতে পারে ইংরেজ পাদ্রী জোহানেস এদেশের মানুষকে ধর্মান্তরিত করেছে। দেশ ও দশের শত্রু মনে করে সে জোহানেসের খাবারে তার থায়োসিস মিশ্রিত থুথু মিশে দেয়। একজন চাকরের মধ্যে এ বোধ জাগ্রত হওয়া বিচিত্র, যদিও এটি প্রতিশোধ গ্রহণের বিকৃতপন্থা ও নেতিবাচক প্রতিবাদ। তবুও কলোনিয়াল সমাজের সংকীর্ণচিন্তা এ দুটি চরিত্রের মধ্যদিয়ে সার্থকভাবে প্রকাশ পেয়েছে। *জুনু আপা ও অন্যান্য* গল্পগ্রন্থে গ্রাম নদীর পটভূমিকায় নর-নারীর সুখ, দুঃখ, প্রেম, বিচ্ছেদ, সঙ্কট, সংঘাত এবং তাদের প্রাতিস্বিক অস্তিত্ব সংগ্রামের গৌরবময় জীবনাভিজ্ঞতা শিল্পরূপ লাভ করেছে। *জুনু আপা ও অন্যান্য* গল্পগ্রন্থের 'জুনু আপা' গল্পে বাঙালি নারীর ব্যর্থ ইতিহাস, ব্যর্থ দাম্পত্য

জীবন, যৌনজীবন ও ব্যর্থপ্রণয় কাহিনি এবং তাদের জীবনজিজ্ঞাসা ও জীবনচেতনা 'জুনু আপা' চরিত্রের মধ্য দিয়ে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে ফুটে উঠেছে। 'জুনু আপা' শওকত ওসমানের প্রথম বয়সের রচনা। একজন প্রাণোজ্জ্বল তরুণীকে একজন সংসার অনভিজ্ঞ কিশোর যেভাবে পর্যবেক্ষণ করেছে তারই অভিব্যক্তি প্রকাশিত হয়েছে এ গল্পে। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় এর 'পথের পাঁচালি'র অপু যেমন সংসারকে, প্রকৃতিকে তার নিজের গ্রাম, নদী, লতাপাতায় ঘেরা চিরচেনা জগৎকে অপার বিস্ময়ে দেখত, তেমনি 'জুনু আপা' গল্পের কথক সেলিমও নিজের পরিবেশ ও পরিজনকে দেখেছে এবং আবিষ্কার করতে চেয়েছে তাদের রহস্য। 'জুনু আপা' গল্পে গল্পের কথক সেলিমের বাড়িতেই থাকত জুনু আপা। তার দূর-সম্পর্কীয় খালাতো বোন হতো সে। সেলিমেরই চাচাতো ভাই জসীমের সাথে তার সম্পর্ক হয়েছিল। কিন্তু চাচি ছেলেকে অন্যত্র বিয়ে দিলে মোটা অঙ্কের যৌতুক পাবে, তাই জুনুর সঙ্গে জসীমের বিয়েতে সায় দেয়নি। তার বাধা ও বিরোধিতা অবশেষে দুজনকে পৃথক করে দেয়। অন্যত্র বিয়ে হলেও দুশ্চরিত্র স্বামীকে জুনু নিজেই তালাক দেয়। খালা-খালুর কটু কথা সহ্য করতে না পেরে একদিন সে বাড়ি থেকে উধাও হয়ে যায়। তারপর সাত বছর নানা চড়াই-উৎরাই পার হয়ে এক পৌঢ় লোক মালেক সাহেবের সঙ্গে এক ভগ্ন রাজপ্রাসাদে তার সন্ধান পাওয়া গেল–

> বিজন অরণ্য মনে হয় গ্রাম। আশ-পাশে কোন বস্তি নেই। মাঠের পর মাঠ, বক্ষ-জোড়া ক্ষুদ্র বন-সহ ধূ ধূ করছে নির্ব্বাসিতের জীবন জুনু-আপার। এই জানালায় দাঁড়িয়ে জুনু-আপা হয়ত কত চোখের পানি ফেলে। কেউ সাক্ষী থাকে না তার। বন্ধ্যা, ধূসর-মরু জীবন। অথচ এই জীবনে কত কিছু না বিকাশের সম্ভাবনা ছিল।[৩]

নারী হৃদয়ের অকথিত বাণী নিয়ে যে গল্পটি সর্বাপেক্ষা পাঠককে আকর্ষণ করে তা হলো 'জুনু আপা'। 'জুনু আপা' চরিত্রে কিছু মিল পাওয়া যায় শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এর *শ্রীকান্ত* উপন্যাসের অন্নদা দিদির সঙ্গে। নদী কাউকে নতুন আশাভরা জীবন দান করে, আবার নদীর সাথে সংগ্রামে হেরে গিয়ে কেউ হয় বাস্তুহারা। ঝড় বন্যার মত প্রাকৃতিক দুর্যোগে নিরন্ন মানুষের জীবনের বাঁককে পরিবর্তন করে কিভাবে নতুন বাঁকে নিয়ে যায়, তা লেখক তুলে ধরেছেন 'নতুন জন্ম' গল্পে মাঝি ফরাজ আলী ও তার পুত্র আক্কাসের সংগ্রামকে অবলম্বন করে। এ গল্পটিতে দেখা যায়-দূরন্ত দুর্বিনীতা গোমতী নদীর সঙ্গে ফরাজ আলী ও তারপুত্র আক্কাস আলীর অন্তরঙ্গ আত্মীয়তা গড়ে উঠে। পিতা-পুত্র দুজনে নদীতে মাছ ধরে জীবন অতিবাহিত করে। কিন্তু নদী তার স্বভাবের দোষে মাঝে মাঝে ক্ষেপে যায়। কখনো কখনো বন্যায় ভাসিয়ে নেয় তার দুই তীর। কখনোবা ঝড়ে বিপর্যস্ত করে তোলে জনজীবন। ফরাজ আলীর এই আত্মীয়তার সম্পর্ককে মূল্য না দিয়ে গোমতী তার স্বভাবজাত ভঙ্গীতে অসহায় পিতা-পুত্রের ভিটে প্লাবিত করে। এ পরিস্থিতিতে প্রতিবেশী যখন ফরাজকে বলে– 'চলেন মিয়া চইলা যাই এহান থেইক্যা।' তখন সে নির্বিকারে গোমতির দিকে ইঙ্গিত করে বলে– 'যামু কোথা? এই হালীর লগে বড় পীরিত আর কোথাও মন লয় না।'[৪]

কিন্তু শেষ পর্যন্ত পিতা-পুত্র দুজনেই ভিটে ছেড়ে নতুন জীবনের সন্ধানে শহরে যাত্রায় বাধ্য হয়। 'নতুন জন্ম' গল্পের ফরাজ আলী চরিত্রটি নদী বিধৌত সংগ্রামশীল মানুষের আশাবাদী অস্তিত্বের প্রতীক। গোমতীর তীব্র প্লাবনকে উপেক্ষা করে একদিন ফরাজ আলী প্রথমে বাঁধে আশ্রয় নেয়। নতুন জীবনের অন্বেষায় শহরে যাবে

বলে সে অপেক্ষা করে বাঁধের ওপর নতুন ভোরের প্রতীক্ষায়। জীবন সম্পর্কে এই আশাবাদী চৈতন্য এই পর্বের গল্পে উচ্চকিত হয়ে উঠেছে। *সাবেক কাহিনী* গল্পগ্রন্থে অঙ্কিত চরিত্রসমূহের মধ্যদিয়ে লেখক সামাজিক অসঙ্গতি, ব্যাভিচার আর নির্যাতনের চিত্র তুলে ধরেছেন। 'হুকুম নড়েনা' গল্পে এক নিঃসন্তান দম্পতির আর্তি বিধৃত হয়েছে। পালিত সন্তানের পিতৃত্বজনিত সমস্যা এবং বিবাহক্ষেত্রে সামাজিক প্রতিবন্ধকতা ও ধর্মীয় গোঁড়ামি মৌল বিষয়রূপে উপস্থাপিত হয়েছে এ গল্পে। 'মাজেজা' গল্পটিতে কৌতুকের সংস্পর্শে সামাজিক ভণ্ডামিকে গল্পকার মোস্তফা খান নামক একজন উকিল চরিত্রের মাধ্যমে তুলে ধরেছেন। মোস্তফা খান ভোট পাওয়ার জন্য দাড়ি রেখে নিজেকে পরহেজগার ব্যক্তি হিসেবে প্রকাশ করে। অর্থাৎ লেখক এখানে গ্রামাঞ্চলে ধর্মের নামে যে ভণ্ডামি ব্যবসা প্রচলন রয়েছে তা কৌতুক ও ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের মাধ্যমে মোস্তফা খান চরিত্রের মধ্যদিয়ে তুলে ধরেছেন। 'ভাগাড়ে' গল্পে শোষণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করে এবং শোষকের দানকে ভাগাড়ে নিয়ে গ্রামবাসীরা সাহসিকতার পরিচয় দিয়েছেন। যে মনসুর আলী গ্রামবাসীকে ভাতের কষ্ট দিয়েছিল, সে আজ চারটি গাভী কোরবানি দিয়ে প্রায়শ্চিত্য করতে চায়, কিন্তু গ্রামবাসীরা তার দান গোশত প্রত্যাখ্যান করে শুধু অপমানই করেনি, ক্ষোভ প্রদর্শন করে ভীতির সঞ্চার করেছে। 'বকেয়া' গল্পে পাচু চরিত্রের মধ্যদিয়ে গল্পকার উন্মুলিত হয়ে যাওয়া বিপন্ন অস্তিত্বের স্বরূপ নির্মাণ করেছেন। 'তিনপাপী', 'খোওয়ার', 'দেনা', 'বিবেক' প্রভৃতি গল্পেও শওকত ওসমান নিম্নতর চরিত্র তথা গ্রামের বঞ্চিত, নিরন্ন অস্তিত্ব সংকটাপন্ন, জীবন ও জীবিকার প্রয়োজনে নিরন্তর সংগ্রামরত মানুষকে তুলে ধরেছেন। শওকত ওসমান জীবনের সত্যদর্শী রূপকার। সময় ও দেশকালের রূপান্তরশীল অনুষঙ্গে তাঁর শিল্প ভাবনারও হয়েছে বিবর্তন। বাংলা গ্রামীণ জীবনাভিজ্ঞতা শওকত ওসমানের শিল্প-মানস নির্মাণে সক্রিয় থেকেছে। তাঁর ছোটগাল্পিক মানস-উৎস সম্পর্কে নিম্নোক্ত উক্তিটি লক্ষণীয়–

> সে (শওকত ওসমান) লিখত সাধারণ মানুষের কথা। গ্রামীণ যে দুর্দশার মধ্যে সে বড় হয়ে উঠেছে সেই দুর্দশার পটভূমিতে সাধারণ মানুষকে সে দেখতে চাইতো। এদের মধ্যে কৃষক ছিল, জননী ছিল, জমিদার ছিল, মাঝি ছিল, মহাজন ছিল এবং বারবনিতাও ছিল। সকলকেই সে মানুষ হিসাবে আবিষ্কার করার চেষ্টা পেয়েছে।[৫]

সময়ের পরিবর্তনে, সমাজেরও পরিবর্তন সাধিত হয়। সেই সাথে শওকত ওসমানের ছোটগল্পের বিষয়ে যেমন পরিবর্তন সাধিত হয়েছে, তেমনি তা পেয়েছে এক নতুন মাত্রা। দ্বিতীয় পর্যায়ের গল্পগুলোতে (১৯৫৮-৭০) স্বাধীনতাপূর্বকালে আইয়ূবী সামরিক শাসনের বিরুদ্ধে মানুষের স্বাধীন চিন্তার মত প্রকাশের অধিকার এবং প্রতিবাদের মাধ্যম হিসাবে তিনি গ্রহণ করেন রূপক ও প্রতীকি চরিত্র। সরকারের প্রতি বিদ্রূপ-বিদ্বেষকে তিনি সাহিত্য-শিল্পে রূপ দিয়েছেন। ফলে কোথাও কোথাও প্রতীকের একমাত্রিকতা, সংকেতের দ্বিমাত্রিকতাকে ছাপিয়ে স্থান করে নিয়েছে রূপকের বহুমত্রিকতা। যেমন: 'শিকার' গল্পে মৃত্যুর প্রাক্কালে শিকারী তাজু খানের উক্তি– 'The murderer is murdered thus– খুনীরা এই ভাবে খুন হয়।'[৬] ষাটের দশকের সামরিক স্বৈরশাসনের যে যাত্রা শুরু হয়, তার পরিচয় ও পরিণতি তিনি এ উক্তির মাধ্যমে রূপায়িত করেছেন। 'দুই মুসাফির' গল্পে ষাটের দশকে শোষক সরকার যে নিপীড়ন করে, জুলুম করে, মৃত্যুর পর সে শাসককে মানুষ আর মনে রাখে না– এটিই লেখক রূপকায়িত করেছেন, দুটি মৃত চরিত্রের প্রসঙ্গ এনে। 'ভ্রুণাঙ্ক' গল্পে একটি মানব ভ্রুণাঙ্কের পৃথিবীতে আগমনের ব্যাকুলতা ও বিরুদ্ধ পরিবেশ উপস্থাপিত হয়েছে। অবিবাহিত হাবিব ও

রাফেজার প্রণয়জাত গর্ভস্থ ভ্রূণ যেন ভূমিষ্ঠ হতে না পারে, সেকারণে আত্মীয়রা অবৈধ বলে তাকে নষ্ট করার ষড়যন্ত্র করে। মূলত এ গল্পে লেখক ষাটের দশকের বাংলাদেশ ও তার জন্মপূর্ব কালকে চিহ্নিত করেছেন। যেখানে বাঙালিমনের স্বাধীনতাস্পৃহা ও স্বাধীনভাবে নিজের অস্তিত্ব প্রতিষ্ঠার আকুতিকে একটি মানব ভ্রূণাঙ্কের রূপকে প্রকাশ করা হয়েছে। 'প্রস্তরফলক: একটি রাগিনী' গল্পে দেখা যায় প্রতীকি চরিত্র প্রতিমা একজনকে ভালবাসে কিন্তু আর এক বর্বর তাকে গায়ের জোরে ভোগ করতে চায়। তখন সুযোগ বুঝে 'মিয়া সাহেব' নামের লোকটিকে প্রতিমা খুন করে। এই রূপক চরিত্রের ও গল্পের মধ্যদিয়ে লেখক দেখিয়েছেন, তৎকালীন সামরিক সরকার এদেশের মানুষের উপর সামরিক শাসন চাপিয়ে দিলে কী হবে? এ দেশের একটি মানুষও তা ভালভাবে গ্রহণ করেনি। মূলত এই প্রতিমা তৎকালীন অত্যাচারিত দেশ মাতৃকারই অবয়ব। এ গ্রন্থের "গোরনিদ্রা" গল্পেও লেখক রূপকের মাধ্যমে দেখাতে চেয়েছেন– 'ঘুমন্ত স্বদেশ' হচ্ছে পূর্ববাংলা, 'শব' হলো প্রাণবান বাঙালি, আর শবযাত্রীরা হলো পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী। এ গ্রন্থের গল্পগুলো রচিত হয়েছে ঢাকা মহানগরী ও তার আশপাশের বিভিন্ন গ্রাম ও নগরকে কেন্দ্র করে। বিশ শতকের পূর্ব পর্যন্ত বাঙালি সমাজ ছিল প্রধানত গ্রামভিত্তিক, মানুষের জীবনপ্রবাহ ছিল মন্থরগতির এবং তাতে পরিবর্তনও সাধিত হয়েছে ধীর গতিতে সমাজচক্ষুর অন্তরালে। কিন্তু বিশ শতকে এসে গ্রাম ও শহরজীবনে পরিবর্তনের নতুন মাত্রা সূচিত হয়। জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে কৃষি জমির উপর দ্রুত গতিতে চাপ বৃদ্ধি পায় এবং গ্রামাঞ্চলের মানুষ শহরমুখো হয়। প্রয়োজনের তাগিদে বিভিন্ন স্থানে গড়ে ওঠে হাট-বাজার-শহর-বন্দর। অন্যদিকে বড় শহরগুলো আরও বিস্তৃতি লাভ করে এবং শহরগুলোতে অধিক সংখ্যক অফিস-আদালত, কল-কারখানা গড়ে ওঠে। তাছাড়া এসময় যোগাযোগ এবং পরিবহন ব্যবস্থায়ও উন্নতি সাধিত হয়। শহরের পরিধি বৃদ্ধি পাচ্ছে। এটি তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। অভিবাসনের কারণে তাঁর এই দৃষ্টি সৃষ্টি হয়েছে। শিল্পীর দায়বদ্ধতা তাঁকে অনুপ্রাণিত করেছে। 'শহর বাড়ছে লোক আসছে'– এই প্রসঙ্গগুলো পাই তাঁর *টুলেট*, *পিতা-পুত্র*, *গন্তব্য*- এসব গল্পে। *নেত্রপথ* গল্পগ্রন্থের 'নেত্রপথ' গল্পে বাঙালি মুসলমান জীবন রূপায়ণের মধ্যদিয়ে সত্তাসন্ধান ও আত্মবিশ্লেষণের চিত্র তুলে ধরা হয়েছে–

> শীতের দিনে রবিবার বা অন্য কোন ছুটি থাকলে আর ঘরে মন বসত না। এককাল সত্যি এইভাবে গেছে। ঘর থেকে বেরিয়ে পড়তাম। অবিশ্যি কোন সফরে নয়। শহরতলী ছাড়িয়ে কোথাও পায়ে হেঁটে ঘুরে আসতে পারলেই মন শান্ত হয়ে যেত।[৭]

মূলত মধ্যবিত্তের আত্মসমালোচনা এ গল্পে ফুটে উঠেছে। 'জনারণ্য' গল্পে নাগরিক মধ্যবিত্তের জীবন বৃত্তান্ত, সমাজকে অনুসন্ধান ও বিশ্লেষণের সূত্রগুলো বিভিন্ন শ্রেণির চরিত্রের মধ্যদিয়ে লেখক তুলে ধরেছেন। *উপলক্ষ্য* গল্পগ্রন্থের মধ্যে 'দুই মোনাজাত', 'দম্পতি', দাওয়াই ইত্যাদি গল্পের মধ্যেদিয়েও ছয় দশকের বাঙালি জীবনের মানব অস্তিত্ব ও সমাজ অস্তিত্ব রূপায়িত হয়েছে। মুক্তিযুদ্ধোত্তর কালে রচিত গল্পে লেখক দেখাতে চেয়েছেন মুক্তিযুদ্ধের নানা অনুসঙ্গ ও যুদ্ধোত্তর সমাজের বাস্তবতা। *জন্ম যদি তব বঙ্গে* গল্পগ্রন্থে সরাসরি মুক্তিযুদ্ধ এসেছে। এ গ্রন্থের 'জন্ম যদি তব বঙ্গে' গল্পে সত্তরোর্ধ্ব এক বৃদ্ধের পৈশাচিক হত্যাযজ্ঞের ঘটনা উত্তম পুরুষে বর্ণিত হয়েছে। বৃদ্ধের জবানীতে আবেগসিক্ত গীতল ভাষায় একাত্তরের সেই আতঙ্কজনক পরিবেশ বর্ণিত হয়েছে। পাকিস্তানি হায়েনাদের ভয়ে সমস্ত গ্রামবাসী নিরাপদ আশ্রয়ে গেলেও বৃদ্ধ একাকীই গ্রামে থেকে যায়।

কিন্তু রক্তলোলুপ বর্বরদের পৈশাচিকতা থেকে এই অশীতিপর বৃদ্ধও রেহাই পেল না। তার অন্তিম উচ্চারণের মধ্যদিয়ে বিম্বিত হয়েছে লেখকের দুর্জয় আশাবাদ–

> নেকড়ের পালে পড়ে আমি আমার শেষ প্রতিবাদ রেখে গেছি বাইরের জগতে। আমার মুঠি হাত, দ্যাখো, দ্যাখো, তুমিও দুশমনকে আঘাত দিতে হাত মুষ্টিবদ্ধ করো। একটু দাঁড়াও। দেখে যাও, জন্ম যদি তব বঙ্গে।[৮]

এতে মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে লালন করে বাঙালির স্বাধীনতার চেতনাকে প্রকাশ করা হয়েছে। 'কেন মৌন' গল্পটি একাত্তরের পটভূমিকায় রচিত। এ গল্পের মোবেদ মজুমদার চরিত্রটি বাস্তববোধে উজ্জ্বল। পাকিস্তানি আগ্রাসনে সমগ্র দেশ যখন পদদলিত, মোবেদ মজুমদার তখনও তার ব্যবসায়িক স্বার্থ নিয়ে চিন্তিত। গল্পকার চরিত্রটিকে একটি শ্রেণির প্রতিনিধি হিসেবে চিত্রিত করেছেন। অন্যদিকে বেগম মজুমদার সন্তানবৎসল, বাঙালির মুক্তিসংগ্রামের প্রতি সহানুভূতিশীল। মুক্তিযোদ্ধাদের প্রয়োজন হতে পারে বিবেচনায় মজুমদার সাহেব ও বেগম মজুমদার গোপনে অর্থ তুলে দেন আগন্তুকের হাতে। মোবেদ মজুমদারের ছেলে জহির চরিত্রটি উন্মোচিত হয়েছে। জহিরের আত্মমগ্ন গ্রন্থপ্রিয় চেতনার অগ্নিস্পর্শে শুদ্ধ হয়ে সে বাঙালির মুক্তিযুদ্ধে শরীক হয়। লেখক এক নিঃশব্দ আবহে জহির-চরিত্রকে বিন্যাস করেছেন। মুক্তিযুদ্ধকালীন আতঙ্ক ও ভয়াবহতাকে ফুটিয়ে তোলার তাগিদে লেখক এই চরিত্রকে এক সংলাপহীন নিস্তব্ধতার পটভূমিকায় স্থাপন করেছেন। 'বারুদের গন্ধ লোবানের ধোঁয়া' গল্পে পাকিস্তানি বাহিনীর নির্বিচারে হত্যা, লুট, অগ্নিদাহ, ধর্ষণের বাস্তবচিত্র অঙ্কিত হয়েছে। রমনীর চিৎকার, আর্তনাদ, আগুনের লেলিহান শিখা, প্রাণভীত মানব-মানবীর দৌড়, বেয়নেটে গাঁথা শিশু, মেশিন গানের খটখট রব-নারকীয় তাণ্ডবের নানা অধ্যায়।[৯]

'দুই ব্রিগেডিয়ার' গল্পে ২৫ মার্চ রাতে কর্তব্যরত ফায়ার ব্রিগেডকর্মী সয়ীদ ভূইয়ার আগুন নেভাতে গিয়ে শহিদ হবার ঘটনা বিবৃত হয়েছে। দেশাত্মবোধে অনুপ্রাণিত লেখক '৭১ এর নির্মম বাস্তবতার ছবি আন্তরিকতার সাথে এঁকেছেন। *তিন মির্জা* গল্পগ্রন্থের নামগল্প 'তিন মির্জা'য় বৃটিশ যুগে ঢাকায় সিপাহী বিদ্রোহের পটভূমিতে মির্জা পরিবারের কাহিনীর মধ্যদিয়ে বর্ণিত হয়েছে ঐ কালের এক নির্মম ইতিহাস। *ঈশ্বরের প্রতিদ্বন্দ্বী* গল্পগ্রন্থের 'ঈশ্বরের প্রতিদ্বন্দ্বী' গল্পে একজন সাধারণ মানুষ নিজের মধ্যে কিভাবে ঈশ্বরকে খুঁজে পায় তার শিল্পরূপ নির্মিত হয়েছে। এ গল্পে লেখক অনেক বেশি সাহসী। এ গন্থে লেখকের বিশ্লেষণাত্মক মনোভঙ্গীর পরিচয় পাওয়া যায়। শওকত ওসমান তাঁর প্রতিটি গল্পে একটি নিজস্ব ভাষা বৈশিষ্ট্য তুলে ধরেছেন। তাঁর শিক্ষা জীবন শুরু হয়েছিলো মাদ্রাসা থেকে আর শেষ হয়েছিল কলকাতার শিক্ষা দিয়ে। মাদ্রাসায় পড়াকালে তাঁকে আরবি-ফার্সি শিখতে হয়েছে। ভারতীয় এলাকায় থাকায় হিন্দি শিখতে হয়েছিল। এই ভাষারীতির মিশ্রণ তাঁর গল্পের বৈশিষ্ট্য– 'আল্লার দোওয়ায় সাত আট বছরে ছেলেমেয়ে জওন হোয়ে গেলেত খুব মুশকিলে পড়বে।'[১০] হিন্দি, আরবি, ফার্সি, বাংলা ছাড়াও তিনি তাঁর গল্পে অপভাষার ব্যবহার করেছেন– 'একবার হুকুম দিন না। শালার মাথাটা একদম বাইন মাছ ছেঁচা করে দিই।'[১১]

শওকত ওসমান তাঁর বেশিরভাগ চরিত্রের বেলায় 'খান' পদবিটি দিয়েছেন। পশ্চিমা 'খান'দের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য তুলে ধরতে গিয়ে তিনি এ কৌশলটি ব্যবহার করেছেন। যেমন : তাজু খান (শিকার), শের আলী খান, কতলু খাঁ ইত্যাদি। তিনি প্রাকৃতিক প্রেক্ষাপটে গল্প রচনা না করলেও কোনো কোনো গল্পে কখনো কখনো তাঁর তুলির

আঁচড়ে প্রাকৃতিক আবেশ সৃষ্টি করেছেন– 'গ্রীষ্মের দাবদাহ সব পুড়িয়ে দিয়ে গেছে। এই রুক্ষতার সৌন্দর্য বৈরাগীর মনের রঙের মত।'[১২] বিদ্রূপ ও কৌতুক তাঁর গল্প রচনার অন্যতম কৌশল। গল্পে আকস্মিকতা ও নাটকীয়তা আসে শেষে একটি বিদ্রূপাত্মক বাক্য দিয়ে। বিষয়েও নতুনত্ব আনেন যেমন: 'উদবৃত্ত' গল্পের পরিণতি তীব্র শ্লেষময় ও বিদ্রূপাত্মক– 'আমাকে দেখার লোকের অভাব হয় না... সে তো বস্ত্র কেড়ে নিয়ে আমাকে রোজই দেখে ঘন্টার পর ঘণ্টা।'[১৩] এই বাক্যটি গল্পের শুরুর বাক্য– 'আল্লায় যেন তরে দ্যাহে'– এর ironical জবাব। এরকম irony আরও অনেক গল্পে দেখতে পাওয়া যায়। শওকত ওসমানের ছোটগল্প কালের বিচিত্র জিজ্ঞাসায় এবং জীবনের নানা উত্তাপে ঋদ্ধ হয়েছে। নানা চরিত্রের উজ্জ্বল পদপাতে তাঁর গল্পের ভুবন সমাকীর্ণ।

> চরিত্র নির্মাণ প্রশ্নে শওকত ওসমান রূপান্তরশীল ও ক্রমবিকাশধর্মী। প্রথম পর্যায়ের চরিত্র সমগ্রে বিদ্যমান আবেগময়তা ক্রমশ পরিশীলিত হয়েছে নাগরিক মননে। মানবিকতার নিরঙ্কুশ উদ্ভাসনে তাঁর গল্পের চরিত্র সার্বজনীন। বিচিত্র পেশা ও প্রবৃত্তির এবং নানা শ্রেণির মানুষের কোলাহলে তাঁর গল্প মুখরিত। তাঁর সৃষ্ট চরিত্রগুলো শাশ্বত মানবিকতার অমলিন দ্যুতি।[১৪]

বিষয়বস্তু জীবনদর্শন ও শিল্প-প্রকরণে এক স্বতন্ত্র ধারার শিল্পী হলেন শওকত ওসমান। জীবন রূপায়ণে শওকত ওসমান আধুনিক। 'আমাদের আধুনিকতার অন্যতম পথিকৃৎ ও বাতিঘর।'[১৫] শওকত ওসমানের গল্পের প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো ব্যাপকতা। জীবনের সুদীর্ঘ পথ পরিক্রমায় বিভিন্ন সময়ের অর্জিত অভিজ্ঞতার সমীকরণ ঘটেছে তাঁর ছোটগল্পে। তাঁর ছোটগল্প সমুন্নত অভিজ্ঞতা ও পর্যবেক্ষণের ব্যঞ্জিত ফসল।

> জীবনের গভীরতায় তাঁর গল্পে অবলীলায় উঠে এসেছে বিরুদ্ধ রাষ্ট্রীয় শক্তির পদতলে নিস্পিষ্ট সমাজ ও মানুষ। সমকালীন প্রেক্ষাপটে তাঁর গল্পে ক্ষুধা-অভাব-দারিদ্র্য-দুর্ভিক্ষ, শোষণ-নিপীড়ন, নারীনিগ্রহ ও নারী নির্যাতন, সামাজিক ও নৈতিক মূল্যবোধের অবক্ষয় সচেতন দৃষ্টিভঙ্গিতে হয়েছে পরিস্ফুটিত।[১৬]

বাংলা কথাসাহিত্যে শওকত ওসমান একটি উজ্জ্বল নাম। শওকত ওসমান কথাসাহিত্যে তাঁর প্রাতিস্বিক শিল্পদৃষ্টিতে বিশিষ্ট। তাঁর তীক্ষ্ণ রসবোধ, সমাজ সচেতনতার সাথে রাজনৈতিক বিষয়গুলোকে অঙ্গীভূত করে দেখার দৃষ্টি, বিষয়-নির্বাচন ও নির্ভীক উচ্চারণ তাঁকে বাংলা ছোটগল্পে একটি পৃথক আসন দান করেছে। জীবনচলার পথের বিচিত্র অভিজ্ঞতা, যাপিত জীবনের অসংখ্য চিত্র, সমাজ-রাষ্ট্রের বুকে ঘটে যাওয়া বহুবিধ ঘটনা তাঁর ছোটগল্পে শৈল্পিকরূপ ধারণ করেছে। তাঁর ছোটগল্প জীবনের বহু বিচিত্র বিষয়কে আত্মস্থ করেছে। সন্ধানী পরিব্রাজকের সংবেদনশীল দৃষ্টিতে শওকত ওসমান মানবজীবন ও সমাজ চৈতন্যের নানা প্রান্তকে উন্মোচন করেছেন। জাতীয় চেতনাবোধ, ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবনবোধ থেকে উদ্ভাবিত প্রতিভা এবং তা প্রয়োগের সঠিক কৌশল, যেমন তাঁর প্রাগসর জীবনচেতনাকে প্রতিভাসিত করেছে, তেমনি তাঁর গল্পগ্রন্থের গল্পগুলো এক স্বতন্ত্র মহিমা লাভ করেছে। আর বিষয়ের স্বাতন্ত্র্য, চরিত্রায়ণের কৌশল, স্বতন্ত্র ভাষারীতি এবং উপস্থাপনার সাবলীলতার কারণে শওকত ওসমানের গল্পগুলো হয়ে উঠেছে শিল্পসফল ও শিল্পসমৃদ্ধ।

তথ্যনির্দেশ

১. আহমদ রফিক, *শওকত ওসমান : নাগরিক মননশীলতায় ধীমান*, নিসর্গ, শওকত ওসমান সংখ্যা, বগুড়া, ১ম প্রকাশ, ১৯৯১, পৃ. ৭৯

২. বুলবুল ওসমান, *ভূমিকা*, *গল্পসমগ্র : শওকত ওসমান*, সময় প্রকাশন, প্রথম প্রকাশ, আগস্ট, ২০০৩, পৃ. ২৪

৩. শওকত ওসমান, *জুনু আপা*, গল্পসমগ্র, সময় প্রকাশন, প্রথম প্রকাশ, আগস্ট ২০০৩, পৃ. ১৩৯

৪. শওকত ওসমান, *নতুন জন্ম*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৪

৫, সৈয়দ আলী আহসান, *সতত স্বাগত*, ১ম প্রকাশ, ঢাকা, ১৯৮৪, পৃ. ১৭৯

৬. শওকত ওসমান, *শিকারী*, গল্পসমগ্র, সময় প্রকাশন, প্রথম প্রকাশ, আগস্ট ২০০৩, পৃ. ২৪২

৭. শওকত ওসমান, *নেত্রপথ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০২

৮. শওকত ওসমান, *জন্ম যদি তব বঙ্গে*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৯৫

৯. শওকত ওসমান, *বারুদের গন্ধ লোবানের ধোঁয়া*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৮৫

১০. শওকত ওসমান, *উভয়সঙ্গী*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩৩

১১. শওকত ওসমান, *দুই মুসাফির*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২২৯

১২. শওকত ওসমান, *দুই মুসাফির*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২২৭

১৩. শওকত ওসমান, *উদবৃত্ত*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪৬

১৪. চঞ্চল কুমার বোস, *শওকত ওসমানের ছোটগল্প : চরিত্র-চিত্রণ*, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পত্রিকা, সম্পাদক : নূরুর রহমান খান, সংখ্যা: ৬৪, জুন, ১৯৯৯, পৃ. ৪০

১৫. হুমায়ুন আজাদ, *কথাসাহিত্যের পথিকৃৎ শওকত ওসমান*, রোববার, ২১ এপ্রিল, ১৯৮৫, পৃ, ৩১

১৬. শিরীন আখতার জাহান, *শওকত ওসমানের ছোটগল্পের বিষয় ও আঙ্গিক*, Dhaka University Institutional Respository, ফেব্রুয়ারি ২০১৯, পৃ. ৩৯

BL College Journal
Full PDF
www.blcollege.edu.bd
ISSN 2664-228X (Print)
ISSN 2710-3684 (Online)
Volume -IV, Issue-II, December 2022
Pp. 29-42

সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের রিপোর্টাজ : বাংলার রূপ সন্ধান

কৌশিক কর্মকার

সারসংক্ষেপ

কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায় যে গদ্যকার হিসেবেও কতখানি সফল ছিলেন তা বোঝা যায় তাঁর রিপোর্টাজধর্মী রচনাগুলি পাঠ করলে। বাংলা গদ্যসাহিত্যের ইতিহাসে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র এক লিখনশৈলীর পরিচয় পাওয়া যায় এখানে। রচনাগুলি একইসঙ্গে অত্যন্ত সহজ, সাবলীল ও সুখপাঠ্য। অথচ তাঁর কবিতাকেন্দ্রিক সমালোচনার ধারায় যে ব্যাপ্তি লক্ষ করা যায়, গদ্যসাহিত্যের ক্ষেত্রে অনুরূপ চর্চার সংখ্যা নগণ্য। তাই লেখকের রিপোর্টাজগুলিকে কেন্দ্র করে একটি সামগ্রিক পর্যালোচনার প্রয়োজনেই আলোচ্য প্রবন্ধের অবতারণা করা হয়েছে।

১৯৪২ সালে কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য হিসেবে পার্টির বাংলা কমিটির মুখপত্র 'জনযুদ্ধে'র রিপোর্টার হিসেবে নিযুক্ত হন সুভাষ মুখোপাধ্যায়। পি সি যোশী বা পূরণচাঁদ যোশীর কাছে পাঠ নেন সাংবাদিকতার আর সোমনাথ লাহিড়ীর কাছে শেখেন গদ্যরচনার কলাকৌশল। এই সময়েই পত্রিকার 'ইনভেস্টিগেটিং রিপোর্টিং' এর কাজে গ্রাম বাংলার সফর শুরু হয় তাঁর। মূলত পত্রিকার কমিটেড পাঠকের জন্য প্রতিবেদন লেখা শুরু করেন। কিন্তু লেখকের কবিমানস লেখাগুলিকে কেবল কেজো 'রিপোর্টিং' হিসেবে সীমাবদ্ধ না রেখে সেগুলিকে করে তোলে 'রিপোর্টাজ'। বিবিধ সাহিত্যিক উপাদানের সংযোগে প্রাণপ্রাচুর্যে পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে লেখাগুলি। বন্ধুবর দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়ের প্রণোদনায় লেখাগুলি কিছুটা পরিবর্তিত হয়ে প্রকাশিত হয় মাসিক 'রংমশাল' পত্রিকায়। এই লেখাগুলিই একত্রে সংকলিত হয়ে ১৯৫১ সালে 'আমার বাংলা' গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত হয়। লেখকের 'রিপোর্টাজ'ধর্মী লেখার এটিই প্রথম সংকলন। এরপর প্রায় চার দশক ধরে বিভিন্ন পত্রপত্রিকার পাতায় রিপোর্টাজ প্রকাশিত হয়েছে। ১৯৮১ সাল পর্যন্ত লেখকের এরূপ ছ'টি রিপোর্টাজধর্মী গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে: 'আমার বাংলা' (১৯৫১), 'যখন যেখানে' (বঙ্গাব্দ ১৩৬৭), 'ডাকবাংলার ডায়েরি' (বঙ্গাব্দ ১৩৭২), 'নারদের ডায়েরি' (বঙ্গাব্দ ১৩৭৬), 'ক্ষমা নেই' (বঙ্গাব্দ ১৩৭৮), 'আবার ডাকবাংলার ডাকে' (১৯৮১)।

'রিপোর্টিং' নির্দিষ্ট গতে বাঁধা বিন্যাসে বিন্যস্ত; অন্যদিকে 'রিপোর্টাজ' সংরূপগতভাবে অনেকাংশে স্বাধীন প্রকাশমাধ্যম; ন্যারেটিভের বহুমাত্রিক শিল্পকুশলতাকে প্রকাশ করতে তা সক্ষম। সেজন্যই এই রচনাগুলিতে কখনো খুঁজে পাওয়া যায় ছোটগল্পের গঠনবিন্যাস, কখনো বা ফুটে ওঠে রম্যরচনার আবহ। সাহিত্যিক উপাদান হিসেবে লেখাগুলিতে ব্যবহৃত হয়েছে বাংলার চিরায়ত লোকগান রূপকথা ব্রতছড়ার স্বর ও সুর, প্রান্তিক মানুষের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা আকার পেয়েছে লেখকের কলমে। এককথায় 'রিপোর্টাজ' নির্মিত হয়েছে এক স্বতন্ত্র ফর্মে।

কৌশিক কর্মকার
সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ
মহারাজা নন্দকুমার মহাবিদ্যালয়
পূর্ব মেদিনীপুর, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত
e-mail: koushikk31@gmail.com

মূলশব্দ

রিপোর্টিং, রিপোর্টাজ, সংরূপ, কথনশৈলী, ভাষাশৈলী

পদ্ধতি

আলোচ্য প্রবন্ধে মূলত বর্ণনামূলক পদ্ধতির সাহায্যে বিষয় ও আঙ্গিকগতভাবে 'রিপোর্টাজে'র তাৎপর্য বিশ্লেষণ করা হয়েছে। শৈলীগত বিশিষ্টতা পর্যালোচনার জন্য ভাষাবিজ্ঞানগত প্রকরণের আশ্রয় নেওয়া হয়েছে।

বিশ্লেষণ

কবি শঙ্খ ঘোষ তাঁর এক সাক্ষাৎকারে জানিয়েছিলেন, সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কাছে তিনটি 'ভ'-এর ভূমিকা ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ; সেই তিনটি 'ভ' হল ভূমি, ভাষা ও ভবিষ্যৎ[১]। এই তিনটি 'ভ'-কে কেন্দ্র করেই গড়ে উঠেছিল তাঁর বিখ্যাত ভ্রমণকাহিনির সিরিজ যা 'রিপোর্টাজ' নামেই সমধিক পরিচিত। অখণ্ড বঙ্গদেশের ভূমি, বাংলা ভাষা ও বাঙালির ভবিষ্যতের কথাই ব্যক্ত হয়েছে এখানে। সংরূপগতভাবে রচনাগুলিকে এখানে ভ্রমণকাহিনি বলা হল বটে, তবে এই লেখাগুলিকে কোনো নির্দিষ্ট সংরূপের সীমায় আবদ্ধ করা সমীচীন নয়।

সুভাষ মুখোপাধ্যায় দৈনিক 'জনযুদ্ধ' ও 'স্বাধীনতা' পত্রিকার জন্য রিপোর্টাজ লেখা শুরু করেন ১৯৪৩ সালে। এই বছরেরই ২৮শে জুলাই 'জনযুদ্ধে'র পাতায় লেখকের বর্ধমানের বন্যা সংক্রান্ত একটি প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়। এটিই ছিল লেখকের প্রথম রিপোর্টিং :

> 'আমাকে যেতে হবে আবার সেই বর্ধমান। না, এবার আর ধোপার গাধা হয়ে নয়। বন্যার খবর আনতে। কাগজের রিপোর্টার হয়ে। সঙ্গে যাবে টুনুদা। পার্টির ডাকসাইটে ফটোগ্রাফার সুনীল জানা। শুনে আমি আহ্লাদে আটখানা। বলতে গেলে আমার ভ্রমণের পালা এই দিয়ে শুরু। তখন আমি যাকে বলে একেবারেই গ্রীণ হর্ণ। ভালো করে শিং গজায়নি। কাগজে এটাই হবে আমার জীবনের প্রথম রিপোর্ট। ওরফে ভ্রমণ কাহিনী।'[২]

এরপর ১৯৪৪ সাল পর্যন্ত 'জনযুদ্ধে' প্রকাশিত এরকম বেশকিছু প্রতিবেদন ও মাসিক 'রংমশালে' প্রকাশিত কয়েকটি গদ্য নিয়ে ১৯৫১ সালে প্রকাশিত হয় গ্রন্থ 'আমার বাংলা'। লেখকের 'রিপোর্টাজ'ধর্মী লেখার এটিই প্রথম সংকলন। এরপর প্রায় চার দশক ধরে বিভিন্ন পত্রপত্রিকার পাতায় রিপোর্টাজ প্রকাশিত হয়েছে। ১৯৮১ সাল পর্যন্ত লেখকের এরূপ ছ'টি রিপোর্টাজধর্মী গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে : 'আমার বাংলা' (১৯৫১), 'যখন যেখানে' (বঙ্গাব্দ ১৩৬৭), 'ডাকবাংলার ডায়েরি' (বঙ্গাব্দ ১৩৭২), 'নারদের ডায়েরি' (বঙ্গাব্দ ১৩৭৬), 'ক্ষমা নেই' (বঙ্গাব্দ ১৩৭৮), 'আবার ডাকবাংলার ডাকে' (১৯৮১)।

কমিউনিস্ট পার্টির মুখপত্র 'জনযুদ্ধ' পত্রিকার কমিটেড পাঠকের জন্য তদন্তমূলক রিপোর্টিং হিসেবে যে প্রতিবেদন রচনার সূত্রপাত হয়েছিল তা কালক্রমে বহুল প্রচারিত দৈনিক পত্রিকার জনপ্রিয় কলাম হয়ে ওঠে। একারণেই হয়তো গোড়ার দিকের রচনায় যেখানে বাংলার অগণিত বঞ্চিত জনগণের সঙ্গে একাত্ম হয়ে যে সহযোদ্ধার সুর ধ্বনিত হতে দেখা যায়, পরবর্তীকালে তার বদলে একপ্রকার সহমর্মিতার আবহ লক্ষ করা যায়।

রচনাগুলির কালিক পটভূমি যেমন দীর্ঘ চার দশক ব্যাপী বিস্তৃত তেমনি তার স্থানিক পটভূমি হিসেবেও বাংলার প্রায় প্রতিটি প্রান্ত নির্বাচিত হয়েছে। ভূ-প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্যের প্রেক্ষিতে হোক বা অধিবাসীদের বৃত্তিগত বৈচিত্র্যের ভিত্তিতে, বাংলা ও বাঙালির সামগ্রিক প্রতিনিধিত্ব খুঁজে পাওয়া যায় এখানে।

১৯৪২ সালে কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য হিসেবে সুভাষ মুখোপাধ্যায় পার্টির বাংলা কমিটির মুখপত্র 'জনযুদ্ধে'র কাজে যুক্ত হন। রিপোর্টার হিসেবে অচিরেই অত্যন্ত সফল হয়ে ওঠেন তিনি। লেখকের অভিন্নহৃদয় বন্ধু অরুণ সোম তাঁর এক স্মৃতিচারণে জানিয়েছেন :

> 'ভ্রমণকারী হিসেবে তাঁর দুটো বড় গুণ ছিল। বিদেশে একবার কোন জায়গার রুট বা যাত্রাপথ দেখিয়ে দিলে দ্বিতীয়বার কারও সাহায্য ছাড়া, বিনা বাক্যবিনিময়ে ট্রামে-বাসে চেপে ঠিক সেখানে পৌছে যেতে পারতেন– কোন ভুল হত না। দ্বিতীয়ত, ভাষা ছাড়াই বা অল্প ভাষায় ভাব বিনিময়ের অসাধারণ ক্ষমতা তাঁর ছিল।'[৩]

একারণেই জনসাধারণের সঙ্গে মিশে গিয়ে, তাদের চোখ দিয়ে তাদের আনন্দ-বেদনা-অনুভূতির অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করতে পেরেছিলেন তিনি। আর তাঁর কবিমানস বিবিধ সাহিত্যিক উপাদান সহযোগে সেই রিপোর্টিংকে কেবল প্রতিবেদন সুলভ নিষ্প্রাণ গদ্য হিসেবে সীমাবদ্ধ না রেখে তাকে পরিণত করেছিল প্রাণপ্রাচুর্যে পরিপূর্ণ রিপোর্তাজে। লেখকের রিপোর্তাজ আর সংবাদপত্রের রিপোর্টিং এর মধ্যে রয়েছে কিছু মৌলিক পার্থক্য :

> 'রিপোর্ট নিছক রিপোর্ট। ঘটনার সাদাসাপটা বিবরণ মাত্র সে। রিপোর্তাজ রিপোর্টের 'সত্য'-ছাঁচে গড়ে ওঠা সেই ন্যারেটিভ, যা গড়ে তোলে একটি ভিন্ন নান্দনিক কাঠামো। রিপোর্ট নিছক 'সত্য', রিপোর্তাজ সত্য ও সুন্দরের যুগলবন্দি। রিপোর্তাজ 'typical style of reporting events' এবং তাকে ছাপিয়ে যেতে চাওয়া অন্য সাংবাদিক গদ্য। রিপোর্তাজ মূলত কাব্য।'[৪]

সংবাদপত্রের রিপোর্টিং যা কিনা ফর্মের দিক থেকে নির্দিষ্ট গতানুগতিক বন্ধনে আবদ্ধ, তার তুলনায় রিপোর্তাজে রয়েছে লেখকের আঙ্গিকগত স্বাধীনতা যা ন্যারেটিভের বহুমাত্রিক শিল্পকুশলতাকে প্রকাশ করতে সক্ষম।

'আমার বাংলা'য় সংকলিত প্রতিবেদনগুলি লেখকের রিপোর্তাজ জীবনের গোড়ার দিকের রচনা। চল্লিশের দশকের শুরুতে কমিউনিস্ট পার্টির একনিষ্ঠ সদস্য, 'জনযুদ্ধে'র সাংবাদিক সুভাষ মুখোপাধ্যায় বর্ধমানে গিয়েছিলেন বন্যা 'কভার' করতে। গ্রন্থে সংকলিত 'বন্যার সঙ্গে যুদ্ধ' শীর্ষক রচনাটির নেপথ্যে রয়েছে লেখকের উক্ত বর্ধমান সফর। পার্টির কাগজের জন্য খবর সংগ্রহ করতে লেখক এসময়ে বাংলার বিভিন্ন গ্রাম-শহরে ঘুরে বেড়িয়েছেন। পরাধীন দেশের কৃষক-শ্রমিকের নিদারুণ বঞ্চনা অনুভূতিশীল মন নিয়ে প্রত্যক্ষ করেছেন তিনি; সেই বঞ্চনার আখ্যান প্রকাশ করেছেন সাধারণের মুখের ভাষাতেই সম্পূর্ণ বাহুল্যবর্জিতভাবে :

> 'সেটা ছিল বিয়াল্লিশ সাল। সে সময় অনেকদিন কবিতা লেখা বন্ধ ছিল। গ্রাম ও শিল্পাঞ্চল ঘুরে রিপোর্তাজ লিখতে লাগলাম। লোকের খুব পছন্দ হয়েছিল সে লেখা। সাধারণ মানুষের মুখের কথাই আমার লেখায় ব্যবহার করেছি। এই ভাষাকে লোকে ভীষণ বাহবা দিয়েছে। চাক্ষুস দেখাশোনা ও অভিজ্ঞতা থেকে আমার গল্প। যা দেখেছি তার বেশি লিখিনি।'[৫]

'আমার বাংলা'য় সংকলিত রচনাগুলির সবই যেহেতু স্বাধীনতা পূর্ব সময়ের রচনা, তাই এগুলি লেখা হয়েছে অবিভক্ত বাংলার প্রেক্ষাপটে। যে বাংলা এক বিরাট ভৌগোলিক ভূখণ্ডে ব্যাপৃত, উত্তরে হিমালয়ের পাদদেশ থেকে দক্ষিণে নদীনালাপূর্ণ জলময় সুন্দরবন, পশ্চিমে রুক্ষ লাল মাটির মালভূমি অঞ্চল থেকে পূর্বে চট্টগ্রামের পার্বত্য ভূখণ্ড পর্যন্ত তার বিস্তৃতি। এই বৃহত্তর বঙ্গদেশের ভূখণ্ডগত বৈচিত্র্যের সঙ্গে সাদৃশ্য রেখে রয়েছে জাতিগত বৈচিত্র্য, সেইসূত্রে এসেছে ভাষিক ও সংস্কৃতিগত ভিন্নতা। এসকল বৈচিত্র্যের প্রতিনিধিত্ব সমগুরুত্বে উঠে এসেছে 'আমার বাংলা'র পাতায়; যার প্রমাণ পাওয়া যায় সংকলনের প্রথম রচনাটিতেই। যে রচনার বিষয়বস্তু গারো-হাজংদের মতো প্রান্তিক জনজাতিরা, যাদের চোখে মূলনিবাসী বাঙালিরা 'বাঙাল' ছাড়া অন্য কিছু নয়। মূলত কিশোর পাঠকের উদ্দেশ্যে লেখা এই রিপোর্টাজের কথনশৈলীটি অত্যন্ত চমৎকার। আলোচ্য রিপোর্টাজটি শুরুই হচ্ছে পাঠককে সরাসরি 'তুমি' সম্বোধনের মধ্য দিয়ে। এখান থেকেই কথক-পাঠকের আত্মীয়তার শুরু; রিপোর্টাজটি যেন উভয়ের সম্মিলিত ভ্রমণকাহিনি। খানিকটা বৈঠকী গল্পের ধাঁচে কথক তাঁর পাঠককে কাছে টেনে নেন এভাবে। ভ্রমণ সঙ্গী হিসেবে উভয়ের বাক্যালাপ চলতে থাকে। কথক প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতায় অভিজ্ঞ করে তোলেন পাঠককে, কখনও স্বাভাবিক কর্তব্যবোধে সতর্কও করে দেন :

> ক) 'চৈত্র মাসে যদি কখনও মৈমনসিং যাও, রাত্তিরে উত্তর শিয়রে তাকাবে। দেখবে যেন একরাশ ধোঁয়াটে মেঘে কারা আগুন লাগিয়ে দিয়েছে। ভয় পাবার কিছু নেই; আসলে ওটা মেঘ নয়, গারো পাহাড়।'[৬]
>
> খ) 'সুসং শহরের গা দিয়ে গেছে সোমেশ্বরী নদী। শীতকালে দেখতে ভারি শান্তশিষ্ট– কোথাও কোথাও মনে হবে হেঁটেই পার হই। কিন্তু যেই জলে পা দিয়েছ, অমনি মনে হবে যেন পায়ে দড়ি দিয়ে কেউ টেনে নিয়ে যাচ্ছে।'[৭]

পরের রিপোর্টাজটির শিরোনাম 'ছাতির বদলে হাতী'; রিপোর্টাজটির সূচনাবাক্যটি এরূপ: 'নাকের বদলে নরুন পেলাম টাক্‌ডুমা ডুম ডুম'।[৮] বাক্যটি নিমেষে ছোটদের উপযোগী একটি আকর্ষণীয় আবহ গড়ে তোলে। এরূপ আবহ তৈরি হলেও এই রিপোর্টাজটির বিষয়বস্তু অত্যন্ত গম্ভীর; মহাজনের বন্ধকী কারবার কীভাবে সাধারণ সরল গ্রামবাসীদের প্রতারিত করে সম্পূর্ণ নিঃস্ব করে দেয়, তারই জীবন্ত চিত্র ফুটে উঠেছে এখানে। পূর্ববর্তী রচনাটিতে যেমন এসেছিল সাধারণ মানুষকে দিয়ে জমিদারের বেগার খাটানোর দৃশ্য। উভয় রচনারই স্থানিক পটভূমি গারো পাহাড় সন্নিহিত গ্রামাঞ্চল। আলোচ্য রচনায় চেংমান নামের এক চাষীর মহাজনের ছাতি ধার করে হাতির দাম চোকানোর কথা আছে। তবে উভয় রচনাতেই জমিদার-মহাজন শ্রেণির বিরুদ্ধে জনগণের সংগঠিত প্রতিবাদ ও প্রতিরোধের কাহিনি ধ্বনিত হয়েছে; যেখানে কথক তাঁর ইচ্ছের সঙ্গে পাঠককেও শামিল করে নেয় :

> 'যারা এত কষ্ট করে আমাদের মুখে অন্ন যোগায়- ইচ্ছে করে, জমিদারের হাত থেকে বাংলার সমস্ত জমি তাঁদের হাতে দিই, মহাজনের নিষ্ঠুর ঋণের বোঝা থেকে তাঁদের মুক্তি দিই। তোমাদের কি ইচ্ছে হয় না?'[৯]

এই গ্রন্থেরই অপর একটি রিপোর্টাজ 'চাটগাঁয়ের কবিওয়ালা'। কবিয়াল রমেশ শীলের কাহিনি এটি। প্রাক স্বাধীনতা পর্বে চট্টগ্রামের কবিগায়ক রমেশ শীল হিন্দু-মুসলিম ঐক্যের গান বেঁধে পরাধীনতার বিরুদ্ধে আওয়াজ

তুলেছিলেন; সংগঠিত করেছিলেন এলাকার আপামর জনসাধারণকে। রমেশ শীলের কাহিনি বিবৃতির এই আখ্যানের কথন কৌশলটি অনেকটা চীনে বাক্সের মত বিন্যস্ত, যেখানে বড় বাক্সের ভেতরে ছোট, তার ভেতরে আরো ছোট, এমনভাবে সাজানো থাকে। এখানে একটি কাহিনির সূত্র ধরে অপর একটি কাহিনির সূচনা হয়, সেই কাহিনির খেই ধরে নতুন আরেকটি কাহিনি আসে। কাহিনি সংকলনের এই বিশেষ বয়ন কৌশলের সন্ধান পাওয়া যায় এখানে। রিপোর্তাজটিতে পাঠককে রীতিমতো পথ দেখিয়ে রমেশ শীলের বাড়িতে উপনীত করেন কথক; এরপর জানতে চান তাঁর গান লেখার ইতিহাস :

> 'বললাম কেমন করে গান বানাতে শিখলেন সেই গল্প আমাদের বলতে হবে। টিকের আগুনে ফুঁ দিতে দিতে গল্প শুরু করলেন রমেশ শীল।'[১০]

এখান থেকেই শুরু হয় রমেশ শীলের জীবনের গল্প; কীভাবে সামান্য গায়ক হিসেবে জীবন শুরু করে ক্রমশ হয়ে ওঠেন 'মাঝভাণ্ডারের মাঝি'। কবিগান সম্পর্কিত বেশ কিছু পরিভাষার (চাপান, কাটান, যাটক) খোঁজ মেলে এখানে; উদ্ধৃত হয়েছে তাঁর লেখা একটি গানও :

> 'পাঁচ গজ ধুতি সাত টাকা
> দেহ টেকা হয়েছে কঠিন
> রমেশ কয়, আঁধারে মরি
> পাই না কেরোসিন।'[১১]

আলোচ্য রিপোর্তাজটিতে সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ যে বিষয়টি তা হল রমেশ শীলের কবিগান লেখার পশ্চাতে দৈনিক 'জনযুদ্ধ' পত্রিকার ভূমিকা; যে পত্রিকা পড়েই তাঁর গানের দিক বদল ঘটে যায়, চট্টগ্রামের জনগণকে সংগ্রামী চেতনায় দীক্ষিত করে তোলেন কবি।

উপরিউক্ত রিপোর্তাজটির ক্ষেত্রে যে কথনশৈলীর আশ্রয় নেওয়া হয়েছে, অর্থাৎ একটি কাহিনির সূত্রে অন্য একটি কাহিনির অবতারণার কৌশলটি ছোটগল্পের একটি বিশেষ ধরন হিসেবে জনপ্রিয়। যেখানে বাইরের কাহিনিটিকে 'ফ্রেম গল্প' আর ভেতরের কাহিনিটিকে মূল গল্প হিসেবে অভিহিত করা হয়। লেখকের পরবর্তী গ্রন্থে 'যখন যেখানে' (১৯৬০) সংকলিত বেশ কয়েকটি লেখায় এরূপ ছোটগল্পের সম্ভাবনা খুঁজে পাওয়া যায়। এর মধ্যে অন্যতম 'একটি প্রতিবাদ পত্র'; রচনাটির মুখ্য চরিত্র 'বিজুদি', তার সঙ্গে 'শম্ভুদা'র প্রেম কাহিনির একটি রেখাচিত্র অঙ্কিত হয়েছে এখানে। এরকম আরেকটি রচনা 'এইটুকু'। যেখানে শুরুতে বিভিন্ন প্রেক্ষিত থেকে কলকাতার এক গলির বিশদ চিত্র দেখানো হলেও পরবর্তীকালে সেই গলির সূত্র ধরে আসে সেই গলির অধিবাসী নিবারণবাবু ও তার স্ত্রীর দাম্পত্য জীবনের কাহিনি। যাঁর লেখায় সমষ্টির সাংগঠনিক শক্তির জয়গান গাওয়া হয়ে থাকে, তাঁর লেখাতেই এরূপ ব্যক্তিজীবনের বিবিধ অনুভূতির চিত্রণ কিছুটা হলেও ব্যতিক্রমী বলেই মনে হয়। 'এইটুকু' শীর্ষক রচনাটির সমাপ্তি বাক্যটি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ: 'গলির মধ্যে ঢুকে সেই সব পুরনো কথা মনে করতে করতে এককালে এ-পাড়ায় থাকা চল্লিশ বছরের এক বুড়ো মিন্‌সে হঠাৎ এইটুকু হয়ে গেল।'[১২] পুরো কাহিনিটিই যেন এই শেষ বাক্যটির প্রস্তুতি। এভাবে ছোটগল্পের বৈশিষ্ট্য খুঁজে পাওয়া যায় রচনাগুলিতে। এই

গ্রন্থের অপর দুটি রিপোর্টাজ 'আসমান জমি' ও 'কাঁটাতারের বেড়ায়' লেখকের বক্সা জেল-জীবনের প্রেক্ষিতে রচিত। 'আমার বাংলা'য় সংকলিত 'মেঘের গায়ে জেলখানা' রচনাটিরই অনুবর্তন এই দুটি রচনা। ১৯৪৮ সালে সরকার কমিউনিস্ট পার্টিকে বেআইনি ঘোষণা করলে পার্টির অন্যান্য সদস্যের সঙ্গে সুভাষ মুখোপাধ্যায়কেও গ্রেপ্তার করা হয়। প্রথমে দমদম জেলে, পরে তাঁকে স্থানান্তরিত করা হয় ভুটান সীমান্তে বক্সায়। হিমালয়ের কোলে অবস্থিত বক্সা জেলে সহবন্দীদের সঙ্গে লেখকের দিন যাপনের বিবরণ আছে এখানে। সহবন্দীদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য, তাদের মুখচলতি গল্প বিবৃত হয়েছে। জেল উত্তর পর্বে লেখক চটকল মজদুর সংগঠনের কাজে সস্ত্রীক চলে আসেন বজবজের কাছে ব্যঞ্জনহেঁড়িয়া গ্রামে। চটকল শ্রমিকদের সঙ্গে কাজের সূত্রে তাদের জীবনকে খুব কাছ থেকে দেখেছিলেন তিনি। রিপোর্টাজে তাঁর সেই প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা ভাষা পেয়েছে। ১৯৫২ সালে, যখন তিনি বজবজের উদ্দেশ্যে পাড়ি দিচ্ছেন, সেই বছরেরই ২১শে ফেব্রুয়ারি ভাষা আন্দোলনে উত্তাল ঢাকা শহরে মাতৃভাষাকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে স্বীকৃতির দাবিতে শহিদ হন পাঁচ বঙ্গসন্তান। 'একুশের সুরে বাঁধা' শীর্ষক রিপোর্টাজটিতে লেখক সেই সময়ের পূর্ববঙ্গ ভ্রমণের ইতিবৃত্ত লিপিবদ্ধ করেছেন। একুশের আন্দোলন নিয়েই এক অপূর্ব গদ্যশৈলীতে লেখা 'লিখতে বারণ'। অবনীন্দ্রনাথের চিত্ররূপময় গদ্যের অনুরূপে এখানে রূপকথার আঙ্গিকে ব্যক্ত হয়েছে লেখকের বক্তব্য। বিষয় ও আঙ্গিকের এরূপ বৈচিত্র্যের জন্যই লেখক ভূমিকায় এই গ্রন্থকে চিহ্নিত করেছিলেন 'বাউলের আলখাল্লা' হিসেবে; যেখানে সকল বৈসাদৃশ্যের মিলন ঘটে।

'ডাকবাংলার ডায়েরি'র অধিকাংশ লেখাগুলিই 'সুবচনী' ছদ্মনামে প্রকাশিত হয়েছিল আনন্দবাজার পত্রিকায়। ১৯৬৭ সালে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত প্রথম সংস্করণের 'ভূমিকা ও পটভূমিকা' অংশে পশ্চিমবঙ্গ সম্পর্কিত বেশ কিছু তথ্য জ্ঞাপন করেছেন লেখক। দৈনিক পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হওয়ার সময় রিপোর্টাজগুলির শিরোনাম ছিল স্থাননামসূচক; গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হলে সেগুলির নতুন শিরোনাম প্রদত্ত হয়। যেমন 'আবার বনগাঁয়' শিরোনামের রিপোর্টাজটি গ্রন্থে হয়ে দাঁড়ায় 'এপার বাংলা'। আলোচ্য রিপোর্টাজে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় উঠে এসেছে। তাঁর মধ্যে অন্যতম হল সীমান্ত অঞ্চলে প্রচলিত Code Language-এর বিশেষ ব্যবহার। বেশ কিছু সাংকেতিক শব্দের ('হাংরি', 'হাঙ্গি-মাঙ্গি', 'উইদাউট', 'কেস') ব্যবহার এখানে লক্ষ করা যায়। সীমান্তে অবৈধ অনুপ্রবেশ, চোরাচালানসহ সামগ্রিক অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের সঙ্গে সম্পৃক্ত এই ভাষাগত সংবিধি। এই রিপোর্টাজেই বনগাঁ ভ্রমণের পরের পর্বে রয়েছে বনগাঁ পার্শ্ববর্তী গ্রাম পরিভ্রমণ; তার মধ্যে অন্যতম হল বিভূতিভূষণের গ্রাম বারাকপুর। লেখকের বর্ণনায় 'পথের পাঁচালী'র সংস্থানই যেন উঠে এসেছে এখানে। বালক অপুর বেড়ে ওঠার সেই প্রতিবেশ বর্ণনা পাঠককে নস্টালজিক করে তোলে। সেই কুঠির মাঠ, বাঁওড়, আঁশশেওড়ার বন, গ্রামের সরল সাদাসিধে মানুষগুলো ভিড় করে আসে রিপোর্টাজের পাতায়। পরিচয় ঘটে বিভূতিভূষণের বাল্যবন্ধু ইন্দুভূষণ রায়ের সঙ্গে। উপন্যাসের সময়কাল আর বর্তমান সময়কালের পার্থক্যটি প্রকট হয়ে ওঠে লেখকের কাছে :

> 'নিশ্চিন্দিপুর আজ নিশ্চিহ্ন হতে চলেছে। দ্বিতীয় অপু আর জন্ম নেবে না। তা নিয়ে দুঃখ করেও খুব লাভ নেই। দেশ-কাল-পাত্রের রূপান্তরে সাহিত্যেও নবযুগ না এসে পারবে না।'[১৩]

দুই সময়কালের মধ্যে ঘটে গেছে রাজনৈতিক পট পরিবর্তন, দেশভাগের ফলে আছড়ে পড়েছে উদ্বাস্তু স্রোত; দেশ-কালের চালচিত্র গেছে বদলে। জীবন ধারণের তাগিদে উদ্ভূত হয়েছে নিত্যনতুন পেশা; সীমান্ত অঞ্চলের অর্থনৈতিক ভারসাম্যের পরিবর্তন ঘটছে দ্রুত।

'ডাকবাংলার ডায়েরি'র ভূমিকায় লেখক জানিয়েছেন, স্বাধীনতা পূর্ব সময়ের তুলনায় বর্তমান পশ্চিমবঙ্গের অর্থনৈতিক পরিবর্তনের স্বরূপ বিচার করার তাগিদেই তাঁর এই পর্বের ভ্রমণযাত্রা। সীমান্তবর্তী বনগাঁর ক্ষেত্রসমীক্ষা দিয়ে যে যাত্রার সূচনা হয়েছিল তারই পরিণতি দেখা যায় রাঢ় বাংলার গ্রামে। 'ছুরি কাঁচি ট্র্যাক্টর' শীর্ষক রিপোর্তাজে রয়েছে বর্ধমানের কামারপাড়া আর কাঞ্চননগর ধাতুশিল্পের জন্য বিখ্যাত ধাতুশিল্পীদের বর্তমান বিপন্নতা থেকে বেঁচে থাকার একমাত্র উপায় সমবায় ব্যবস্থার কথা। কাঁচামাল সংগ্রহ থেকে উৎপাদিত দ্রব্য বাজারজাত করা পর্যন্ত সমগ্র প্রক্রিয়াটি ব্যক্তিগতভাবে কোনো শিল্পীর পক্ষে করা অসম্ভব, একমাত্র সমবায় ব্যবস্থার মাধ্যমেই তার সর্বাত্মক সুরাহা করা সম্ভব। 'তাল-দীঘি লাল-মাটি' রিপোর্তাজটি অনেকাংশেই চলচ্চিত্রধর্মী। জয়দেব-কেঁদুলির মেলা কেন্দ্রিক এই রচনাটিতে চলচ্চিত্রের মতো পর পর এক একটি দৃশ্যের অবতারণা ঘটেছে। মেলার বর্ণনা বিবৃত হয়েছে ডিটেলিংসহ, পাঠকের যেন প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা ঘটে যায় এক্ষেত্রে। মুর্শিদাবাদের নিমতিতা অঞ্চলকে কেন্দ্র করে লেখা 'নিম নয়, তিতা নয়'। সত্যজিৎ রায়ের 'জলসাঘর' ও 'দেবী'র চিত্রগ্রহণের সৌজন্যে বিখ্যাত নিমতিতার অর্থনৈতিক অবস্থার আমূল বদল ঘটেছে বিড়িশিল্পের হাত ধরে। এক্ষেত্রে শ্রমিক হিসেবে মেয়েদের অংশগ্রহণই সমধিক; স্থানীয় মেয়েরা অর্থনৈতিক স্বাধীনতা পেয়েছে, স্বাবলম্বী হয়ে উঠেছে। হুগলি জেলার আরামবাগ পার্শ্ববর্তী কয়েকটি গ্রামের চিত্র অঙ্কিত হয়েছে 'নাম ছিল মন্ত্রেশ্বর' নামের লেখাটিতে। মূলত আলু উৎপাদক এই অঞ্চলে হালে হিমঘর গড়ে উঠছে দ্রুত; বদলে যাচ্ছে কৃষিকেন্দ্রিক অর্থনীতি। এখানেই একটি গ্রাম কেশবপুর, এই গ্রামের অন্তর্ভুক্ত ভেটিপাড়ায় বাগ্‌দি জাতির বসবাস। স্থানীয় এক অধিবাসীর সঙ্গে লেখকের কথোপকথনের মধ্য দিয়ে উঠে এসেছে গ্রামের গোষ্ঠী মননের কথা। কীভাবে একটি ঘটনা গ্রামের সকলের সম্মিলিত অভিমত গড়ে তোলে, কীভাবে ভ্রান্ত দর্শনকে আঁকড়ে ধরে গ্রামীণ সমাজ, তার পরিচয় মেলে এখানে। প্রাসঙ্গিক তিনটি বাক্য এখানে উদ্ধৃত হল :

> 'লেখাপড়া করেন? লেখাপড়ার মুখে আগুন! ঐ যে আমাদের পাড়ার মাস্টার... লেখাপড়া শিখে তার এমন দেমাক হয়েছে যে বাগদীদের সমাজে আর মিশতে চায় না।'[১৪]

জাতপাতে বিদীর্ণ গ্রাম্য সমাজে নীচু শ্রেণি হিসেবে চিহ্নিত বাগ্‌দিদের একটি ছেলে পরিবারের কষ্টার্জিত অর্থে লেখাপড়া শিখে পরিবার তথা গ্রামের সঙ্গে সম্পর্কচ্যুত করে চাকরি নিয়ে নাগরিক সমাজে অধিষ্ঠিত হয়। ঘটনাটি তাদের কাছে পুরোপুরি বিশ্বাসভঙ্গের শামিল। যাকে কেন্দ্র করে গোটা গ্রাম স্বপ্ন দেখতে শুরু করেছিল, তার নাগরিক অভিবাসন তাদেরকে ক্ষুব্ধ করে, হতাশাগ্রস্ত করে তোলে; শ্রেণিগত শত্রু হয়ে ওঠে উদ্দিষ্ট যুবকটি। এই প্রেক্ষিতে দাঁড়িয়ে লেখক উক্ত যুবকের সিদ্ধান্তটিকে একপ্রকার পলায়মান মানসিকতা রূপেই চিহ্নিত করেছেন।

লেখকের পরবর্তী গ্রন্থ 'নারদের ডায়েরি'র একটি অন্যতম রিপোর্তাজ 'মরশুমের দিনে'। অন্যান্য রিপোর্তাজের মতো এটি কোনো অঞ্চলকেন্দ্রিক প্রতিবেদন নয়, এই লেখাটির বিষয় বাংলার বর্ষা। রিপোর্তাজটি প্রথম প্রকাশিত

হয়েছিল 'নতুন সাহিত্য' (নবপর্যায়) পত্রিকার মাঘ-চৈত্র ১৩৬৮ সংখ্যায়। একটি বিদেশি প্রকাশনার প্রতিনিধি হিসেবে জনৈক নাইজেল কেমরন সত্যজিৎ রায়ের পরামর্শে সুভাষ মুখোপাধ্যায়কে লেখার জন্য অনুরোধ করেন। তাঁর অনুরোধেই লেখক বাংলার বর্ষা নিয়ে লেখেন 'মরশুমের দিনে'। তবে লেখাটি লেখকের স্বনামে প্রকাশিত না হয়ে ভিন্ন নামে প্রকাশিত হয়েছিল। বাংলার এই চিরায়ত শস্যশ্যামল প্রকৃতির অন্তরালে রয়েছে তার ব্যাপ্ত বর্ষাকাল। বাংলার জলবায়ু ও প্রকৃতির এই যোগসূত্র সুপ্রাচীনকাল থেকে বহমান। যার প্রমাণ মেলে সুপ্রাচীন ঐতিহ্যময় ব্রতকথার মধ্যে। বাংলার লোকায়ত এই ব্রতকথা বাংলার একান্ত নিজস্ব সম্পদ; বাংলার সংস্কৃতির বীজবাক্য লুকিয়ে রয়েছে এর ছড়ায়, উপকরণে, আচরণে। এই ব্রতকথা আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয় সেই গৌরবময় অতীতের কথা, যখন বাংলার বণিকেরা আন্তর্জাতিক সমুদ্রবাণিজ্যে অভ্যস্ত ছিল, পাড়ি জমাত দূর দূরান্তে। বর্ষার শেষে অনুষ্ঠিত ভাদুলি ব্রতে যেখানে বাড়ির মেয়েরা বাপ-ভায়ের নিরাপদ প্রত্যাগমন প্রার্থনা করছে, তা সেই প্রাচীনত্বের অনুষঙ্গ বহন করে আনে। এমনই আরেকটি ব্রত বসুধারা যা বর্ষার শুরুতে অনুষ্ঠিত হয়। কৃষিনির্ভর বাংলাদেশে পর্যাপ্ত বৃষ্টিপাত কামনা করে পালনীয় এই ব্রতের উপকরণও ভীষণভাবে বাংলার গ্রাম সমাজের সঙ্গে সম্পৃক্ত। ব্রতকথা ছাড়াও ডাক-খনার বচন, বিবিধ ছড়া প্রবচন, অম্বুবাচী পরব, মনসা পুজো বাংলার বর্ষার সঙ্গে সংযুক্ত। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে বাংলার এসকল নিজস্ব সংস্কৃতির প্রচলন ক্রমহ্রাসমান হলেও তাদের বিস্মৃতির অতল থেকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য এজাতীয় প্রতিবেদনের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। যে বাংলার গ্রামীণ সমাজ একসময় স্বয়ংসম্পূর্ণ পল্লী অর্থনীতিতে নির্ভরশীল ছিল, কালের নিয়মে তার বদল ঘটেছে। উদ্বৃত্ত সম্পদের বাজারজাতকরণ ঘটেছে, যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি ঘটেছে, শিল্পস্থাপন হয়েছে। বাংলার গ্রাম আজ বিশ্ব অর্থনীতির অংশ। তবে বিশ্বায়নের প্রভাবে বাঙালি যেন কোনোভাবেই তার শিকড়কে ভুলে না যায়, তার আত্মাকে অস্বীকার করতে না পারে, সেই উদ্দেশ্যে অত্যন্ত সার্থকভাবে দুই সময়ের মেলবন্ধন ঘটাতে সমর্থ হয়েছেন লেখক, সে দিক থেকে আলোচ্য রিপোর্টাজটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ।

'ক্ষমা নেই' এর রিপোর্টাজগুলি বাংলাদেশের একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধের প্রেক্ষিতে লেখা। মুক্তিযুদ্ধের সেই অস্থির দিনগুলিতে বাংলাদেশের মাটিতে পাকিস্তানি খানসেনা বা রাজাকার বাহিনী নৃশংসতার যে নজির সৃষ্টি করেছিল তার জীবন্ত বর্ণনা দিয়েছেন লেখক। লেখাগুলি সমকালে কিছুটা বিতর্ক তৈরি করলেও ভবিষ্যতে মুক্তিযুদ্ধকালীন বাংলাদেশের সামগ্রিক পরিস্থিতির একটি ঐতিহাসিক দলিল হিসেবে বিবেচিত হবে বলেই আশা করা যায়।

১৯৮১ সালে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত 'আবার ডাকবাংলার ডাকে', 'ডাকবাংলার ডায়েরি'রই অনুবর্তন। 'জনযুদ্ধে'র পৃষ্ঠায় একসময়ে যে রিপোর্টাজ লেখার সূচনা ঘটেছিল, তারই শেষ পর্যায় এই 'আবার ডাকবাংলার ডাকে'। ১৯৭৬-৭৭ সালে আনন্দবাজারে এই গ্রন্থের অধিকাংশ লেখাগুলি প্রকাশিত হয়। প্রথম রিপোর্টাজ 'যাচ্ছি বনগাঁয়'তে লেখক জানাচ্ছেন :

> 'ডাকবাংলার ডায়েরি' লেখার সময় যে যে জায়গায় গিয়েছিলাম, আমি চেষ্টা করব আবার সেই সেই জায়গায় যেতে। এই দু-দশকে সেই সব জায়গার কতটা কী বদল হয়েছে দেখেশুনে আসবার চেষ্টা করব এটা আমার মনোগত অভিপ্রায়।'[১৫]

মূলত পশ্চিমবঙ্গের ক্রমবিবর্তনের, বিশেষত জনসাধারণের অর্থনৈতিক অবস্থা বা জীবনযাত্রার মানের একটি রূপরেখা অঙ্কন করাই লেখকের মূল উদ্দেশ্য। সেই সূত্রে এই গ্রন্থের প্রথম পাঁচটি রিপোর্তাজের স্থানিক পটভূমিও সীমান্তবর্তী বনগাঁ ও সংলগ্ন অঞ্চলে সীমাবদ্ধ। চতুর্থ রিপোর্তাজটির শিরোনাম 'অপুদুর্গার জগৎ'। আগের পর্বে বিভূতিভূষণ-জন্মভূমে যে বদলের সূচনা দেখে এসেছিলেন, এই পর্বে সেই বদলেরই আরো সর্বাত্মক রূপ লক্ষ করেছেন। গ্রামের মানুষ আরো বিপন্ন, সমবায় সমিতি ধ্বংস হয়েছে, বিভূতি-বন্ধু ইন্দুবাবুর মৃত্যু হয়েছে; এবারে তার বদলে পেয়েছেন ফণীবাবু, পতিতবাবুদের। প্রকৃতিগতভাবেও ক্রমাগত ঐশ্বর্যহীন হয়ে পড়ছে বিভূতিভূষণের বারাকপুর। বিভূতিভূষণের প্রিয় ঘেঁটুফুল বানের জলে বিলুপ্ত। এক ক্রমক্ষয়িষ্ণু অপু-দুর্গার জগৎকে এবারে আবিষ্কার করলেন লেখক।

সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের জন্ম কৃষ্ণনগরে, মামার বাড়িতে। সেই সূত্রে তাঁকে একজন কৃষ্ণনাগরিক হিসেবেও অভিহিত করা যেতে পারে। রিপোর্তাজ লেখার শেষ পর্বে কৃষ্ণনগরসহ নদিয়ার দ্রষ্টব্য নিয়ে আলোচনা করেছেন চারটি রচনায়। কৃষ্ণনগরের সঙ্গে এরূপ গভীর যোগসূত্র থাকার সুবাদে যে বিষয়টি সর্বাগ্রে আলোচিত হয়েছে তা হলো কৃষ্ণনগরের ভাষা। বস্তুত ভাষা নিয়ে একটি বিশেষ মনোযোগ লেখকের রিপোর্তাজে ধারাবাহিকভাবে লক্ষ করা যায়। গারো হাজংদের ব্যবহৃত বাংলার উচ্চারণ স্বাতন্ত্র্য দিয়ে যে চর্চার সূত্রপাত, বর্ধমানের পশ্চিমাঞ্চলে খনি শ্রমিকদের কাজের সূত্রে নির্মিত 'পাঁচমিশেলি ভাষা' হোক বা বনগাঁ সীমান্তের কোড ল্যাঙ্গুয়েজ; সর্বত্রই কথ্য ভাষার প্রতি নিবিড় পর্যবেক্ষণ লক্ষ করা যায় লেখকের রচনায়। বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে প্রচলিত বহুবিচিত্র কথ্যভাষার মধ্য থেকে যে অঞ্চলের ভাষা মান্য চলিত বাংলা (Standard Colloquial Bengali) হিসেবে নির্বাচিত হয়েছে, অনেক ভাষাবিদের মতেই তা হল কৃষ্ণনগর-শান্তিপুর অঞ্চলের ব্যবহৃত কথ্যভাষা। সে কারণে কৃষ্ণনাগরিকরা তাদের কথ্যভাষা নিয়ে কিছুটা হলেও অলক্ষে গৌরবান্বিত হয়ে থাকে। লেখকও জানিয়েছেন :

> 'সব বাঙালীর কাছেই কৃষ্ণনগরের মুখের কথার খুব আদর। প্রমথ চৌধুরী মোটের ওপর একেই বাংলা ভাষার ছাঁচ করতে চেয়েছিলেন।'[১৬]

'নদেয় এল বান' শীর্ষক রিপোর্তাজটিতে লেখক উক্ত অঞ্চলের ভাষাকে বিশ্লেষণ করেছেন আদ্যন্ত ভাষাতাত্ত্বিকের মতো। ধ্বনিতাত্ত্বিক, রূপতাত্ত্বিক ও আন্বয়িক স্তরে দৃষ্টান্ত দিয়ে তার স্বরূপ বিশ্লেষণ করেছেন। এখানে দু-একটি উদাহরণ উদ্ধৃত করা যেতে পারে :

ধ্বনিতাত্ত্বিক স্তর: এ>ই; ছ>চ; ল>ন। যেমন: করেছি>করিচি; বলেছি>বলিচি; লেপ>নেপ; লেবু>নেবু। অনুকার শব্দের ক্ষেত্রে 'ট' বা 'ফ' ধ্বনির পরিবর্তে 'ম' ধ্বনির আধিক্য লক্ষণীয়; যেমন: খিচুড়ি-মিচুড়ি; শাক-মাক; জেল-মেল। সমার্থক শব্দ লোপের (Haplology) দৃষ্টান্তও এখানে উদ্ধৃত হয়েছে; কৃষ্ণনগর>কেশনগর।

রূপতাত্ত্বিক স্তর: শব্দ ব্যবহারের ক্ষেত্রেও কিছু বিশেষত্ব লক্ষ করা যায়; সঙ্গে>সাথে; ওঁর>ওনার; ওঁকে>ওনাকে; টাঙানো>খাটানো; গিয়ে>যেয়ে।

শব্দার্থতাত্ত্বিক স্তর: কোনো কোনো শব্দ সম্পূর্ণ নতুন অর্থে ব্যবহৃত হতে দেখা যায়। যেমন: 'বিরাট' অর্থে

'বিপরীত' শব্দের ব্যবহার।

আন্বয়িক স্তর : আন্বয়িক স্তরের যে উদাহরণগুলি লেখক দিয়েছেন, সেগুলি অবশ্য কৃষ্ণনগরের এই প্রজন্মের কিশোর যুবকদের কথ্যভাষা থেকে আহৃত। 'ডাকার দরকার নেই' বোঝানোর জন্য 'অফ্‌করে দিন' বা 'গলা পড়ে যাওয়া' বোঝাতে ব্যবহৃত হচ্ছে 'ব্যাটারি ডাউন হয়ে গেছে'।

ভাষা যে স্থিতিশীল কোনো পদার্থ নয়, পুরোমাত্রায় গতিশীল একটি বিষয়, যেখানে সময়ের সঙ্গে সঙ্গে কথ্যভাষায় একটি ব্যাপক পরিবর্তন এসে যায়। বস্তুত উদ্বাস্তু আগমন, অভিবাসনের কারণে উক্ত অঞ্চলের কথ্য ভাষাতেও বদল এসেছে। প্রথাগতভাবে একজন ভাষাবিদ না হয়েও তিনি যেভাবে দৃষ্টান্তের মাধ্যমে ভাষার প্রতিটি স্তরের উপর সমগুরুত্ব দিয়ে বিষয়টি ব্যাখ্যা করেছেন তা সততই তাৎপর্যপূর্ণ। অধ্যাপক দেবেশ রায় এক সাক্ষাৎকারে জানিয়েছিলেন, যে সময়ে 'সমাজভাষাতত্ত্ব' (Sociolinguistics) বা 'চিহ্নবিদ্যা'র (Semiology) মতো ভাষাতাত্ত্বিক বিশেষ ক্ষেত্রের উদ্ভব ঘটেনি বা চর্চার পরিসরে সেভাবে গৃহীত হয়নি, সেসময়েও প্রকৃত তত্ত্বজ্ঞানীর মতো তিনি কবিতা ও কর্মের প্রয়োজনে আলোচ্য বিষয়গুলি আবিষ্কার করেছিলেন।[১৭]

উক্ত চারটি রিপোর্টাজের প্রথমটির শিরোনাম 'মাটির কাজ মাটি না হয়'। দৈনিকে প্রকাশিত দুটি প্রতিবেদন 'মাটির জিনিস' ও 'কৃষ্ণনগরের পুতুল' একত্রিত করে লেখা হয়েছিল আলোচ্য রিপোর্টাজটি। কৃষ্ণনগরের মৃৎশিল্পী সমাজকে নিয়ে রচিত এই রিপোর্টাজটি যে কতখানি জীবন্ত, শিল্পগুণান্বিত এই নামকরণটিই তার ব্যঞ্জনা বহন করে। কৃষ্ণনগরের মৃৎশিল্পকেন্দ্রিক হলেও এই লেখাটির সূচনা হয়েছে জেলা সদর কৃষ্ণনগর থেকে 'একশো কিলোমিটারের কিছু কম' করিমপুর-শিকারপুর অঞ্চল থেকে। সমকালীন কৃষ্ণনগরের অর্থনৈতিক কাঠামো গভীরভাবে অনুধাবনের তাগিদেই লেখকের এই দূর সফর। ফিরতি পথে লেখকের গন্তব্য ঘূর্ণী, কৃষ্ণনগরের মৃৎশিল্পীদের কেন্দ্রভূমি। মৃৎশিল্পীদের এই অঞ্চলে কেন্দ্রীভূত হওয়ার ইতিহাস ও তাদের বর্তমান অবস্থা, সমস্যাসমূহ আলোচিত হয়েছে। পরের রিপোর্টাজ 'নদেয় এল বান' কৃষ্ণনগরের প্রসিদ্ধ সরপুরিয়া-সরভাজার ইতিহাস অনুসন্ধান কেন্দ্রিক। নদিয়ার আরেক বিখ্যাত শিল্প তাঁতশিল্প। পরবর্তী রিপোর্টাজ ('সুতোর জটজঙ্গলে' ও 'অথ বাঘ-ছাগল কথা') দুটি তাঁতশিল্পকেন্দ্রিক। মহাজন বা মালিকের গ্রাস থেকে শিল্পী বা শ্রমিককে রক্ষা করার জন্য সমবায় ব্যবস্থার যে কোনো বিকল্প নেই, তা বারবার দ্বিধাহীন কণ্ঠে ব্যক্ত করেছেন লেখক। এর পাশাপাশি আরেকটি বিষয়েও দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। গ্রামাঞ্চলে বা মফঃস্বলে এমন অনেক বিশেষজ্ঞ রয়েছেন যাঁরা ক্ষুদ্রশিল্পের উন্নতিকল্পে বিভিন্ন উদ্ভাবনী চিন্তার সামর্থ রাখেন, কিন্তু কেবল নাগরিক আলোকবৃত্তের বাইরে থাকার কারণে তাদের মৌলিক ধারণাগুলি উপেক্ষিত থেকে যায়। সংবাদমাধ্যম বা সরকারি-বেসরকারি উদ্যোগে তাদের জন্য উপযুক্ত একটি মঞ্চ তৈরি হলে, তাদের সুপ্ত প্রতিভাও সম্যকরূপে বিকশিত হতে পারে; কর্মসংস্থান হতে পারে অজস্র যুবক-যুবতীর। এককথায় কোনো অঞ্চলের সামগ্রিক অর্থনৈতিক চালচিত্রের আমূল পরিবর্তন ঘটে যেতে পারে। ভাষা চিন্তা হোক বা অর্থনীতি চিন্তা, সময়ের তুলনায় যে বেশ কয়েক ধাপ এগিয়ে ছিলেন সুভাষ মুখোপাধ্যায়, তার প্রমাণ মেলে আলোচ্য রিপোর্টাজগুলিতে।

'আবার ডাকবাংলার ডাকে'র শেষ রচনা 'তামাম শোধ'। সাংবাদিক জীবনের সামগ্রিক পাওয়া না-পাওয়ার

ইতিবৃত্ত রচিত হয়েছে এখানে। পূরণচাঁদ যোশীর প্রণোদনায় সোমনাথ লাহিড়ীর অক্লান্ত পরিশ্রমে তাঁর সাংবাদিক পর্বের সূচনা ঘটেছিল পার্টির কাগজে। পরবর্তীকালে আনন্দবাজারসহ অন্যান্য কাগজেও লিখেছেন। পার্টির সহকর্মীরা অনেকে লেখকের এই অবস্থান মেনে নিতে পারেনি; সমালোচনা করেছে, বিরূপ প্রতিক্রিয়া পোষণ করেছে। ভিন্নমতকে মেনে না নেওয়ার প্রবণতা যে অপরিণামদর্শিতার দৃষ্টান্ত, অসহিষ্ণুতার পরিচায়ক স্পষ্টভাবে তা ব্যক্ত করেছেন লেখক। ভিন্নমতাবলম্বীদের একটি নির্দিষ্ট অভিধায় দাগিয়ে দিলে গাত্রদাহের হয়তো উপশম হয়, কিন্তু তাতে সত্যকে চাপা দেওয়া যায় না, তা আরো প্রকট হয়ে ওঠে।

রিপোর্তাজের গদ্য ভাষার দিকে নজর রাখলে দেখা যায়, শব্দ প্রয়োগের ক্ষেত্রে অত্যন্ত সচেতন ছিলেন লেখক। কেবল শব্দ নয়, শব্দের সঙ্গে জড়িয়ে থাকা ধ্বনি গঠনটিও তাঁর কাছে ছিল সমান গুরুত্বপূর্ণ :

> 'শব্দ পড়া আর মানুষের মুখ থেকে তা শোনায় পার্থক্য অনেক। রকমারি মানুষ আর রকমারি স্বাদ তাদের কথায়। কথার সঙ্গে বিশেষ সুরটা শব্দটাতে যেন আলো জ্বালিয়ে দেয়।'[১৮]

একারণেই তাঁর সাহিত্যে ধোপার কাপড় কাচার আওয়াজ, ফেরিওয়ালার ডাক, নারীর ভাষার বিশেষ ধরন, লোকগানের সুর স্থান করে নিয়েছে। ভাষা ব্যবহারের মাধ্যমেও উদ্দিষ্ট পাঠককে আকৃষ্ট করে রাখার একটি সচেতন কৌশল লক্ষ করা যায় এখানে। তৎসম শব্দের বদলে কথ্য, মুখচলতি শব্দ তথা ধ্বন্যাত্মক শব্দের বহুল ব্যবহার রিপোর্তাজের ভাষাশৈলীকে জীবন্ত করে তুলেছে :

ক) পাহাড়ী নদী সোমেশ্বরী- সর্বদা যেন রেগে টং হয়ে আছে![১৯]
খ) হাওয়া বইছে সাঁই সাঁই।[২০]
গ) শুকনো পাতা জলে ভিজে বাতাসে পাঁক পাঁক গন্ধ।[২১]
ঘ) ধূ ধূ করছে বালি।[২২]
ঙ) একটু ভুল হলে সপাং সপাং চাবুক।[২৩]

আর এমন আটপৌরে, ঘরোয়া শব্দের আধার হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে স্থিতিক্রিয়া বিবর্জিত সরল ছোট ছোট বাক্য:

ক) হিংস্র পার্বত্য নদী অজয়। ছোটনাগপুরের পাহাড়ে তার উৎস।[২৪]
খ) সামনে বাবলা বনের ভেতর দিয়ে ধু ধু করছে নদী। নাম কীর্তিনাশা।[২৫]
গ) কলকাতা থেকে দেড় দু-ঘণ্টা। কাঁচড়াপাড়া থেকে দেড় ক্রোশ।[২৬]
ঘ) হাওয়ায় একটু-আধটু শীতের আমেজ। অথই অন্ধকারে অফুরন্ত রাস্তা।[২৭]

এই ছোট ছোট বাক্যের সাহায্যেই লেখক নির্মাণ করেছেন অপরূপ সব চিত্রকল্প। বাংলার বৈভিন্ন্যময় রূপের একটি কোলাজ নির্মাণ করেছে তাঁর গদ্যভাষা:

ক) দূরে রোদ্দুরে চিক্‌চিক্ করছে জল। কাছে যাও সব মরীচিকার মত মিলিয়ে যাবে।[২৮]

খ) ট্রেনে করে আসতে যেতে দেখা বাংলাদেশ। ছোট বড় ডোবা। আম কাঁঠালের বাগান। খড়ে-ছাওয়া মাটির ঘর। ঘুঁটে লাগানো দেয়াল। ঋতুভেদে আকাশ আর মাঠের রকমারি রূপ। কোথাও গরু চরাচ্ছে রাখাল। কোথাও পাঠশালায় ছেলেরা পড়ছে। টেলিগ্রাফের তারে বসে আছে ল্যাজ-ঝোলা পাখি।[২৯]

গ) কিন্তু বর্ষা নামলে একবার শুধু বাইরে এসে দাঁড়াও। যেখানে ঘাসের চিহ্ন দেখা যাচ্ছিল না, হঠাৎ চোখে পড়বে সেখানে যেন কে সবুজ জাজিম পেতে রেখেছে। জমিতে ধান ডিগডিগ করে বেড়ে ওঠে।[৩০]

লোকভাষার বিভিন্ন উপাদানের সমবায় ঘটেছে এখানে। লোকভাষার অন্যতম অঙ্গ প্রবাদ প্রবচন; বিশেষত বাংলা ভাষার অন্যতম সম্পদ এগুলি। চলতি প্রবাদ প্রবচনের বহুল ব্যবহার লক্ষ করা যায় রিপোর্টাজের গদ্যে। এছাড়া এসেছে ছড়া, ধাঁধা, ব্রতকথার প্রাসঙ্গিক উল্লেখ :

ক) শান্তিপুর ডুবু ডুবু, নদে ভেসে যায়।[৩১]

খ) যেভাবে খোদার ওপর খোদকারি করে চলেছে বিজ্ঞান[৩২]

গ) জ্যৈষ্ঠে শুকা আষাঢ়ে ধারা, শস্যের ভার না সহে ধরা।[৩৩]

ঘ) কোদালে কুড়ুলে মেঘের গা, মধ্যে মধ্যে দিচ্ছে বা। বলগে চাষার বাঁধতে আল, বৃষ্টি হবে আজ না কাল।[৩৪]

কৃষক, শ্রমিক, বাউল, সাঁওতালদের মতো প্রান্তিক মানুষদের লোকগান গদ্যে উদ্ধৃত হয়েছে; গদ্যে ফুটে উঠেছে ভাষার লোকবৃত্তটি।

উপসংহার

সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের রিপোর্টাজ পড়ার অর্থ লেখকের বাংলা ভ্রমণের সঙ্গী হওয়া; কেবল দেখা নয়, সর্বার্থে অনুভব করার অভিজ্ঞতা ঘটে যায় এক্ষেত্রে। স্থানীয় মানুষের সঙ্গে সম্পূর্ণরূপে মিশে গিয়ে তাদেরই একজন হয়ে তাদের কথা শোনার মধ্যে দিয়ে লেখকের অনুভবী মনের খোঁজ পাওয়া যায়। বর্তমানে, একবিংশ শতকের দ্বিতীয় দশকে সাংবাদিকতার জগতে একটি নতুন পরিভাষার উদ্ভব ঘটেছে 'স্লো জার্নালিজম': 'একটি নির্দিষ্ট এলাকায় থেকে সেখানের জনজীবন দেখতে দেখতে ও বুঝতে বুঝতে যাওয়া'[৩৫]। বিশ শতকের চতুর্থ দশকে সুভাষ মুখোপাধ্যায় রপ্ত করেছিলেন এজাতীয় মগ্ন সাংবাদিকতা। মানুষের প্রতি অপরিসীম ভালবাসা না থাকলে এরূপ গদ্য লেখা সম্ভব নয়। লেখকের অভিন্নহৃদয় বন্ধু, কবি শঙ্খ ঘোষের অকপট স্বীকারোক্তিতেও তার অনুরণন শোনা যায়

> 'মনে হতো, ঠিক, এই মানুষটিরই মুখে তো মানায় 'আমার বাংলা'। দেশকে কত আনাচেকানাচে থেকে জানেন ইনি। সারা দিন জুড়ে আমাদের সঙ্গে যেসব ভাবনার কথা তিনি বলেন, বেশির ভাগই হালকা চালে, তার মধ্যে কেবলই মিশে থাকে ভাষা-মানুষ-জীবন-জীবিকা নিয়ে এই বাংলাকে জানবার আর জানাবার এক নিরভিমান আবেগ।'[৩৬]

তথ্যসূত্র

১. শঙ্খ ঘোষ, *সম্পূর্ণ একক এক কবি*, রবিবারোয়ারি, এই সময়, ২৫ ফেব্রুয়ারি ২০১৮, কলকাতা, পৃষ্ঠা ১

২. সুভাষ মুখোপাধ্যায়, *গদ্যসংগ্রহ*, ১ম খণ্ড, সম্পা. সুবীর রায়চৌধুরী ও অন্যান্য, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ২০১৭, পৃষ্ঠা ৫৫৩

৩. অরুণ সোম, *যাই একটু মস্কো থেকে ঘুরে আসি, কিংবা রুশ দেশ ও সুভাষ মুখুজ্জের আশ্চর্য কিস্‌সা*, রবিবারোয়ারি, এই সময়, ৪ মার্চ ২০১৮, কলকাতা, পৃষ্ঠা ৪

৪. বিজয় সিংহ, *রিপোর্টাজের সুভাষ মুখোপাধ্যায়*, সুভাষ মুখোপাধ্যায়: জীবন ও সাহিত্য, সম্পা. সন্দীপ দত্ত, র‍্যাডিক্যাল ইম্প্রেশন, কলকাতা, ২০১২, পৃষ্ঠা ১৭৫

৫. সুভাষ মুখোপাধ্যায়, *গদ্যসংগ্রহ*, ১ম খণ্ড, সম্পা. সুবীর রায়চৌধুরী ও অন্যান্য, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ২০১৭, পৃষ্ঠা ৫৫৩

৬. প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ৭

৭. প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ৮

৮. প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ১০

৯. প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ১২

১০. প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ৬৪

১১. প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ৬৬

১২. প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ৮৯

১৩. প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ১৮৬

১৪. প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ৩০১

১৫. প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ৪৪২

১৬. প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ৪৯৬

১৭. দেবেশ রায়, *তাঁর জীবনই তাঁর উচ্চারণ*, রবিবারোয়ারি, এই সময়, ৪ মার্চ ২০১৮, কলকাতা, পৃষ্ঠা ৪

১৮. জ্যোতিভূষণ চাকী, *শব্দের আঙিনায় দোসর*, *সুভাষ মুখোপাধ্যায় : কথা ও কবিতা*, সম্পা. শঙ্খ ঘোষ ও অন্যান্য, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, বঙ্গাব্দ ১৪২১, পৃষ্ঠা ২৩১

১৯. সুভাষ মুখোপাধ্যায়, *গদ্যসংগ্রহ*, ১ম খণ্ড, সম্পা. সুবীর রায়চৌধুরী ও অন্যান্য, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ২০১৭, পৃষ্ঠা ৮

২০. প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ১৩০

২১. প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ৬৩

২২. প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ২১

২৩. প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ৪৫

২৪. প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ২২

২৫. প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ১৩

২৬. প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ১১৮

২৭. প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ২০৩

২৮. প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ২১

২৯. প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ২৮২

৩০. প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ৩৭২

৩১. প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ৫০০

৩২. প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ৫১৬

৩৩. প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ৩৭১

৩৪. প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ৩৭১

৩৫. অমিতাভ ঘোষ, *সুনীলদা আমাকে বলতেন, তুমি তো ইংরেজিতে বাংলা লেখো!*, উত্তর সম্পাদকীয়, সংবাদ প্রতিদিন, ১৩ জানুয়ারি ২০১৯, কলকাতা, পৃষ্ঠা ৪

৩৬. শঙ্খ ঘোষ, *সামান্য অসামান্য*, প্যাপিরাস, কলকাতা, ২০০৬, পৃষ্ঠা ৫০

BL College Journal
Full PDF
www.blcollege.edu.bd
ISSN 2664-228X (Print)
ISSN 2710-3684 (Online)
Volume -IV, Issue-II, December 2022
Pp. 43-52

বাংলা কবিতায় গৃহ : একটি দ্বিমুখী উপস্থাপন

সুদক্ষিণা বসু

সুদক্ষিণা বসু
সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ
সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজ (স্বশাসিত)
কলকাতা, ভারত
e-mail: sudakshina.ju@gmail.com

সারসংক্ষেপ

সভ্যতার প্রাথমিক পর্ব থেকেই মানুষ যখন ঘর বেঁধেছে আর তাকে কেন্দ্র করে সম্পর্কের ভিত্তিতে তৈরি করেছে সংসার নামের এক বিমূর্ত ধারণা, তখন থেকেই গৃহ ও সংসারের কেন্দ্রে স্থাপন করা হয়েছে নারীকে। সেই গৃহকেন্দ্রিক ভূমিকাকে মহিমান্বিত করেছে সাহিত্য, সমাজ ও সংস্কৃতি। আর পুরুষের হাতে রচিত সাহিত্যে গৃহ ও গৃহলক্ষ্মী, প্রায়ই এক হয়ে গেছেন আশ্রয়বোধের ধারণায়। একজন মেয়ে ঘরসংসার সামলাবেন, পুরুষ সদস্যকে আশ্রয় দেবেন এটি বাঙালি জীবনে এতই অবশ্যম্ভাবী হয়ে গেছে যে লিঙ্গসাম্যের যুগেও নারীর গৃহকেন্দ্রিক অবস্থানের বাধ্যতা এবং সেই ভূমিকার মহিমাকীর্তনে যে একটি ফাঁকি আছে, সেটা চট করে চোখে পড়ে না। বাংলা গীতিকবিতার ধারায় একদম সূচনা থেকেই পুরুষ বাচনে এমনই একটি গৃহের ছবি দেখতে পেলেও স্বাধীনতা পরবর্তী পশ্চিমবঙ্গে রচিত বাংলা কবিতার ধারায় নারীর অস্বস্তি এবং জেহাদ ধরা পড়েছে নানাভাবে। কবিতা সিংহ থেকে চন্দ্রাণী বন্দ্যোপাধ্যায়ের কবিতায় গৃহের এক প্রবল আকাঙ্ক্ষা থাকা সত্ত্বেও নিরাশ্রয়ের আর্তি ধরা পড়ে নানাভাবে।

মূলশব্দ

গৃহ, নারী, স্বাধীনতা পরবর্তী বাংলা কবিতা, নারীর কবিতা, লিঙ্গসাম্য

গবেষণার উদ্দেশ্য

এই প্রবন্ধে আমরা দেখাতে চাইব বাংলা আত্মগত কবিতার ধারায় গৃহ নামক ধারণাটি কীভাবে এর দুই আবাসিকের চোখে ভিন্ন রকম অনুভূতিতে ধরা দেয়। পুরুষ-বাচনে গৃহ এক আশ্রয়ের আধার, যেখানে সেবা ও শুশ্রূষা নিয়ে থাকে নারী, গৃহস্থাপনের মূল ভিত্তি সে নারী হলেও সে মূলত সার্ভিস প্রোভাইডার। রবীন্দ্রনাথ থেকে জীবনানন্দ দাশ হয়ে স্বাধীনতা পরবর্তী পশ্চিমবঙ্গে রচিত বাংলা কবিতার ধারায় আমরা তারই অনুবর্তন দেখেছি। আমাদের মূল অভিনিবেশ এই নারী-বাড়ি প্রকল্পের প্রতি নারীর প্রতিক্রিয়া বিশ্লেষণে। তাই পাঁচের দশকের কবিতা সিংহ থেকে শুরু করে আট ও নয়ের দশক পর্যন্ত মেয়েরা তাঁদের কবিতায় কীভাবে উপস্থাপন

করছেন এই গৃহ প্রসঙ্গ- সে বিষয়টিই আমরা খুঁজে দেখতে চাইব।

গবেষণা পদ্ধতি

বর্ণনামূলক পদ্ধতিতে আলোচিত এই প্রবন্ধে পশ্চিমবঙ্গ বাংলা অকাদেমির বানান বিধি অনুসৃত হয়েছে। প্রাথমিক সূত্র হিসাবে ব্যবহৃত হয়েছে কবিতার পঙক্তি।

ভূমিকা

মানুষ মানুষের কাছে আশ্রয় পাবে-এর মধ্যে আপত্তির কী? না, সত্যিই আপত্তির কিছু নেই, না আশ্রয় প্রার্থনার না আশ্রয় দানের। কিন্তু নারীকে গৃহলক্ষ্মী বানানোয় যে একটি ফাঁদ পাতা থাকে, সেটিই আমাদের অস্বস্তির কারণ। আমরা যখন কোনো ব্যক্তির আশ্রয়দাত্রী রূপটির মহিমা প্রতিষ্ঠা করি তখন সেই আলোকছটায় তার অন্য অস্তিত্বকে অস্বীকার করা হয়। তখন তাকে কেবলই আমার প্রয়োজনের নিরিখে দেখি-তাকে বিষয়ীকৃত করি বা Objectify করে দেখি। ফলে আশ্রয়দাত্রী তখন শুধুই বুকভরা স্নেহ ও প্রেম নিয়ে আমারই জন্য অস্তিত্ববান, তার অন্যতর আর কোনো চাহিদা, খিদে, ঘুম, স্বপ্ন, জিঘাংসা নেই। তাকে যে মা, কন্যা, প্রিয়া বা স্ত্রী প্রকল্পে দেখা হচ্ছে সেই প্রকল্পবিরোধী সমস্ত অনুভূতিকেই অস্বীকার করা হয়। আমাদের আপত্তি আশ্রয়দাত্রী নারীর খোপে নারীর পূর্ণরূপকে অস্বীকার করায়। কারণ, তা শুধু যিনি দেখছেন তাঁর চোখেই নয়, ওই মহিমান্বিত করে তোলা মেয়েটির চোখেও তার সত্যস্বরূপকে মুছে দেওয়া হয়। সেও তখন বিশ্বাস করে সেই মহান ধাপ্পায় - 'সংসার সুখের হয় রমণীর গুণে' অথবা 'কুপুত্র যদি বা হয়, কুমাতা কখনো নয়'।

বিশ্লেষণ

সাহিত্যে, পুরুষ বাচনে–

এ নির্মাণ তো এক সামাজিক প্রক্রিয়া। বাংলা কবিতায় আমরা একটু তার চরিত্রটিকে বোঝার চেষ্টা করি বরং। তবে আগে থাকতে নিজপক্ষে একটা, যদিও অকিঞ্চিৎকর, তবুও সাফাই গেয়ে রাখা দরকার। আমরা এটা বিশ্বাস করি না যে, নারী এবং পুরুষ দুটি বিপরীত যুগ্মক বা বাইনারি অপোজিট, যাদের অবস্থান কেবল বৈপরীত্যে। আর দ্বিতীয়ত, পুরুষ এবং নারী শব্দদুটি দুটি সামাজিক নির্মাণকে বোঝাচ্ছে, শরীরচিহ্নে নারী ও পুরুষকে নয়।

'ওগগরা ভত্তা/ রম্ভআ পত্তা/ গাইক ঘিত্তা/ দুগ্ধ সজুত্তা...' এইভাবে পাতা পেড়ে সাজানো সুখাদ্যের একপ্রান্তে আছেন পরিবেশক স্ত্রী, অন্যপ্রান্তে উপভোক্তা পুণ্যবান স্বামী। আমরা 'প্রাকৃত পৈঙ্গল' এর 'পুণ্যবান'কে পেয়েছি। মধ্যযুগের দেবী অন্নদা বিরুদ্ধাচারী ব্যাসকেও স্বহস্তে পরিবেশন করে খাইয়েছেন। বাংলা কাব্যের আত্মগত ধারাটির সূত্রপাত যে কবির হাতে সে বিহারীলাল চক্রবর্তীকেও দেখি কাব্যলক্ষ্মীকেই গৃহলক্ষ্মীরূপে বন্দনা করতে। পুরুষ 'করম ভূমিতে' খেটে মরে তারপর বাড়ি এলে স্ত্রী সামনে এনে রাখে ফল-জল, স্নেহপূর্ণ নয়নের আশ্রয়। এমনকী সন্তান, পরিবারের বৃদ্ধদেরও সে শুশ্রূষাকারিণী। রোগে সে বৈদ্যবিশেষ।

"রোগীর আগার, বিষাদে আঁধার,
বিকার বিহ্বল রোগীর কাছে
পাখাখানি হাতে করি অনিবার,
দয়াময়ী দেবী বসিয়ে আছে।"[১]

বাংলা গীতিকবিতার প্রথম পর্যায়ে যে পরিবারকেন্দ্রিক বা গৃহকেন্দ্রিক কবিতার ধারা, সেখানেও দেবেন্দ্রনাথ সেনকে দেখেছি গৃহলক্ষ্মীর বন্দনা করতে। রবীন্দ্রনাথ তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ গানে তাকেই উদ্দেশ করে বলেন– "বিরল তোমার ভবনখানি পুষ্পকাননমাঝে/ হে কল্যাণী নিত্য আছ আপন গৃহকাজে"। তার 'শীতবসন্ত', 'জরা যৌবন' নেই, সর্ব ঋতু ও কালভেদে তার সিংহাসন অচলপ্রতিষ্ঠা। "নিবে নাকো প্রদীপ তব/ পুষ্প তোমার নিত্য নব/ অচলা শ্রী তোমায় ঘেরি/ চির বিরাজ করে"[২] ।

এই প্রায় জ্যোতির্ময়ী অচলাশ্রী কল্যাণীর উপযুক্ত ক্ষেত্র কাঁকননাড়া, শিশুকলরব মুখরিত 'গৃহকাজ'। অতিদ্রুত সময় একটু পেরিয়ে এই বীজবপন কি বৃক্ষশোভা ধরল যদি দেখি, তাহলে পাবো রবীন্দ্রযুগাবসানকারী বিংশশতকের প্রথমার্ধের কবি জীবনানন্দ দাশকে।

কল্যাণী নারী তার 'প্রীতি'ধর্মে 'পান্থজন'কে 'গৃহের পানে' টেনে আনে। জীবনানন্দের কবিতায় তেমনি এক ইতিহাসের পাতায় পাতায় ভ্রাম্যমান ক্লান্ত এক নাবিককে দেখি যে বনলতা সেনের চোখ দুটিতে আশ্রয় পায়। দু'দণ্ড শান্তি দেওয়া নাটোরের সেই বনলতা সেনের চোখের উপমানটি বাংলা সাহিত্যে কিংবদন্তি হয়ে গেছে। 'পাখির নীড়ের মতো চোখ তুলে নাটোরের বনলতা সেন'।[৩] পাখির নীড়, ক্ষুদ্র হলেও তা গৃহ, আশ্রয়। নারীর চোখ, ভ্রামক কবির কাছে তা গৃহের বিকল্প হয়ে উঠেছে। একবার কি খুঁজে দেখব এই নীড়ধারণ করে কবিকে আশ্রয় দেওয়া ছাড়া বনলতার অন্য কোনো পরিচয় পাচ্ছি কিনা-নাকি সবিতা, সুরঞ্জনা, সুদর্শনা, শ্যামলী এরা পুরুষের রক্তে জিগীষাজাগানো এবং জিগীষাক্লান্ত পুরুষকে আশ্রয় দেওয়া ছাড়া অন্য আর কোনো পরিচয় ধারণ করছে?

নারীকেই ঘর বানিয়ে তোলার আর এক উদাহরণ পাব বিংশ শতকের পাঁচ দশকের কবি প্রণবেন্দু দাশগুপ্তের কবিতায়। 'বাড়ির বিষয়ে/ আমি খুব কম জানি'– এমন স্বীকারোক্তির পরেও, যিনি তাঁর কবিতায় ক্রমাগত আশ্রয়সন্ধান করে গেছেন। 'বাড়ির বিষয়ে' নামক ওই একই কবিতায় কোনো এক বিশেষ 'তুমি'কে সম্বোধন করে কবিতার 'আমি' বলছেন–

"তুমি যদি নবজায়মান
গৃহপ্রবেশের মতো পত্রালি সাজাও
তুমি যদি সন্নত আঁখির
কোন দোর মেলে ধর
তাহলে, আবার হয়ত থেকে যেতে পারি।"

অথবা বলছেন–

'আমার নিজের কোনো বাড়ি নেই, /এক যদি তোমার ভেতর গিয়ে/ ঘর নিতে পারি'।[৪]

বিশেষ শারীরিক বৈশিষ্ট্যের কারণেই হোক অথবা সংস্কৃতির উত্তরাধিকারসূত্রেই হোক, নারী এখানে স্বয়ং গৃহ। তার ভেতর ঢুকে পড়লেই আশ্রয়, নিরাপত্তা। তার সন্নত চোখের দরজা খুলে দেবার অপেক্ষামাত্র। 'বাড়ি' আর 'নারী'র একীকরণের আর দুটিমাত্র উদাহরণ দিয়ে আমরা প্রসঙ্গান্তরে যাব।

বাংলাদেশের অন্যতম আলোচিত কবি নির্মলেন্দু গুণ। তাঁর বহুখ্যাত কবিতা 'তোমার চোখ এতো লাল কেন'। 'বাইরে থেকে দরজা খুলতে খুলতে ক্লান্ত' কবিতার 'আমি' চান শুধু একজন কেউ থাকুক ঘরের ভিতরে, যে ভেতর থেকে দরজা খুলে দেবে। দরজা খুলে দেবার জন্য ঘরের ভিতরে থাকা এই নারীকে তিনি অনেকরকম গৃহকর্ম, যেমন, হাতপাখা দিয়ে বাতাস করা, এঁটোবাসন, গেঞ্জি ও রুমাল ধুয়ে নেওয়া ইত্যাদি থেকে এমনকী ভালোবাসার কর্তব্য থেকেও অব্যাহতি দিয়েছেন। তাঁর শুধু যাচঞা - খাবার সময় থালার পাশে বসে তার কবিকে নুন, জল বা পাটশাকভাজার সঙ্গে 'তেলে ভাজা শুকনো মরিচ' লাগবে কিনা জিজ্ঞাসা করা। ভেতর থেকে দরজা খুলে দেবার জন্য ঘরের ভিতরে কবির ফেরার প্রতীক্ষা করা। আর তাঁর চোখ এত লাল কেন– সহানুভূতিসূচক সেই প্রশ্নটি জিজ্ঞাসা করা।

সত্তরের অন্যতম কবি মৃদুল দাশগুপ্তের একটি পরিচিত কবিতা 'বিবাহপ্রস্তাব'।

> "বাড়িটি থাকবে নদীর কিনারে, চৌকো,
> থাকবে শ্যাওলা রাঙানো একটি নৌকো
> ফিরে এসে খুব আলতো ডাকব, বউ কই
> ...রাজি?"[৫]

এখানেও বাইরে থেকে ফিরে আসবেন কবিতার 'আমি' তার মৃদুমধুর ডাকে সাড়া দেওয়ার জন্য চৌকো বাড়িতে নারীকে অপেক্ষমান থাকতে হবে। এই প্রস্তাবে সম্মতির পরিণতি বিবাহ, গৃহ, পুরুষ কবিতার আমির 'বউ' এর কাছে আশ্রয়প্রাপ্তি।

গৃহের সঙ্গে শুধু 'বউ' বা প্রেমিকার মূর্তিরই যে একীকরণ ঘটেছে– তা নয়। গৃহের অন্যতম আশ্রয় 'মা'ও। তাকে একবার দেখে নিই ঝাঁকিদর্শনের মতো।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'দুইবিঘা জমি' কবিতার 'উপেন'কে মনে আছে? সমস্ত তীর্থদর্শনেও অতৃপ্ত সে যখন তার স্বত্ব ত্যাগ করা দুই বিঘা জমির কাছে ফিরে আসে, ফিরে আসে জন্মভূমির কাছে, সে দেখে, "বুকভরা মধু বঙ্গের বধূ জল লয়ে যায় ঘরে/ মা বলিতে প্রাণ করে আনচান, চোখে আসে জল ভরে।"[৬]

বঙ্গের বধূ মানেই সে স্নেহ প্রেম আশ্রয়ের আকর। তার একমাত্র পরিচয় ওই আশ্রয়দাত্রীরূপেই। ১৯৯৩ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত 'বঙ্কিমচন্দ্রের হাতে বঙ্গইতিহাস' গ্রন্থে গীতা চট্টোপাধ্যায় এই বুকভরা মধুর একান্ত পরিচয়ে বঙ্গবঁধুকে দেখার পূর্ণচ্ছেদ ঘটিয়েছিলেন। 'লেডিজ ট্রামের সকাল-বিকাল' কবিতায় দেহবিক্রি করা মেয়েদের শরীর বিক্রি, চালউলি মেয়েদের চুলোচুলি-র দৃশ্যে ইঙ্গিত করে বলেছিলেন–

"এসব বিখ্যাত দৃশ্য দেখার পরেও ছিল কলকাতার আরো এক দেখা
গরুবেচা গঞ্জহাট ইস্টিশানে ক্ষুধাবন্দী উদ্বাস্তু মেয়ের স্বাস্থ্যফিরি ।
চালউলির দ্বন্দ্বদৃশ্যে এ-বাঙলার বধূদের 'বুকে মধু' ইত্যাদি বিরতি।"[৭]

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপন্যাস ও অজস্র ছোট গল্প জুড়ে কীভাবে এই আশ্রয়দাত্রী মহিলা এবং অনেক ক্ষেত্রে তাকে না জানিয়ে চলে যাওয়া স্নেহের ভিখারি পুরুষটির উদাহরণ আছে[৮], সে আলোচনা পৃথক প্রবন্ধের বিষয়।

এই ছিল পুরুষের বাচনে নির্মিত গৃহের বিকল্প নারীর আশ্রয়দাত্রী, স্নেহের আকর রূপটির নির্মাণের অতি সংক্ষিপ্ত উদাহরণ। একটির প্রত্যুত্তর নারীর তরফ থেকে আমরা পেয়েছি। পূর্বোক্ত, গীতা চট্টোপাধ্যায়ের কবিতায়। এবার আমরা দেখব, গৃহের সঙ্গে নারীর এই অভেদায়নকে নারী কিভাবে দেখেছে। ঘর আলো করে, গৃহলক্ষী সেজে, হাতের কাঁকনের খোঁচা, মুকুটের ভার আর সিঁদুরের কুটকুট কেমন করে সে সহ্য করেছে, মন দেব সে উপাখ্যান সন্ধানে।

ও হ্যাঁ, একজন পুরুষ কবি কিন্তু নারীকে এই মধুময় অস্তিত্বের বাইরে এক বালতি জলের জন্য কলহমুখর হতে দেখেছিলেন। ইঞ্জিনিয়ার হয়ে সাইকেল ঠেলতে ঠেলতে তাঁর চোখে পড়েছিল–

"...আর বাঙলার বধূ– তাদের দেখলাম জেলাবোর্ডের দেওয়া ইঁদারার পাশে জমায়েত হতে। গ্রীষ্মের দারুণ দুপুরে উন্মুক্ত প্রান্তরে ঠায় দাঁড়িয়ে থাকতে। আর এই নদীমাতৃক বাংলার বধূদের দেখলাম এক কলসি জলের জন্য পরস্পর বাক্য-গরল বর্ষণ করতে। উপায় নেই তাদের। হয়তো স্বামীপুত্র ম্যালেরিয়ায় ধুঁকছে, উনুনে বার্লি ফুটে যাচ্ছে।"[৯]

কবি যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের কথা মেয়েদের পক্ষ থেকে উল্লেখ না করলে পাপ হবে যে!

চাঁদের ওপিঠে, মেয়েদের বাচনে

গৃহলক্ষীর এই খোপে মেয়েরা কীভাবে থাকছেন বা গৃহ-নারী সমীকরণের কোনো প্রত্যুত্তর নারীর কবিতায় তৈরি হচ্ছে কিনা এবার আমরা সে বিষয়টি খুঁজে দেখার চেষ্টা করব।

নারীর স্বরায়ণ যাঁর কবিতায় সুস্পষ্ট, সেই কবিতা সিংহকে আমরা দেখেছি সমাজচিহ্নিত ভূমিকার বিরুদ্ধতা করেই নারীর রূপ নির্মাণ করতে। নারীর ঋতুমতী হওয়াকে, বলিরেখা ও চুলের সাদা হওয়াকে তিনি দেখেছেন তার শক্তি হিসাবে। সংসার ও গৃহস্থালি হয়েছে সেই ক্লান্ত কুলুপ যেখানে মাথা রেখে নারী রিফু করেছে সংসার ও সম্পর্ককে। সে বোঝেনি, দুঃখ তাকে এই গণ্ডী থেকে বহুদূরে নিয়ে গিয়ে ফেলবে। 'শেষ দুয়ারের নাম দুঃখ', 'চরিত্রের হীরা', 'ইচ্ছাময়ীর ইচ্ছা হলে' ইত্যাদি কবিতার পাশাপাশি রাখব 'না' কবিতাটিকে। শিল্পে অনুপ্রেরণা হিসাবে নারী ব্যবহৃত হয়ে আসছে অনেকদিন থেকেই। সেই ব্যবহৃত হতে দেওয়ার বিরুদ্ধেই ওই 'না' এর উচ্চারণ।[১০] নারীদেহ সম্ভোগে তৃপ্ত সঙ্গী জানতে পারে না তার দাম্পত্য সঙ্গী বা যৌনসঙ্গীর 'লোনাজল ঝাপসা করে চুপিসাড়ে চোখের ঝিনুক'। 'প্রতিমার মতো' সেই 'নীল মুখ'– অদেখাই থাকে। যে নারীর শরীর ভুক্ত হয়, তা 'কবন্ধদেহ' কারণ, মস্তিষ্কের অস্তিত্ব বাদ দিয়ে পুরুষ উপভোক্তার কাছে নারীর শরীর শুধুই বস্তু। যৌনবস্তু।

সেক্স্যুয়াল অবজেক্ট। মনে পড়ে যাবে না কি সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের 'অসুখের ছড়া', 'মেয়েদের জন্যে ভুল ছন্দে' ইত্যাদি কবিতা?[১১] যেখানে অসুস্থতায় নারীকেই মুখ লুকিয়ে ঘুমোনো আশ্রয় জেনেও কবি মনে করেন– "একলা ঘরে শুয়ে রইলে কারুর মুখ মনে পড়েনা/...চিঠি লিখব কোথায়, কোন মুণ্ডহীন নারীর কাছে?"[১২] বা যে রণজিৎ দাশ লিখতে পারেন– "অসুস্থ সঙ্গিনী ফ্রাসোঁয়া জিলো-র গালে জ্বলন্ত সিগারেটের ছ্যাঁকা দেওয়ার অপরাধে পিকাসো-র সব ছবি আমি পেট্রোল ঢেলে পুড়িয়ে দিতে পারি।"[১৩] তিনিই একদা লিখেছিলেন- "রবীন্দ্রসঙ্গীতে ছাড়া আর কোনখানে আছ/ প্রেমের প্রকৃত মুঠি,/ চোখ ও চুম্বন?/ মেয়েমানুষের কাছে? মূর্খ সন্তানের ভার তাদের বইতে হয়, ইহজন্মে তারা/ পুরুষের রৌদ্রছায়া ছুঁতেই পারে না।"[১৪]

সেই মেয়েমানুষের কাটামুণ্ডে এক 'বাসন্তী অসুখ' এর উপস্থিতির কথা বলছেন কবিতা সিংহ। পুরোনো কাঁথার রিফুকাজের মতো ছোটোখাটো গৃহস্থ বঞ্চনা সামলে নিজের চোখের জলকে অবিশ্বাস করে সংসার ধরে রেখেছিল 'শেষ দুয়ারের নাম দুঃখ' কবিতার 'তুমি'।[১৫] দুঃখ তাকে তুষারঝড়ের মতো উড়িয়ে নিয়ে গেছিল সংসার ক্ষেত্র থেকে।

সত্তরের দশক থেকে নারীরচিত কবিতায় গৃহভাবনা একটি পৃথক আলোচনার দাবি করে। গৃহকে কেন্দ্র করে তৃপ্তির কথা বলেছেন অনেক মেয়েই। কিন্তু আমাদের অভিনিবেশ গৃহলক্ষীর খাঁচায় চাপা পড়ে থাকা সেই অসুখী মুখগুলির উদঘাটনে। গোষ্পদ সমান দুএকটি উদাহরণই তাই সীমিত পরিসরে আলোচনা করব।

চৈতালী চট্টোপাধ্যায়ের প্রথম কবিতার বইএর নাম *বিজ্ঞাপনের মেয়ে*। প্রকাশকাল ১৯৮৮। আটের দশকে বিজ্ঞাপন ও বিপণনের দুনিয়ায় মডেল হিসেবে যৌন আবেদনসম্পন্ন মেয়েদের উত্থান ঘটেছে। তেমনই হোর্ডিং-শোভিত নিওন-আলো-জ্বলা এক মেয়েকে উৎসর্গ করে বলা *বিজ্ঞাপনের মেয়ে*-র কবিতাগুলি। সেখানে কবি জানান 'ঘরদুয়ারের আড়ালে যে-গল্প একদিন প্রকট হয়ে উঠতে পারতো, তা-ই ফুটে আছে তোমার দিনযাপনে'।[১৬] এই পর্বেই *দেবীপক্ষে লেখা কবিতা* গ্রন্থের 'ঘর'[১৭] কবিতায় দেখি, কপাট খুলে ভিতরে তাকালে, সে দৃশ্যের তাতে চোখ পুড়ে যাওয়ার কথা। একবিংশ শতকে লেখা চৈতালীর কবিতা 'মানবী জার্নাল'। কর্মরত এক মেয়ের বাড়ি ও অফিসে কাটানো সময়গুলি নিয়ে লেখা এ কবিতায় আমরা দেখি, সকাল ছটা বেজে দশ-এ ছেলেকে স্কুলের বাসে তুলে দেওয়া, আটটা পঁচিশে চা এনে স্বামীকে ঘুম ভাঙিয়ে তার লাঞ্চবক্স সাজিয়ে দিয়ে অফিসে পৌঁছানো, অফিসে বসের পায়ে পা ঘষা টিফিন, সন্ধ্যেবেলা পা ব্যথা নিয়ে ফিরতি পথে বাজার এবং নটা বেজে ছয়'এ রাতের খাবারে আমন্ত্রিত স্বামীর বন্ধুকে সঙ্গদান ও রান্না। পৌনে বারোটায় যখন এই সংসার তাকে ছুটি দেয় তখন তার আর কিছু ভাবার অবকাশ থাকে না।

কবিতাটি সম্পূর্ণই উদ্ধৃত করলাম–

" ছটা বেজে দশ।
ও পাশ ফিরল। টিফিন ভরছি, কুইক! কুইক!
বাস এসে গেছে, ছুটতে-ছুটতে, আমিও ছুঁচ্ছি
ছেলের বয়স...

আটটা পঁচিশ।
চার সঙ্গে রোদ এনে ঘরে ওকে জাগিয়েছি। খিদে-খিদে ভাব,
মরুকগে, ওর মিনি লাঞ্চবক্স সাজিয়ে দেব, তো,
আজও ট্রেন মিস...

এগারোটা ষোলো
'ডোন্ট ডিস্টার্ব' বাইরে ঝোলানো। কথা-বলা
শেষ। বস কি চাইছে? অ্যাজ ইউজুয়াল
পায়ে পা ঘষলো...

দুটো দুই। তাই
মিতালী ও আমি। পাতা ওড়াউড়ি। শূন্য তাকাই।
ওটা কোন গাছ, শিমূল? পলাশ? বেট ধরি যদি,
চাইনিজ খাই...

সাতটা তিরিশ।
ঢের কাজ ফিরে। ওর বন্ধুকে ডেকেছে ডিনারে।
আমার জন্য ব্যথা-পা, এবং, রেল বাজারের ঘুমন্ত আলোয়
আষাঢ়ে ইলিশ...

নটা বেজে ছয়।
ও ফেরেনি। তবে, ফিরবে। ক্লান্তি। টেবিল তৈরি।
বিলোল চক্ষে বন্ধুটিকেও গল্প দিচ্ছি। সর্ষের ঝাঁঝ
সারা ঘরময়...

পৌনে বারোটা।
নিজেকে ভাবব? মানে, ওর গায়ে হাত পড়লেও
আলো জ্বললো না, সেই কথা? না কি, বালিশে প্রথম
রক্তের ফোঁটা..." [১৮]

বিংশ শতকের আশির দশক থেকে নারীর কবিতায় ডাইনি, প্রেতিনী, জিনপরি, জলমানুষী, বিজ্ঞাপনের মেয়ে এমনতর চরিত্রের ভিড় আমাদের বুঝিয়ে দেয় ঘরের সম্পর্ককে নারী চ্যালেঞ্জ জানাতে চাইছে। চৈতালির কবিতায় 'আমি' যখনই 'বাড়ি ফিরব' বলে, তখনই প্রেতিনী তাকে ডেকে নেয় লেকের জলে। 'জলমানুষীর ঘর' কবিতায় সংযুক্তা বন্দ্যোপাধ্যায় জানান 'আমাদের রান্নাঘরে অনিচ্ছা জন্মায়'। সংযুক্তা তাঁর প্রথম পর্বের কবিতার বই *অবিদ্যা* (১৯৮৫) তে এক গৃহ কর্মরত নারীর কথা বলছেন যে নতুন ও পুরোনো মশারি ভাঁজ করে রাখতে রাখতে, রান্নাঘর সামলাতে সামলাতে, সোয়েটার বুনতে বুনতে ক্লান্ত। শীতে সে নিজেকেও সোয়েটারের

সুরক্ষা দিতে পারে না। স্ত্রী ভূমিকায় সে তিন ডাইনির খপ্পর থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে রাখতে দক্ষিণের জানলা, কখনো কখনো নিঃশ্বাসও বন্ধ করে রাখে। এত আপসের পর তার মনে হয়–

"যথেষ্টের একটু বেশি গেরস্থালি এতেও না-পাই যদি
এর চেয়ে আরো বড় উজ্জ্বল মুখোশ কিনতে
এবার তবে কি আমি পুরুলিয়া যাব?" [১৯]

এই ঘর মেয়েটির কাছে তখনই আশ্রয়ের আরাম ও নিরাপত্তার বোধ নিয়ে আসবে যখন হয় ঘরের পুরুষ সদস্যটি কর্মসূত্রে বাইরে, অথবা লেডিস বাস বা লেডিস ট্রেনের কামরায় মেয়েটি সওয়ার। 'এবারের নারীজন্মে' কবিতার পঙক্তি–

'নারীজন্মের এই দুপুর বারোটা/ ডালের সম্বরগন্ধ আর নিরাপত্তা নিয়ে/ ঢুকে পড়ছে মস্তিষ্কের কোটরে কোটরে।' 'লেডিস বাস' কবিতাটি স্মরণীয়। [২০]

গীতা চট্টোপাধ্যায় নারীকে গণ্ডিতে বাঁধার প্রতিবাদ করেছেন কবিতায়। বলেছেন–

'আর তুই পুতুল খেলবি?'
কপালে দিলেন লাল দাগা
'আর তুই চৌকাঠ ছাড়াবি?'
হাতে দেন রাঙ্গারুলি শাঁখা
'ঘাটে গিয়ে দেরি হবে তোর
দুপায়ে আলতার শক্ত ডোর।'[২১]

গৃহ, আসলে নারীকে পুরুষের উত্তরাধিকারীর উৎস হিসাবে দেখে এবং তা তার যৌনতা তথা জীবনকে নিয়ন্ত্রণ করার কল– একথা সর্বজনবিদিত। কিন্তু গীতা বা চৈতালীর কবিতায় সেই সত্যদর্শনের পরেও থাকে একটা পরিণতি। উপরিউদ্ধৃত কবিতার শেষ পরিণতি পঙক্তি– 'বেদনা আরম্ভ তারপরে/ অন্ধকার শিল্পের ভিতরে', বা 'শ্রেষ্ঠ কবিতা'র প্রবেশক পঙক্তি হিসাবে সংযুক্তা বন্দ্যোপাধ্যায় যখন লেখেন– 'ঐ দেখা যায় বাড়ি আমার'– তখন বুঝতে পারি কবিতা তথা শিল্পই তাঁদের কাছে গৃহের বিকল্প হয়ে উঠছে।[২২]

চন্দ্রাণী বন্দ্যোপাধ্যায় এবং অঞ্জলি দাশের কবিতাতেও এই গৃহের সীমায় অপূরিতসাধ নারীদের দেখতে পাই। সংসার প্রথমোক্ত কবির কাছে 'প্রেতিনীর সংসার'। যে সংসারের প্রথাই এই যে– 'সকলই বাহিরে আর তালাবন্ধ নিজে।'[২৩] কেন এমনটা হল, এ তাঁর কথাতেই জানতে পারি, যখন, এই সংসারযাত্রার প্রকার কী, তা নিয়ে কবি জিজ্ঞাসিত হন। তাঁর উত্তর ছিল– "শ্বশুরবাড়ির অত্যাচারে মাঝে মাঝেই ছোট ছেলেটিকে নিয়ে আমাকে বাড়ি ছেড়ে চলে যেতে হত, নিশ্চিত কোনো আশ্রয় ছিল না। এমনই একটি দিনে আশালতার সঙ্গে পরিচয় হল, ওর স্বামী ওকে ছেড়ে চলে গিয়েছে, আশালতা বিড়ি বেঁধে সংসার চালায়, ওর পশ্চিম ঢাকুরিয়ার বাড়িতে একরাত আশ্রয় নিয়েছিলাম আমি। গাছ ঝুঁকে পড়েছে, জয়ন্তী গাছ, ঝুরি ঝুরি পাতা, উনুন জ্বেলে রান্না হল, খাওয়া হল। আশালতার বাড়িতে থাকতে কিছু লিখতে পারিনি, বাড়ি ফিরে লিখলাম 'প্রেতিনীর সংসার'।" [২৪]

'অন্য মানুষী' কবিতায় পাই–

"কড়াই ভিতরে তার কী যে আছে দুঃখ কষ্ট ঘৃণা আয়োজন
সম্বরা যখনই দিই তবু আলুনি গেল না এই মনোকষ্টে
নিষিক্ত পাত্রের পাশে লবণের দানি বসে থাকে।"[২৫]

অঞ্জলি দাশের কবিতায় গৃহ ও গৃহকেন্দ্রিক নারীর মিথকে মেনে নিতে গিয়ে কবিতার 'আমি' বলে–

'যেখানে সম্পর্কের গিঁটগুলো ধরা থাকে, সেখানে রোজ মাথা ঠেকিয়ে ভাবি– এই-ই পূর্ণলাবণ্যের জীবন'[২৬] গৃহকে প্রণম্য ভাবতে শেখা মেয়েটি আবিষ্কার করে 'টুপিতে পালকের বদলে টুকরো কাচ গুঁজতে ভালোবাসেন আমাদের স্বামীরা।'[২৭] ফলে যে শয্যা আশ্রয়ের সেখানে দেখি 'গুঁড়ো কাচে ভরে যায় আমাদের... কার্ল অন ম্যাট্রেস' ।[২৮] বিস্ময়ের কথা এই যে, ক্ষুধায় যে কবিতার আমি-কে অন্ন এনে দেয়, সে-ও তার পুরুষসঙ্গীটি নয়, জিনপরিরা। যে জিনপরি কবির স্বজাতি, আত্মপরিচয়ও।

উপসংহার

আগেই স্বীকার করেছিলাম, নারীর কবিতায় গৃহ এক স্বতন্ত্র ও পূর্ণাঙ্গ গবেষণার বিষয়। সংক্ষিপ্ত পরিসরে অতিনির্বাচিত উদাহরণ দিয়ে এই আলোচনায় অতৃপ্তিও থেকে গেল অনেক। দেখানো হলো না গৃহের ধারণায় নারীর অন্যান্য আপস, কখনো তার তৃপ্তি, আশ্রয়বোধের অন্যান্য মাত্রাগুলি।

নারীবাদী আন্দোলনের প্রথম তরঙ্গে নারীকে বহির্জগতে সাম্যের অধিকার দেওয়ার কথা উঠেছিল। এই কর্মক্ষেত্রে এবং বাইরের পৃথিবীতে তাকে আমরা প্রতিষ্ঠিত হতে দেখেছি কিন্তু পরিবারকেন্দ্রিক সমাজ ব্যবস্থার কেন্দ্র যে গৃহ– সেখানে শ্রমের কোনো সমবন্টন হয়নি এবং বিংশ শতকের শেষ দশকেও গৃহকেন্দ্রিক মিথ এবং অনুশাসন, গৃহকর্মের পাশাপাশি বইতে হয়েছে নারীকে। ফলে ঘরের দিকে আবার নতুন করে তাকাবার প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। পুরুষ, এখন সামাজিক অভিজ্ঞতায় অনেক বেশি 'গৃহকর্মনিপুণ', গৃহকেন্দ্রিক অনুশাসন মানা সতীলক্ষ্মীর ইমেজও আস্তে আস্তে ফিকে হচ্ছে। আর আমরা অধীর আগ্রহে তাকিয়ে আছি একুশ শতকে গৃহকেন্দ্রিক নারী-পুরুষ নতুন সমীকরণে। সে কাব্যালোচনার অবকাশ স্বতন্ত্র পরিসরে হবে নিশ্চয়ই।

তথ্যনির্দেশ

১. বিহারীলাল চক্রবর্তী, '২৫', *বঙ্গসুন্দরী*, কলকাতা, যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যারত্ন কর্তৃক মুদ্রিত, ১২৮৬. https://archive.org দেখেছি-১০.৪.২৩

২. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'কল্যাণী', *ক্ষণিকা* , কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, জুলাই ১৯৮০, পৃষ্ঠা- ৯৫০

৩. জীবনানন্দ দাশ, 'বনলতা সেন', *বনলতা সেন*, *জীবনানন্দ দাশের কাব্যগ্রন্থ* (প্রথম খণ্ড), নতুন মুদ্রণ, কলকাতাঃ বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ফাল্গুন ১৪০৬, পৃষ্ঠা-১০

৪. প্রণবেন্দু দাশগুপ্ত, *কবিতাসমগ্র, (প্রথম খণ্ড)*, কলকাতা, প্রমা প্রকাশনী, ডিসেম্বর ১৯৯০, পৃষ্ঠা-৬৮

৫. মৃদুল দাশগুপ্ত, *নির্বাচিত কবিতা*, কলকাতা, অফবিট প্রকাশনী, ১৯৯৯, পৃষ্ঠা- ১৩

৬. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'দুই বিঘা জমি', *চিত্রা*, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, জুলাই ১৯৮০, পৃষ্ঠা- ৫৯৮

৭. গীতা চট্টোপাধ্যায়, 'লেডিস ট্রামের সকাল-বিকাল', *বঙ্কিমচন্দ্রের হাতে বঙ্গইতিহাস*, কলকাতা, প্রকাশক - বৈদ্যনাথ চট্টোপাধ্যায়, জানুয়ারি ১৯৯৩, পৃষ্ঠা- ২৩

৮. *আরণ্যক*-এর ভানুমতী, যে সরলা বনবালাকে, বিকল্প জীবনে বিয়ের যোগ্য মনে হয়েছিল সত্যচরণের, তাকে লবটুলিয়া ছেড়ে চিরতরে চলে আসার আগে জানিয়ে যায় নি সে। 'উপেক্ষিতা' গল্পে স্কুলের চাকরি ছেড়ে চলে যাওয়ার সময় বিমল বৌদিদির দেখা না পেয়ে দ্বিতীয়বার জানানোর চেষ্টাও করে না। উদাহরণ আরও আছে।

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, *আরণ্যক*, তারাদাস বন্দ্যোপাধ্যায় (সম্পাদিত), কলকাতা, মিত্র ও ঘোষ, ভাদ্র ১৪২৬

৯. শশিভূষণ দাশগুপ্ত, কবি যতীন্দ্রনাথ ও আধুনিক বাংলা কবিতার প্রথম পর্যায়, উদ্ধৃত- ['একটি স্মরণীয় দুপুর', অজিত দাশ, 'হোমশিখা', বর্ষ ৩, ফাল্গুন সংখ্যা] , কলকাতা, সুপ্রিম পাবলিশার্স, দ্বিতীয় মুদ্রণ, বৈশাখ ১৪১৭.

১০. কবিতা সিংহ, "না", *শ্রেষ্ঠ কবিতা*, কলকাতা, দে'জ পাবলিশিং, চতুর্থ সংস্করণ, ২০২০, পৃষ্ঠা-৭১

১১. সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, "মেয়েদের জন্যে ভুল ছন্দে", *আমি কীরকম ভাবে বেঁচে আছি*, কলকাতা, আনন্দ পাবলিশার্স প্রা. লি, প্রথম আনন্দ সংস্করণ, জুন ১৯৯২, পৃষ্ঠা-৩৬

১২. তদেব, পৃষ্ঠা- ১৪

১৩. রণজিৎ দাশ, 'ক্ষত', *ঈশ্বরের চোখ, শ্রেষ্ঠ কবিতা*, কলকাতা. দে'জ পাবলিশিং, ফেব্রুয়ারি ২০১৬, পৃষ্ঠা-১০৭

১৪. রণজিৎ দাশ, 'আর কোনখানে আছে', *আমাদের লাজুক কবিতা, শ্রেষ্ঠ কবিতা*, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-১৮

১৫. কবিতা সিংহ, 'শেষ দুয়ারের নাম দুঃখ', শ্রেষ্ঠ কবিতা, কলকাতা, দে'জ পাবলিশিং, সংশোধিত পরিবর্ধিত দ্বিতীয় সংস্করণ–জুলাই ১৯৯৮, পৃষ্ঠা- ৪৫

১৬. চৈতালি চট্টোপাধ্যায়, '১৭/বিজ্ঞাপনের মেয়ে', *শ্রেষ্ঠ কবিতা*, কলকাতা, দে'জ পাবলিশিং, মে, ২০০৬, পৃষ্ঠা -১৭

১৭. তদেব, পৃষ্ঠা-২৯

১৮. চৈতালি চট্টোপাধ্যায়, 'মানবী জার্নাল', *বিষাক্ত রেস্তোরাঁ*, কলকাতা, আনন্দ পাবলিশার্স প্রা. লি, ২০০৬, পৃষ্ঠা- ৩৮-৩৯,

১৯. সংযুক্তা বন্দ্যোপাধ্যায়, *শ্রেষ্ঠ কবিতা*, কলকাতা, দে'জ পাবলিশিং, জানুয়ারি ২০০৫, পৃষ্ঠা-১৪

২০. তদেব, পৃষ্ঠা- ২৯

২১. গীতা চট্টোপাধ্যায়, 'জন্ম', *বঙ্কিমচন্দ্রের হাতে বঙ্গইতিহাস*, কলকাতা, প্রকাশক–বৈদ্যনাথ চট্টোপাধ্যায়, জানুয়ারি ১৯৯৩, পৃষ্ঠা- ৫৮

২২. সংযুক্তা বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রবেশক, *শ্রেষ্ঠ কবিতা*, কলকাতা, দে'জ পাবলিশিং, জানুয়ারি ২০০৫

২৩. চন্দ্রাণী বন্দ্যোপাধ্যায়, 'প্রেতিনীর সংসার', *ভাসানমঙ্গল*, কলকাতা, আনন্দ পাবলিশার্স প্রা. লি, ডিসেম্বর ২০০৩, পৃষ্ঠা-২১

২৪. সাক্ষাৎকার, চন্দ্রাণী বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে বিদ্যুৎ কর, বিদুর পত্রিকা, প্রথম বর্ষ, প্রথম সংখ্যা, ২০১৮, পৃষ্ঠা– ৩৪

২৫. চন্দ্রাণী বন্দ্যোপাধ্যায়, 'ষোলো, অন্যমানুষী', *কবিতাসংগ্রহ*, নদীয়া, আদম, কলকাতা বইমেলা ২০২০, পৃষ্ঠা– ৭৬

২৬. অঞ্জলি দাশ, 'প্রস্তাবের বিরুদ্ধে', *শ্রেষ্ঠ কবিতা*, কলকাতা, দে'জ পাবলিশিং, আগস্ট ২০০৯, পৃষ্ঠা– ৫৫

২৭. অঞ্জলি দাশ, '১/ পরীর জীবন', *শ্রেষ্ঠ কবিতা*, তদেব, পৃষ্ঠা- ২৬

২৮. অঞ্জলি দাশ , 'তৃষ্ণা', *শ্রেষ্ঠ কবিতা*, তদেব, পৃষ্ঠা-৭৩

BL College Journal
Full PDF
www.blcollege.edu.bd
ISSN 2664-228X (Print)
ISSN 2710-3684 (Online)
Volume -IV, Issue-II, December 2022
Pp. 53-70

প্রফুল্লরঞ্জন বিশ্বাসের হাসির গান : স্বরূপ ও স্বাতন্ত্র্য

সুরঞ্জন রায়

সুরঞ্জন রায়
অবসরপ্রাপ্ত সহকারি অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ
শহীদ আব্দুস সালাম ডিগ্রি কলেজ
কালিয়া, নড়াইল, বাংলাদেশ
e-mail : suranjan.research@gmail.com

সারসংক্ষেপ

লোককবি প্রফুল্লরঞ্জন বিশ্বাসের প্রসিদ্ধি বহুমাত্রিক। তিনি মূলত গানের রচয়িতা হলেও তার মধ্যে বিষয় বৈচিত্র্যের পাশাপাশি আছে অন্য রকম মাত্রাবোধ, যা তাঁকে স্বাতন্ত্র্য এনে দিয়েছে। বাংলা সাহিত্যে হাসির কবিতা ও গান সংখ্যাল্প হলেও, যে ক'জন কবি ও গীতিকারের হাতে সফলতা পেয়েছে তাঁদের মধ্যে প্রফুল্লরঞ্জন স্বরূপত স্বতন্ত্র। তাঁর উপস্থাপন কৌশল অন্য কবিদের মতো নয়। তিনি একটি ভিন্ন বোধ থেকে গ্রামীণ মানুষের অদৃশ্য জীবনচিত্র তাদের নিজস্ব ভাষায় তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন। ফলে ভাষা এবং ছবি ভিন্ন রঙে, ভিন্ন আঙ্গিকে, ভিন্ন পরিবেশে এবং ভিন্ন আলাপচারিতার মধ্য দিয়ে একটি অন্য রকম জীবনভাষ্যের প্রতিনিধিত্ব করছে। এ গবেষণাকর্মটি সেই ভাষ্যের অদৃষ্টপূর্ব উপস্থাপন।

মূলশব্দ

হাসির গান, আঞ্চলিক ভাষা, স্বরূপ, স্বাতন্ত্র্য, humour, wit, fun, farce, satire

ভূমিকা

হাসি মানুষের সহজাত প্রবৃত্তি। হাসির উৎস মন হলেও অভিব্যক্ত হয় দেহে। আনন্দের হলেও নিরানন্দ বা দুঃখের বহিঃপ্রকাশ হয় হাসির মধ্য দিয়ে। বিষয়টি বিশ্লেষিত হয়েছে প্রসিদ্ধ মনস্তত্ত্ববিদ William McDougall-এর *Social Psychology* গ্রন্থে।[১] হাসির দেহতত্ত্ব (Physiology) নিয়ে প্রবন্ধ লেখেন হার্বার্ট স্পেন্সর। তিনি বলেন যে, স্বাভাবিকভাবে কোনো আবেগের দ্বারা মানুষের শিরা উত্তেজিত হলে, সেই শিরা-সংযুক্ত পেশীগুলোতে উত্তেজনা সঞ্চার করে, তখনই সৃষ্টি হয় হাসির। তবে হাস্যোৎপাদনের বিপরীত ক্রিয়া হলে হাসি থেমে যায়।[২] উনিশ শতকের শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানী ডারউইন হাসির অভিব্যক্তি নিয়ে বলেন যে, মানুষের ঠোঁটের সঙ্গে চোখের গোলাকৃতি পেশীর, অর্থাৎ Orbicular Muscles-এর সংযোগ আছে। হাসবার সময় ঠোঁট ও পেশীর ক্রিয়া এক সঙ্গে দেখা যায় বলে এ সময় চোখ দুটো উজ্জ্বল ও সিক্ত হয়ে ওঠে। এর কারণ চোখের গোলাকৃতি পেশীর সংকুচন ও ঊর্ধ্বে উন্নীত গণ্ডের পেষণ।[৩] এ হলো হাসির দেহতত্ত্ব।

সাহিত্য-দর্পণ-কার বিশ্বনাথ কবিরাজ হাসিকে স্মিত, হসিত, বিহসিত, অবহসিত, অপহসিত ও অতিহসিত শ্রেণিতে ভাগ করে বলেন যে, স্মিত হাসিতে চোখ খুব সামান্যই বিকশিত ও ঠোঁট স্পন্দিত হয়; দাঁত একটু দেখা গেলে তা হসিত, মধুর সুরের হাসি বিহসিত, কাঁধ ও মাথা কেঁপে উঠলে তা অবহসিত, হাসতে হাসতে চোখে জল এলে তা অপহসিত, আর অঙ্গবিক্ষেপ ঘটলে হবে অতিহসিত।[৪] ইংরেজি ভাষায় স্বল্পহাসিকে Smile ও উচ্চহাসিকে Laughter বলা হয়েছে।

গবেষণার উদ্দেশ্য

হাসতে পারে না এমন মানুষ দুর্লভ। এ কথা খুবই সত্যি যে, ভালোভাবে বেঁচে থাকার জন্যে হাসির কোনো বিকল্প নেই। সেই অ্যারিস্টটলের কাল থেকে শুরু করে বিশেষজ্ঞরা বলে আসছেন যে, হাসিতে ফুসফুস ও দেহযন্ত্রকে সতেজ ও সক্রিয় করে তোলে। এমনকি হাসির জন্যে বৃদ্ধি পায় হজমশক্তিও। এ জন্যে হাসিকে বলা হয়েছে স্বর্গীয় সম্পদ।[৫] আর যিনি মানুষকে হাসাতে পারেন, সমাজে তাঁর স্থান অনেক উঁচুতে। প্রাচীনকালে রাজাদের হাস্যোৎপাদক হিসেবে ভাঁড় বা বিদূষক থাকতো। তাঁরা রাজদরবারে ও দরবারের বাইরে যে রকম সমাদর পেতেন, আজকের দিনে হাস্যরসস্রষ্টারা (Humorist) অনুরূপ সমাদর পান। কেননা, হাস্যরস নয় রসের অন্যতম রস হিসেবে তাঁদের হাতে এমন সহৃদয় হৃদয় সংবাদী হয়ে ওঠে যে, কাব্যের আত্মাস্বরূপ রসসৃষ্টি হয় কালজয়ী। সেদিক থেকে লোককবি প্রফুল্লরঞ্জন বিশ্বাসের (১৯০০-৭২) রচিত কৌতুক বা রসপ্রধান গানগুলো উতরে গেছে কালের সীমা। তিনি একজন শিক্ষক ও বহুমাত্রিক গানের রচয়িতা হিসেবে মানুষের শ্রদ্ধা পেলেও, হাস্যরসাত্মক গানের রচয়িতা হিসেবে কম সমাদৃত হননি। সেই হাসির গানের রচয়িতা হিসেবে তিনি স্বরূপত কতখানি আলাদা তা অনুসন্ধানই এ গবেষণাপত্রের উদ্দেশ্য।

পদ্ধতি

বর্তমান নিবন্ধটি রচনার ক্ষেত্রে তুলনামূলক পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়েছে। প্রাথমিক উৎস হিসেবে তাঁর রচিত ১৩৫টি হাসির গান এবং উনিশ শতকের কবি, নাট্যকার, প্রাবন্ধিক, কথা সাহিত্যিকদের রচনা দ্বৈতয়িক উৎস হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে। তাঁদের রচনার সঙ্গে তুলনা করে প্রফুল্লরঞ্জনের হাসির গানের স্বাতন্ত্র্য নির্ধারণ করা হয়েছে।

প্রফুল্ল-পরিচিতি

তাঁর জন্ম হয়েছিলো ১৯০০ সালে ব্রিটিশ-ভারতের বৃহত্তর যশোর জেলার বিখ্যাত জনপদ কালিয়া থানার (বর্তমানে নড়াইল জেলার একটি উপজেলা) ছোটকালিয়া গ্রামে। পিতা গগনচন্দ্র বিশ্বাস, মা লক্ষ্মীরানী বিশ্বাস। পাঁচ সন্তানের মধ্যে তিনি ছিলেন বড়। কালিয়া অঞ্চলে, বিশেষত নমঃশূদ্র সম্প্রদায়ের মধ্যে, তিনি ছিলেন প্রথম ম্যাট্রিকুলেশন। হয়তো সে কারণে, অথবা গান রচনা, ভালো অভিনয় ও নাটকের সংলাপ বলে দেয়ার জন্যে অনুন্নত নমঃশূদ্র সম্প্রদায়ের মানুষ হওয়া সত্ত্বেও, তৎকালীন শিক্ষাবর্ধিষ্ণু ও উচ্চ রাজকর্মচারী অধ্যুষিত কালিয়াতে পেয়েছিলেন মর্যাদার আসন। শিক্ষক হিসেবে তিনি ১০টি স্কুলে প্রায় ৩৩ বছর শিক্ষকতা করেন। তাঁর প্রদেয় শিক্ষার আলো যেমন চারিদিকে ছড়িয়ে পড়েছিলো, তেমনি গান মানুষের হৃদয়ভূমিকেও নাড়িয়ে দিয়েছিলো। অনেক কবিয়াল ও বয়াতি স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে জারিগান ও কবিগানের আসরে তা পরিবেশনও

করতেন। তাঁর সমসাময়িক কবিয়াল বিজয় সরকার (১৯০৩-৮৫) ও মোসলেমউদ্দিন বয়াতির (১৩১০-৯৭) যখন মঞ্চ কাঁপানো প্রতাপ, তখন মঞ্চের বাইরে একজন নিভৃতচারী গান রচয়িতা হিসেবে তিনি যে মর্যাদা ও পরিচিতি পেয়েছিলেন তা অবিশ্বাস্য। এভাবে বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা অসংখ্য গ্রামীণ শিল্পীর কণ্ঠে তিনি শুধু পরিবেশিত হননি, বিভিন্ন ব্যক্তি ও শিল্পীর গানের খাতায়ও জায়গা পেয়েছেন। তাঁর গানের জনপ্রিয়তার কথা বিবেচনা করে চিত্রশিল্পী এস এম সুলতান (১৯২৪-১৯৯৪) গান সংগ্রহ করে প্রকাশের উদ্দেশ্যে পত্রিকায় বিজ্ঞাপনও দিয়েছিলেন। তাঁর বাল্যবন্ধু কবি বিপিন সরকার (১৯২৩-২০১৫) ১১১টি গানের পাণ্ডুলিপিও করেছিলেন।[৬] এ-সব বিষয় ছাড়া তাঁর আঞ্চলিক ভাষার গান, যাকে কৌতুক বা হাসির গান বলা হয়েছে, গাজীর গানের শিল্পীদের নান্দনিক পরিবেশনায় এক অঞ্চল থেকে অন্য অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে। এছাড়া, বিজয় সরকারের সঙ্গে প্রতিবছর প্রফুল্লরঞ্জনের সঙ্ঘ, শাস্ত্রীয় আলোচনা, বিজয় ও প্রফুল্লরঞ্জনের গান পরিবেশনা প্রভৃতির মধ্য দিয়ে এমন একটি সেতুবন্ধন হয়েছিলো, তা আজ অনালোচিত বিষয় হলেও, সেটি মৌখিক বা লৌকিক ধারার (Oral or folk) ইতিহাস।[৭] প্রফুল্লরঞ্জনের গানের বহুমাত্রিকতা বিজয়কে কত বেশি আন্দোলিত করেছিলো তার পরিচয় মেলে একটি শোকগীতি (Elegy) রচনার মাধ্যমে। জীবদ্দশায় তাঁদের ঘনিষ্ঠতা, একে অপরের গান সম্পর্কে সম্যক ধারণা, প্রফুল্লরঞ্জনের চরিত্র, তাঁর গানের পঠন-পাঠন, পর্যবেক্ষণ ও বিশ্লেষণধর্মিতার পরিচয় পাওয়া যায় বিজয় সরকারের গানটিতে। সংহত ও পরিমিত ভাষায় রচিত একজন প্রয়াত কবির মূল্যায়ন :

আগের খেয়ায় চলে গেছে প্রফুল্ল গোঁসাই,
সে যে জাগ্রত এক হুঁশিয়ার মানুষ বুঝেছি আমরা সবাই।
তের শত উনআশি সাল, নূতন বর্ষ প্রথম মাসকাল
দোকান তুলে নৌকা খুলে তুলে দিল পাল,
গোঁসাই পাড়ি দিল সকাল সকাল ভাগ্যের বলিহারী যাই।
চিরকুমার শিক্ষা পরায়ণ মিষ্টভাষী শিষ্ট আচরণ,
সুচরিত্র রসিক মানুষ পবিত্র জীবন,
সে যে জ্ঞানী প্রেমিক ভক্ত সুজন এমন লোক বেশী না পাই। ...
ভাব ভাটিয়াল তত্ত্ব আধ্যাত্মিক, তামসিক আর রাজসিক সাত্ত্বিক
বিরহ বিচ্ছেদ গীতি আরো সামাজিক,
আমরা শুনে তার রচিত কমিক হাসির মঞ্চে আছাড় খাই।[৮]

প্রফুল্লরঞ্জনের গানের সংখ্যা প্রায় ৯৮৫টি। এ গানগুলোর মধ্য থেকে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন জনের চেষ্টায় কিছু পরিবর্তন, কিছু সংযোজন করে বিভিন্ন জায়গা থেকে প্রকাশিত হয়েছে। কবির নিজের চেষ্টায় এক ফর্মার একটি পুস্তিকা প্রকাশ প্রথম হলেও, এর পর পশ্চিমবঙ্গ ভারতের নদীয়া থেকে *প্রফুল্লগীতিমালা* নামে, বাগেরহাট ইউনাইটেড প্রেস থেকে একই রকম সংকলন, উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্যের সংগ্রহ *বাংলার বাউল ও বাউল গান* গ্রন্থে, কবি জসীম উদ্‌দীনের (১৯০৩-৭৬) *স্মৃতিরপটে*, মহসিন হোসাইনের *বৃহত্তর যশোরের কবি ও লোককবি* এবং এ জামান সম্পাদিত *যশোরের গীতিকার ও নাট্যকার* গ্রন্থে জীবনীসহ অনেক গান প্রকাশিত হয়েছে।

হাসির গান ও প্রফুল্লরঞ্জনের হাসির গান

হাসির বিভিন্ন পর্যায় বোঝাতে ব্যঙ্গ, রঙ্গ, তামাশা, ঠাট্টা, বিদ্রূপ, পরিহাস, রসিকতা, ভাঁড়ামি প্রভৃতি শব্দ ব্যবহার করা হয়। এ শব্দগুলো অলঙ্কার শাস্ত্রশাসিত হয়ে এক এক অর্থে বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রযুক্ত হলেও হাস্যবোধ আপেক্ষিক এবং মানুষের রুচি ও মানসিকতা নির্ভর। সামান্য বিষয়ে একজন হেসে গড়িয়ে পড়লেও হয়তো অনেকেই সেই বিষয়ে হাসার কোনো কারণই খুঁজে পায় না। হাসির শারীর-তত্ত্ব অনুযায়ী বয়স ভেদে পরিবর্তন হয়। তারও আছে নানা কারণ। কোনো কোনো বিষয়, ঘটনা, কাহিনি বা চরিত্র হাসির উদ্রেক করলেও, মূলত হাসির উপাদান নিহিত থাকে কোনো ঘটনা (Comic in situation), চরিত্র (Comic in character), কিংবা বাক্যবন্ধের (Comic in Words) মধ্যে। এ ছাড়া, অন্যের কোনো ভুল-ত্রুটি, দুর্বলতা অথবা অসঙ্গতি দেখেও হাসির সৃষ্টি হয়। আধুনিক সাহিত্যে এ-সব হাস্যরসের বিষয় হলেও প্রফুল্লরঞ্জনের গান কোনো চরিত্রের দুর্বলতা, অসঙ্গতির মধ্যে আঁটকে থাকেনি: বরং বাক্যবন্ধ ও গ্রামীণ জীবন কাহিনি নির্ভর হয়ে তা প্রসারিত হয়েছে অন্য জগতে। তাঁর গান অভাবিত; এমনকি এতই সূক্ষ্ম ও রঙমুক্ত যে, স্বভাবত যা আমাদের চোখ এড়িয়ে যায়, সে রকম বিষয়ের উপস্থাপনায় ঋদ্ধ তাঁর হাসির গান। খেটে খাওয়া কৃষিভিত্তিক নিম্নবর্গের মানুষের মন কষাকষি নিয়ে গানের মধ্যে যে বয়ান উপস্থাপিত হয়েছে, বাংলা গানের ইতিহাসে তা একটি অনন্য বিষয়। তাছাড়া, ঝগড়া-বিবাদ, তা সে দুই সতীন, স্বামী-স্ত্রী, ভাই-বোন, পাড়া-প্রতিবেশীর মধ্যেও কম বেশি সংঘটিত হয়। বাংলা সাহিত্যের আদি নিদর্শন চর্যাপদেও গালাগালির প্রসঙ্গ অনুক্ত নয়।[৯]

হাস্যরসের মধ্যে humourই শ্রেষ্ঠ। তবে অনুকম্পা ও সমবেদনা হাসিকে স্তব্ধ করে দেয়, কিন্তু humour-এর মধ্যে এ দুটোরই প্রাধান্য আছে। হাসির মধ্যে বুদ্ধি থাকলেও জলের বুদ্বুদের মতো ক্ষণস্থায়ী। humour জলের তলদেশস্পর্শী আবর্তন, এবং তা স্থায়ী ও দূরপ্রসারী।[১০] হিউমারে হাস্যোৎপাদক ও হাস্যাস্পদ উভয়েই সমান। Wit সজ্ঞান, সচেতন, বুদ্ধিদীপ্ত ও মননশীল। তার প্রকাশ এমনই যে, লেখক হাসাবেন কিন্তু হাসবেন না। হিউমার আবিষ্ট ও অভিভূত করে, Wit করে বিস্মিত ও চমৎকৃত। অভিজ্ঞতার প্রকাশ থাকে হিউমারে, উইটে পাণ্ডিত্য। হিউমার ঘটনা-সংস্থাপন ও রস চরিত্র নির্ভর হলেও, উইট-এর দীপ্তি তীব্র, তীক্ষ্ণ ও বিরুদ্ধধর্মী বাক্য নির্ভর।[১১] আবার হিউমার ও উইটের মধ্যে উপহাস আছে, কিন্তু ব্যঙ্গের (Staire) মধ্যে আছে উপহাসের জ্বালা। ব্যঙ্গকারের উদ্দেশ্য শোধন করা, শিক্ষা দেয়া– সমাজের যত প্রকার দোষ ও অসঙ্গতি নিরসনের জন্যে রাশভারী শিক্ষক হয়ে ওঠা।[১২] কবি প্রফুল্লরঞ্জন হাসির গানে সে রকম চেষ্টা না থাকলেও, অন্য গানে সমাজের অসঙ্গতির প্রতি আমাদের মনোযোগ আকৃষ্ট করেন, তাও ভিন্ন শৈলীতে।

০১. এঁড়ে গরু বাঘের মুখতো দেখ নাই
শুধু পাল গুতোয়ে বাছুর মেরে বেড়েছে বলের বড়াই।
ইক্ষুখণ্ড শাস্ত্রেতে কয়, চিবালে রস নির্গত হয়
সেই রসে রসিলে হৃদয়, রসিক তারে কয় সবাই;
শিখেছে বোল পাখির মতন, করো নাই চরিত্র গঠন
জোর করে চায় সাধুর আসন ভিতরে তার গুল বোঝাই।[১৩]

০২. বর্ণহিন্দুর ঠাকুর বাড়ির আঙিনায়।
অস্পৃশ্য তপশীলি জাতি তোমরা ঘোর কোন আশায়?
ওই তো ওদের ঠাকুর ঘরে জাগ্রত দেব বিরাজ করে,

তোমরা গেলে ওর ভিতরে অমনি ঠাকুর মরে যায়।

অমর মরে নরের ছোঁয়ায়, এ কল্পনা যাদের মাথায়,

তারা সবার দেবতার গায় জাতি বিদ্বেষ বিষ মাখায়।[১৪]

০৩. অধিকাংশ লোক দেখি এ দুনিয়ায়
যারা শুধু মানুষ ঠকায় তাদের কাছেই বেশি যায়।

যতবার যায় ঠগের ধারে, ঠকে তারা ততবারে

নিজের বেয়াকুপি সারে মিথ্যে কথার আল্‌পনায়।

কতক আবার আছে এমন, বোঝে না ঠকা সে কেমন

চোখ ঢাকা বলদের মতন ধাপ্পাবাজের ঘানি ঘুরায়।[১৫]

০৪. চমৎকার বিধাতার বিধান দুনিয়ায়।
দেখে শুনে ধাঁধাঁ লাগে কারণ বোঝা বিষম দায়।

স্বার্থত্যাগী নিরহঙ্কার, ব্রত যার পরোপকার,

সুযশ ভাগ্যে ঘটে না তার অপযশে কাল কাটায়।
না করে পরের সর্বনাশ, ছাড়ে না যে নাকের নিঃশ্বাস
তারি যশের মলয় বাতাস চৌদিকে ছড়ায়।[১৬]

হিউমার, উইট ও স্যাটায়ারের মধ্যে যে হাসি আছে তা অবারণ ও অকারণ নয়। কিন্তু যে হাসিতে সূক্ষ্মতর কলা-কৌশল থাকার বদলে থাকে উদ্ভট ও অতিরঞ্জিত চরিত্রসৃষ্টির চেষ্টা সেখানেই কৌতুকরসের (Fun) আধিক্য। কৌতুক যেন নিয়ম, নীতি, শৃঙ্খলাবর্জিত এক জগৎ। সেখানে সীমা, সংযম ও শালীনতার বড্ড অভাব। তবে Farce-এর মধ্যে হিউমারের কারুণ্যও নেই, উইট-এর দীপ্তিও নেই, নেই স্যাটায়ার-এর নির্মমতাও। আছে কেবল হাসির প্রবাহ।[১৭] Farce প্রহসনের বেলায় প্রযুক্ত হলেও প্রফুল্লরঞ্জনের হাসির গানে নাটকীয়তা একটি বিশেষ মৌল। এই নাটকীয়তার জন্যে তাঁর গানের অসাধারণত্ব অন্য মাত্রা এনে দিয়েছে। আমরা জানি Fun

সাধারণত স্থূল, গ্রাম্য ও আদিরসাশ্রয়ী, কিন্তু প্রফুল্লরঞ্জনের হাসির গান সে রকম নয়। তাঁর গানে হিউমার বা sense of humour আছে, আছে উইট বা উদ্ভাবনী শক্তি, নেই Fun। তবে Farce –এ আছে উইটের দীপ্তি। এ আলোকে প্রফুল্লরঞ্জনের হাসির গান বিচার করা যেতে পারে।

গ্রামীণ সমাজে এক শাশুড়ি তার পুত্রবধূর কলস ভেঙ্গে ফেলাকে কেন্দ্র করে জেরা করা শুরু করেছে। এর মধ্য দিয়ে একটা দৃশ্যপট সৃষ্টি হলেও বিষয়টি হাস্যোদ্দীপক। অঞ্চল বিশেষের ভাষায় প্রফুল্লরঞ্জনকৃত গানটির উপস্থাপন শৈলী শোনা যেতে পারে।

আস্তো নাস্তো কলসটা তুই ভাঙ্গলি ক্যামবালায়?
তোর মোতো তো দজ্জালে বউ দেহি নে এ দুনিয়ায়।
কতো করে নানান তাল ভানা
কলসটা কিনিছি দিয়ে সাড়ে ছয় আনা
তুই করে আজকে বেন্নেপানা বিসেদ্দানা দিলি ঠায়।
ঘোন্টা তুলে তালোর উপরে
পান চ্যাদরায়ে হাঁটিস নয়ডা ঠাটকের ভরে।
কোন মরদের ঘাড়ে প'ড়ে ভাঙ্গিছিস তার কেনোর ঘায়।[১৮]

পুত্রবধূ শাশুড়ির কথার পরিপ্রেক্ষিতে পড়ে যাওয়া, কানের নথি কাটার কথা বলেছে, কিন্তু যে বিষয়টি পুত্রবধূর আঁতে ঘা লেগেছে তা তার মা-বাবা নিয়ে কথা বলা। আর, তার সৎস্বভাবের প্রতি শ্বাশুড়ির কটাক্ষও পুত্রবধূর জন্যে অবমাননাকর হলেও তার কোনো কোনো কথা হাসির উদ্রেক করে।

আছাড় খায়ে পড়ে আমার কলস ভাঙ্গিছে
কলতলায় জল জম্বে জম্বে দারুণ স্যাদলা বটিছে।
কলস ভরে যেই না দিছি ঝুল
পাও পিছলেয়ে পড়ে গেলাম মাজায় নাগে ঢুল
দ্যাহো আমার উজলোয়ে চুল কানের নথি কাটিছে।
মাটে কলস না ভাঙ্গে কার
তাইতে তুমি ওথোন তুলে কচ্ছো মা-বাবার
পথে চলার ঘাড়ে পড়ার কতো ফরোম উঠতিছে।[১৯]

পল্লি গ্রামে রান্নার জন্যে বাগান থেকে কাঠ কুড়ানোর রেওয়াজ আছে। একটি বধূ প্রায়শ সে কাজটি করে। এ প্রসঙ্গে স্বামী বারবার নিষেধ করেছে, এমনকি পীর সাহেবের প্রসঙ্গ তুলে সন্তান না হওয়ার বিষয়টি উল্লেখ করে স্ত্রীকে বলেছে :

এ্যায়লা এ্যায়লা দা'র কুড়োতি যাস কেন বাগানে?
রোজ যে তোরে নিষুধ করি যায় না কি তা তোর কানে?

নাড়া খাড়া আছে যে কয়জন
বাগান ছেনতি পারে তারা যা'য়ে বাদাবন
তুই মাগী, যাস কিসির কারণ চাচড়ার গোড়া যেহানে। ...
নয়ডা সিয়ে করে সেদিন ব্যয়
পীর ছায়েবের কবজ আনে দিছি তোর গলায়
এবার যদি ও ছুটে যায় জব দেবো কি সেহানে।
প্রফুল্ল কয় জব দেবা কি ছাই
জবে ব্যাড়ে ওনার কিছু হবার কায়দা নাই
ওনার হইছে বাগানে বাই ধরে বইছে শয়তানে।[২০]

উত্তরে স্ত্রী যে কথা বলেছে তাতে পরিবারের বাকসর্বস্ব এবং ভোজনপটু মহিলাদের কাজ না করার কথা তো আছেই, পরন্তু সন্তানহীনতার কারণও হয়েছে বর্ণিত। ভণিতাংশে প্রফুল্লরঞ্জনের টিপ্পনী আরও হাস্যকর।

সাধে কি আর আমি অতো বাগান ছেনতি যাই?
বারো ভূতির পিণ্ডি গালবো আড় কুটো গাছ ঘরে নাই।
নাড়া খাড়া আছে যে কয়জন
কাজে কুঁড়ে ভোজে দেড়ে মুহি বেচক্ষণ
কয়ে দ্যাহো ওরা কেমন মারে মুড়ো কোঁচের ঘাই।
পীর ছায়েবের মান্দলী যে নয়
তারে দেখলি ভূত পিচেশে ছাচড়ায় করে ভয়
ঐ বলে তো সদুক সোমায় বাগান ছেনতি সাহস পাই।
পয়সা তোমার কামড়ায় কেবলি
তাইতি তুমি যোগাড় কর কবজ মান্দলী
ধারের জাগায় ধার না থাকলি তাবিজি কি করবে ছাই।[২১]

স্বামী-স্ত্রীর মারামারি ও ঝগড়া বিবাদ অশিক্ষিত গ্রামীণ জীবনের নিত্য নৈমিত্তিক বিষয়। সে ঘটনা কেমনভাবে ঘটে, সে বিষয়ে যদি প্রফুল্লরঞ্জন না লিখতেন, তাহলে কেউই আমরা জানতেও পারতাম না সে জীবনের অজানা কাহিনি-উপকাহিনি। এদিক থেকে আমাদের পরমপ্রাপ্তি যে তিনি আঞ্চলিক ভাষায় এ জাতীয় গান রচনা করেছেন। এ গানটির বিশেষ প্রতিপাদ্য বিষয় হলো, মার খাওয়ার পরে স্বামীর বিরুদ্ধে দারোগার কাছে নালিশ করার দুঃসাহস। যে আমলে মেয়েদের মুখে কোনো কথাই বের হতো না, পতির চরণতল ছিলো ভবমুক্তির উপায়, সেই আমলে থানার বড়বাবুর কাছে স্বামীর বিরুদ্ধে নালিশ করার মতো দুঃসাহস কোনো প্রহৃত মহিলা দেখিয়েছে কিনা সন্দেহ। কিন্তু প্রফুল্লরঞ্জন হাস্যকৌতুকের মধ্য দিয়ে নারীর প্রতিবাদী ও দ্রোহী চেতনার প্রকাশ ঘটিয়েছেন। আমরা জানি সমাজের নানা স্তরের ক্ষমতাবানদের মধ্যে সুসম্পর্ক গড়ে ওঠা চিরকালীন নিয়ম। প্রহৃত স্ত্রী যে-দারোগার কাছে স্বামীর বিরুদ্ধে নালিশ করার কথা বলেছে, সে-দারোগার সঙ্গে আছে স্বামী

দেবতার বন্ধুত্ব। সেই সূত্রে সে বলেছে সেখানে গিয়েও বিচার পাওয়া যাবে না। স্বামীর অভিব্যক্তির প্রকাশ পেয়েছে একটি চিরায়ত প্রবচনের মধ্য দিয়ে। এবং সেটি এমনই দাপুটে মনস্কতা প্রসূত যে, সেখানে মেয়েদের অধিকার হরণের কথা কেন জানি মনেই হয় না, যতখানি হাসির উদ্রেক করে।

থানায় যায়ে করবি আমার কি?
বড়বাবুর সাথে আমার দারুণ ইয়ারকি
নালিশ করে করবিনি কি ঘাই খাবিনি স্যাও জাগায়।[২২]

আমরা প্রফুল্লরঞ্জনের ৯৮৫টি গান সংগ্রহ করতে পেরেছি– তার মধ্যে হাসির গান হিসেবে সামাজিক সমস্যামূলক প্রশ্নোত্তর সংবলিত ৫৮টি, উত্তরহীন ১৯টি, বরিশালের উপভাষায় ১০টি, কাপড় প্রসঙ্গে ২টি, অসুখ বিষয়ে ৭টি, জোঁক, উকুন, ছারপোকা নিয়ে ৪টি, ঝগড়া-বিবাদহীন ২৯টি ও শরণার্থী সম্পর্কিত ৬টি গান। এ গানগুলোতে হাস্যরস সৃষ্টিতে তাঁর উপভাষা ব্যবহারের মুন্সীয়ানা প্রশংসার দাবি রাখে। আমরা জানি স্থান, কাল ও পারিপার্শ্বিক অবস্থায় যা সঙ্গতিপূর্ণ নয়, এমন বিষয় হাসির উদ্রেক করে। অন্যের বিকৃতি, ভুল, দোষ ও দুঃখে আমরা হাসি। তবে সামান্য হলেই আমরা হাসি, অসামান্য হলে সৃষ্টি হয় অনুকম্পা ও সহানুভূতির। চরিত্রগত সামান্য দোষও হাসির কারণ হতে পারে। ভান ও ভণ্ডামি হাসির একটি বিশেষ উপাদান হলেও হাস্যরসিক কোনোক্রমে সমাজের নীতিশাসক নন, নীতির পাঁচনের থেকে হাসির আসর পরিবেশনই তাঁর উদ্দেশ্য। তিনি সমাজের ফোঁড়া সারাতে চান বটে, কিন্তু নীতির অস্ত্র দিয়ে নয়, হাসির প্রলেপ দিয়ে। 'সেজন্য নৈতিকতাকে হাস্যরসিক খুব উঁচু স্থান দেন না, বরং নীতির আতিশয্যকে হাস্যরসিক পরিহাসই করেন।'[২৩]

এ কথার পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায়, প্রফুল্লরঞ্জন হাস্যরসিকতার বিষয় নিয়ে সমাজের নীতিবাগীশের আসনে না বসলেও ছোট ছোট দোষ-ত্রুটির প্রতি যেভাবে অঙ্গুলি নির্দেশ করেছেন, তা সত্যিকার অর্থে একজন হাস্যরসিকেরই কাজ। একটা উদাহরণ দেয়া যেতে পারে : গ্রামীণ এক মহিলা দাঁতে গুঁড়ো না নিয়ে অর্থাৎ তামাক পোড়া না নিয়ে থাকতে পারে না। কিন্তু বিষয়টি স্বামীর অপছন্দ। গুঁড়ো নেয়া দেখলেই তার গা ঘিন ঘিন করে ওঠে। এ জন্যে সে স্ত্রীকে বারবার নিষেধও করেছে। এ গানে গুঁড়ো নেয়া প্রসঙ্গে হাস্যরস পরিবেশিত হলেও কবি কিন্তু দৃষ্টি ফেলেছেন নখের কোণায়, যেখানে জমে আছে 'কয় পাল্লা ছাতা'। এই 'ছাতা'র দিকে না তাকালেও কোনো লাভ-ক্ষতির সম্ভাবনা ছিলো না। তবু এমন একটি বিষয়ের উপস্থাপনা, যা একাধারে সূক্ষ্ম ও হাস্যকর। এ জন্যে তার হাতের রান্না খেতে পতিদেবতার ভীষণ আপত্তি। এ গান ঔপভাষিক হলেও একদিকে স্বামীর সৌন্দর্যচেতনা, অন্যদিকে স্ত্রীর একটু একটু করে অনুরক্তিজাত বদভ্যাস ছাড়তে না পারার কষ্টের কথা বর্ণিত হয়েছে।

দ্যাহা দিন তোর নঙ্গুলির মাথা
নোহের কোণায় জমে আছে কয় পাল্লা ছাতা
খাতি গেলি তোর রান্ধাতা
ঘ্যান্নাতে নাড়ী মোচড়ায়।[২৪]

শুধু কী তাই? গুঁড়ো নিলে স্ত্রীর মুখের গঠন কবি বলেছেন :

একে তো মুখ টক বাগুন বেচা
গুঁড়ো নলি দেহায় যেন কুহুরির পাছা
তোরে ক'রে আজকে ইন্দুর ছ্যাচা
বান্ধে থোবো পাইখানায়।[২৫]

উত্তরে স্ত্রী যে বয়ান দিয়েছে তা হাস্যকর, কিন্তু কষ্টদগ্ধ। তার গুঁড়ো নেয়া ছাড়ানোর জন্যে সে কী কী করেছে, গুঁড়ো দাঁতে না নিলে কী কী হয়, কে কে এই অভ্যেস করিয়েছে সে প্রসঙ্গে বিস্তারিত বললেও চোখে জল না এসে হাসির উদ্রেক করে।

তামুক না পোড়ায়ে আমার থাহার কায়দা নাই
বকো ঝকো মারো কাটো আর
যা পারো এ্যারো তাই।
ছাড়ান আমি দিয়ে দেহিছি
এট্টুপরে ঠ্যাহে যেন মরিছি গিছি
শ্যাষে চাবাইছি তামুকির বিচি ভাঙ্গের পাতা হুকোর কাই।
আসল কথা কবো কি তোমায়
গুঁড়ো দাঁতে না নলি মোর মাশুড়ো টাটায়
ভাত না খালি দিন চলে যায় ওনা অলি ম'রে যাই।
ঠাউরমা আর ফেসীমা দুই কাল
সলে সলে করাইছে ওই নওয়ার ইস্তিমাল
এহোন মিছে করে সামাল সামাল দিয়ে না জল কোহে ঘাই।[২৬]

এমনিভাবে স্ত্রীর ভাত পরিবেশন, বউয়ের মুখ আন্ধারি যুত, তিনটি ইলিশ মাছ খাওয়া, সিনেমা ও বারোনির মেলা দেখতে যাবার আব্দার, কুঁড়ে স্বামীর মৃত্যু কামনা, মেচি মুখো স্বামী নিয়ে স্ত্রীর মনঃকষ্ট, বউয়ের কোনো কাজ স্বামীর পছন্দ না হওয়া, বউয়ের বাপের বাড়ি যাওয়া ও জাউ খাওয়া ইত্যাদি ঘটনার পাশাপাশি জোঁকের ভয়, ছারপোকা ও মশার কামড়, চুলকানি, দাদ, অম্বলের ব্যথা, ম্যালেরিয়া জ্বর ছাড়া বরিশালের আঞ্চলিক ভাষায় যে গানগুলো রচিত হয়েছে তা একদিকে হাস্যরসের বিষয় হলেও, জীবনের এক একটি দুর্লভ ছবি, যে ছবিতে জীবনের গভীর তলদেশ পর্যবেক্ষণ করা যায়। তাই এ গান যেন আঞ্চলিক ভাষায় রচিত ছবি ও হাস্যরসের অবিসংবাদী উপাদান। হাসি যেহেতু স্থানিক সমাজের রুচি, ধারা ও ধারণার ওপর নির্ভরশীল, তাই যে-কারণে এক অঞ্চলের লোক হাসে, সে-কারণে অন্য অঞ্চলের বা সমাজের লোক নাও হাসতে পারে। সামাজিক বা আঞ্চলিক পরিবেশের সঙ্গে ভাষা, বাকপ্রণালী, প্রবাদ, ঐতিহ্য ও রুচির মধ্যে হাসির উপাদান মিশে আছে।[২৭]

বাংলা সাহিত্যে, বিশেষত কথা সাহিত্যে ও নাটকে গ্রামীণ মানুষের জীবন ব্যবস্থা, আচার-আচরণ, সামাজিক ও মনস্তাত্ত্বিক বিষয় চিত্রিত হয়েছে; এমনকি কবিতাতেও সে জীবন মূর্ত হয়ে উঠলেও, গ্রামীণ ভাষায় গানের

মধ্যে এমন জীবনচিত্রের উপস্থাপন খুব কমই দেখা যায়। এবং বাংলা সাহিত্যে হাসির গান তেমনভাবে প্রকাশও পায়নি। এ রকম একটি বিষয়ের উপস্থাপন করেন লোককবি প্রফুল্লরঞ্জন। খুলনা, সাতক্ষীরা, নড়াইল ও যশোর জেলার লোককবিদের মধ্যে আঞ্চলিক বা গ্রামীণ ভাষায় গান ও কবিতা রচনার প্রবণতা লক্ষিত হলেও, কোনো কোনো দিক থেকে প্রফুল্লরঞ্জন অনতিক্রম্য। তাঁর মেধাবী ও অনন্য বাক্যবন্ধ এবং বিষয়ের প্রতি অসাধারণ দক্ষতা ও প্রবাদ-প্রবচনের ব্যবহার প্রমাণ করে তিনি হাসির গানের একজন অন্য রকম স্রষ্টা।

অন্যদিকে, বাংলা সাহিত্যে হাসির গানে ও কবিতায় বিশেষ অবদান রেখেছেন সেই *রামায়ণ*, *মহাভারত* থেকে শুরু করে *মঙ্গলকাব্য*, *শ্রীকৃষ্ণকীর্তন*, বৈষ্ণব পদাবলি, চৈতন্য-চরিত সাহিত্য, নাথ-সাহিত্যের লেখক ও কবিগণ। আধুনিক যুগে বাংলা সাহিত্যে হাস্যরসের ধারা সমৃদ্ধ করেছেন রামপ্রসাদ সেন (১৭২৩-৭৫), কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত (১৮১২-৫৯), প্যারীচাঁদ মিত্র (১৮১৪-৮৩), দীনবন্ধু মিত্র (১৮৩০-৭৩), বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৮৩৮-৯৪), কালীপ্রসন্ন সিংহ (১৮৪০-৭০), ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায় (১৮৪৭-১৯১৯), জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৪৮-১৯২৫), ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৪৯-১৯১১), অমৃতলাল বসু (১৮৫৩-১৯২৯), রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৬১-১৯৪১), দ্বিজেন্দ্রলাল রায় (১৮৬৩-১৯১৩), রজনীকান্ত সেন (১৮৬৫-১৯১০), সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত (১৮৮২-১৯২২), সুকুমার রায় (১৮৮৭-১৯২৩),কাজী নজরুল ইসলাম (১৮৯৯-১৯৭৬) প্রমুখ[২৮] গানে ও নাটকের গানে হাস্যরস পরিবেশন করেন। দ্বিজেন্দ্রলাল ছিলেন কবি, গীতিকার, নাট্যকার ও ব্যঙ্গরসাত্মক কবিতা ও গানের লেখক। স্বদেশী চেতনা বাঙালির জীবনে যে সাংস্কৃতিক জাগরণ এনেছিলো দ্বিজেন্দ্রলালের নাটক, কবিতা ও গান ছিলো সেই প্রেরণার উৎস।[২৯] তাঁর হাস্যরস প্রধান কবিতার সংকলন *আষাঢ়ে* (১৮৯৯) ও *হাসির গান* (১৯০০) বাংলা সাহিত্যে অভিনবত্বের সূচক। তাঁর সংগীতের নতুনত্ব ও গায়ন রীতির চমৎকারিত্ব ভেদ করে যা উঠে এসেছে তা পরাধীন, অনুকরণসর্বস্ব ও ইংরেজ চাটুকর এক শ্রেণির বঙ্গবাসীর প্রতি তীব্র বিদ্রূপাত্মক শ্লেষাঘাত, যার পেছনে ছিলো ডি. এল রায়ের গভীর স্বাদেশিকতাবোধ।

রজনীকান্ত সেন প্রায় ৩২৩ গান রচনা করে বাংলা গানের জগতে যে স্থায়ী আসন তৈরি করেছিলেন, তা আজও অমলিন। তাঁর গান তিনটি পর্যায়ে বিভক্ত : স্বদেশী গান, হাসির গান ও ভক্তিগীতি। রজনীকান্ত ও সত্যেন্দ্রনাথের হাসির গানের সৃষ্টি ডি. এল রায়ের সান্নিধ্য থেকে। রজনীকান্তের একটি গান :

যদি, কুমড়োর মতো, চালে ধরে র'ত
পান্‌থোয়া শত শত;
আর, সরষের মতো, হ'ত মিহিদানা,
বুঁদিয়া বুটের মতো!
(প্রায় বিঘা বিশ মণ ক'রে ফল্‌ত গো);
(আমি তুলে রাখিতাম); (বুঁদে মিহিদানা গোলা বেঁধে
আমি তুলে রাখিতাম);
(গোলা বেঁধে আমি তুলে রাখিতাম, বেচতাম না হে)।[৩০]

সত্যেন্দ্রনাথ 'নবকুমার' ছদ্মনামে যে পদ্য রচনা করেন তাতে প্রমথ চৌধুরীরও (১৮৬৮-১৯৪৬) প্রভাব বর্তমান।

সে প্রভাব হাসির গানের সূত্রে ক্রিয়াশীল। *হসন্তিকা*-র পদ্যগুলো হাস্যরসে উজ্জ্বল। তৎকালীন সময়ে বাংলা সাহিত্যে দেশীয় ভাব, প্রথা, আচার ও আদর্শের নামে রবীন্দ্রনাথ ও তাঁর অনুসারীদের যাঁরা নিন্দা বা অভিযোগ করতেন, তাঁদের জবাব প্রসঙ্গে সত্যেন্দ্রনাথ রচনা করেন 'কদলী-কুসুম' নামের কবিতাটি।[৩১]

রবীন্দ্রনাথের চা-প্রেমী ও 'হৈ চৈ সংঘ'-এর পরিচয় সূচক গানে যে হাস্যরস সৃষ্টি হয়েছে তা অনবদ্য। তবে তাঁর রচনায় humour-এর চেয়ে wit-এরই আধিক্য। 'বুদ্ধিদীপ্ত অভিজাত মননশীল চিত্তবৃত্তির ছাপ তাঁর লেখার ছত্রে ছত্রে। তাই তিনি যে ব্যঙ্গাত্মক হাস্যরস সৃষ্টি করেছেন তা শুধু হৃদয়গ্রাহ্য নয়– বুদ্ধিগ্রাহ্যও। ... humour and wit দুটোরই সামঞ্জস্য ও সমন্বয় তাঁর ব্যঙ্গ ও হাস্যরসাত্মক সৃষ্টির মধ্যে পাওয়া যায়।'[৩২] ঠিক এ জন্যে তাঁর লেখায় একই সঙ্গে humour ও wit-এর হয়েছে সমন্বয়।

বাংলা রসসাহিত্যের ধারা ও প্রফুল্লরঞ্জন

বাংলা রসসাহিত্যের ইতিহাসে কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত ছিলেন একজন কবিয়াল। তাঁর সময়ে হাস্যরসের রীতিই ছিলো ব্যঙ্গমূলক। তখন পরস্পরের আক্রমণ প্রতি আক্রমণের মধ্য দিয়ে সৃষ্টি হতো হাস্যরসের। এ প্রসঙ্গে ঈশ্বরচন্দ্র ও গৌরীশঙ্কর তর্কবাগীশের (১৭৯৯-১৮৫৯) মধ্যে ঘাত-প্রতিঘাত মূলক কবিতাযুদ্ধ বিশেষ উল্লেখযোগ্য। আর একটি উল্লেখযোগ্য নাম ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়। উনিশ শতকের প্রথমদিকে বাঙালি মনীষীদের মধ্যে জাতীয় জীবনের ওপর যাঁরা প্রভাব বিস্তার করে আছেন, তিনি তাঁদের অন্যতম। তাঁর মতো প্যারীচাঁদেরও উদ্দেশ্য ছিলো সমাজশোধন ও নীতি শিক্ষা। ঠিক সে কারণে তাঁর হাস্যরস হয়ে পড়েছে ব্যঙ্গধর্মী (Staire)। হাসির ছলে আঘাত, ও আনন্দরসের সঙ্গে শিক্ষার কষ মিশিয়ে দেয়াই ছিলো লেখকের উদ্দেশ্য।[৩৩]

হাস্যরসের স্রষ্টা হিসেবে কালীপ্রসন্ন সিংহ বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃতিতে এক অনশ্বর প্রতিভা। তিনি ছিলেন নাট্যকার, নাট্যমঞ্চ-সংস্থাপক, কথ্যভাষার প্রবর্তক, হাস্যরসাত্মক নক্সা রচয়িতা ও মহাভারতের অনুবাদক। তাঁর *হুতোম প্যাঁচার নক্সায়* উনিশ শতকের কলকাতার জমিদার ও অবতার, ব্রাহ্ম ও পাদরি, বুড়ো ও ধেড়ে খোকা, মাতাল ও মোসাহেব, বাবু ও বাবাজী, বুকিং ক্লার্ক ও স্টেশন মাস্টার কেউই রেহাই পায়নি।[৩৪] তবে *হুতোম প্যাচার নক্সায়* কৌতুক পরিবেশিত হয়েছে কয়েকটি হুতোমী গান ও হাস্যোদ্দীপক গল্পের মধ্যে।

দীনবন্ধু মিত্রও এ ধারার অন্যতম পথিকৃৎ। তাঁর মতো প্রায় কেউ হাসাতে পারেননি, এমনকি কাঁদাতেও নয়। তাঁর লেখার মধ্যে গ্রামীণ জীবনের যে প্রকাশ হয়েছে, দীনবন্ধু তাঁর সঙ্গে প্রাণসত্তা মিশিয়ে ফেলেননি শুধু, হাস্যরসিকের জীবন দিয়ে সে জীবনের তীক্ষ্ণ ও তির্যক ভাব, অর্থাৎ বাস্তব-রূপ সম্পর্কে অন্তরসন্ধানী সূক্ষ্ম-পর্যবেক্ষণ করেছেন। তিনি সে জীবনের কথা বলতে গিয়ে কল্পনার রঙের আশ্রয় নেননি; বরং বাস্তবের কাছাকাছি থেকে সে সকল মানুষের আচার-আচরণ, তাদের ভাষার প্রতিটি শব্দ, বাগভঙ্গি, প্রবাদ-প্রবচন, কুসংস্কার প্রভৃতি বিষয়, এমনকি তাদের চোখের ইশারা, মুখের ভাব ইত্যাদি বিষয়ও গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করেন।

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় রবীন্দ্রোক্ত 'নির্মল, শুভ্র, সংযত হাস্য'[৩৫] আনয়ন করেননি, চিরবাহিত সমাজ জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যে হাস্যরস সৃষ্টি করলেন, তা সার্বভৌম, বুদ্ধিবিলাসী ও নাগরিক জীবনের সামগ্রী হয়ে উঠেছিলো। সেখানে ব্রাত্যজনের প্রবেশাধিকার ছিলো না সত্যি, তবে হীরা আয়ি, গোবরার মা, ব্রহ্ম ঠাকুর,

নয়ানবৌ জায়গা পেয়েছে। বাংলা রসরচনার ক্ষেত্রে ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায় (১৮৪৭-১৯১৯) ও যোগেশচন্দ্র বসুও (১৮৮৫-১৯৩৩) একটি বিশেষ ধারার প্রবর্তক। তবে এ ধারায় শরৎচন্দ্রও (১৮৭৬-১৯৩৮) কম নন। তাঁর হাস্যরস হিউমারধর্মী হলেও, আছে ব্যঙ্গের উপস্থিতি। আর, প্রমথ চৌধুরী (১৮৬৮-১৯৪৬) বীরবলের রসিকতা আত্মসাৎ করে হয়ে উঠেছিলেন সাহিত্যসভার বিদূষক। তাঁর প্রকৃতির মধ্যে ছিলো বাগবৈদগ্ধ, মজলিশি ঢঙ ও অভিজাত মানসিকতা। বিংশ শতাব্দীতে বাংলা সাহিত্যে প্রমথ চৌধুরী, শরৎচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথ বুদ্ধি ও হৃদয়ের বন্ধনে ছিলেন পরিপূর্ণ। প্রমথ চৌধুরীতে ছিলো উইট, শরৎচন্দ্রে হিউমার, আর, রবীন্দ্রনাথে উইট ও হিউমারের যুগলবন্দী।[৩৬] এঁদের পর্যায় উত্তীর্ণ করে আমরা দেখতে পাই কবি কালিদাস রায়কে (১৮৮৯-১৯৭৫)। হাস্যরস সৃষ্টিতে তিনি বিশেষ অবদান রাখলেও প্যারোডি ও ব্যঙ্গরচনায় সজনীকান্ত দাসের (১৯০০-৬২) শ্রেষ্ঠত্ব অনস্বীকার্য। সকল আর্টের মতো ব্যঙ্গের আর্টও প্রচ্ছন্নতা ও ছদ্ম আবরণের মধ্যে সার্থক ও প্রভাবশালী হয়ে উঠেছে তাঁর রচনায়।

সেই ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত থেকে শুরু করে বাংলা সাহিত্যের মোটা দাগের কবি ও সাহিত্যিকদের হাস্যরস সৃষ্টির যে খতিয়ান পাওয়া গেছে তার মধ্যে কেউ আক্রমণ প্রতি আক্রমণে, কেউ অযোগ্যতা, ভণ্ডামি ও প্রতারণার প্রতি বিরক্ত, কেউ বাস্তবের কাছাকাছি জীবনাচরণ, ভাষা, প্রায়োগিক শব্দ, বাগভঙ্গি, প্রবাদ প্রয়োগের মাধ্যমে, কেউ হাস্যরসের মধ্যে নির্মল ও সংযত হাসির মধ্যে, কেউবা অদ্ভুত কাহিনি ও উদ্ভট চরিত্র চিত্রণে, কেউ মাইকেলি নামধাতু ও অমিত্রাক্ষর ছন্দ প্রয়োগে, কেউ হাস্যকর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য প্রয়োগে, কেউবা হিউমার ধর্মী রঙ্গরস উপস্থাপনে, কেউ প্যারোডি রচনা করে বাঙলা সাহিত্যে হাস্যরসের ধারায় বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছেন। লোককবি প্রফুল্লররঞ্জন বিশ্বাস কিন্তু উপর্যুক্ত বৈশিষ্ট্যপূর্ণ কবিদের উত্তরসূরি হিসেবে কোনো বাঁধানো পথে হাঁটেননি। তাঁর রচিত গানে কোনো প্রকার রঙ্গব্যঙ্গের, কারো প্রতি আক্রমণের কোনো মনোভাবই নেই। এমনকি, নেই প্যারোডি রচনার মতো কোনো চেষ্টাও। তিনি নির্মোহভাবে গ্রামীণ মানুষের নিত্যদিনের জীবনসমস্যার স্বরূপ এমনভাবে উপস্থাপন করেছেন, সেটিই তাঁর স্বাতন্ত্র্যের সূচক। তবে দীনবন্ধু মিত্রের ভাষা, প্রবাদ-প্রবচন, প্রায়োগিক শব্দ, জীবনাচরণ প্রভৃতির সঙ্গে প্রফুল্লরঞ্জনের হাসির গান বা হাস্যরসাত্মক গানের সাদৃশ্য আছে মনে হলেও, আসলে কারো রচনার এতটুকু অনুকৃতির কোনো চিহ্নই প্রফুল্লরঞ্জনের গানে খুঁজে পাওয়া দুষ্কর। বাংলা সংগীত ও কবিতার অঙ্গনে প্রফুল্লরঞ্জন এদিক থেকে একজন লোককবি হিসেবে স্বরূপত স্বতন্ত্র।

এবং স্বাতন্ত্র্য

এ স্বাতন্ত্র্য শুধু নাটকীয়তায় নয়, বা ঔপভাষিকও নয়, এমনকি মানুষের আচার-আচরণ ছাড়াও অসুখ, ধরা যাক, দাদ, অম্বলের ব্যথা, বাতের ব্যথা, বৃদ্ধের মাজার ব্যথা ও চুলকানির মতো বিষয় ছাড়া একশো পঁয়ত্রিশটি গানের বিষয় বিন্যাসেও আলাদা। আলাদা অন্যের থেকে। আর, চুলকানি নিয়ে গান লেখা যায়, যা হাস্যরস ও অশ্রুজলে একাকার হয়ে যেতে পারে, তার দৃষ্টান্তও প্রফুল্লরঞ্জন বিশ্বাসের গান।

> চুলকানির জ্বালাতে আরতো বাঁচিনে প্রাণে
> আমার এখানে চুলকোতি গেলি চুলকোয়ে যায় ওখানে।

একেতো গরমের জ্বালা তাতে আবার ওনার ঠ্যালা
দুই বিপদে কাছা খোলা কুলোয় না আর জীবনে।
চুলকোয়ে আর কত পারি আচা থুয়ে ঝিনেই ধরি
মা মোনোসা আল্লা হরি দেখলো না কেউ নয়নে।
যার কাছে কই ওষুধ খুঁজি সেই জানে এর কবিরাজী
শেষে দেখি সেই দরজী পথে বসে কুক টানে।[৩৭]

চুলকানি বিষয়ে আরও একটি গান আছে তাঁর। এ গানে চুলকানির কষ্টের পাশাপাশি ছেলে-মেয়েদের চুলকানির প্রসঙ্গটি হাস্যরসাত্মক হলেও চোখে জল এসে যায়। এখানেই হাসির গানে অন্যান্য কবিদের সঙ্গে প্রফুল্লরঞ্জনের সাদৃশ্য। স্ত্রীকে পুজোয় স্বামী ভালো কাপড় দিতে চেয়েছিলো, যা পরে স্ত্রী পুজো দেখবে। কিন্তু স্বামী যে কাপড় দিয়েছে তার বর্ণনা স্ত্রীর মুখ থেকে শোনা যেতে পারে :

পুজোর সময় ভালো কাপড় দিতি চাইছিলে।
এই বুঝি সেই ভালো কাপড় কোন চোখ দিয়ে চিনিলে?
সিটকেনে পাড় বুন্যি বেখাস্তা
বৈরেগীরা বানায় এদে চাল থোয়া বাস্তা
এই হেন বুঝি পা'য়ে সস্তা ভালোফাসে আনিলে।
ভাবতিছি এই অনেক দিন ধ'রে
পুজো দেহে বেড়াবো ঐ কাপড় হান ফরে
সখডা দিলে মাটি অরে অন্তরেও দাগ দিলে।[৩৮]

স্বামী তার উত্তরও দিয়েছে অভাবের প্রসঙ্গ উল্লেখ করে। আরও বলেছে ভালোবাসা হলো অন্তরের বিষয়। তাকে কাপড় দেয়া থোয়ার মধ্যে টেনে আনা কেন? আরও পৌরাণিক কাহিনির উল্লেখ করে সীতা সাবিত্রীর উদাহরণ দিয়ে বউয়ের মনোযোগ আকর্ষণের চেষ্টা করেছে।

এ পুজোতে ভালো কাপড় দেব ক্যামবালায়
বোছোর ভ'রে কিনে খাওয়া– তাল সামলানো বিষম দায়। ...
তুই ধরিছিস কাপড়ের বয়ান
গাছের বাকল প'রে সীতা সাবিত্রী পায় মান
পতির পরে যার আছে টান সে কি ভালো কাপড় চায়?
ভালোফাসা অন্তরের জিনিস
কাপড় ক্যাথার মধ্যি তারে ক্যান টানে আনিস,
তোর ভালো তো তুই বুঝিছিস, আমার ক'দিন কি উপায়?[৩৯]

রাসের সময় হলদির চরে স্নান করতে যাওয়া দীর্ঘদিনের রেওয়াজ। সাধক হরিভজন পাগল এ উৎসবের গোড়া পত্তন করেন। ডাকাতের ভয় উপেক্ষা করে সেই রাস উৎসবে যাওয়া বিষয়ে প্রফুল্লরঞ্জনের গানটি অবিমিশ্র

আনন্দ বেদনার ফলশ্রুতি।

গত বোছোর রাসের সোমায় অলদির চরে যা'য়ে লো ভাই
যে দৌরাত্যি অয়ে গেছে সে কতা আর কারে জানাই।
আগুন জলের তিন মোহনায় ডায়াত পোলো আমাগে নায়
পরানের দায় দিদি শেষে ধরে দেলাম যা ছেলো তাই।
খাজো এট্টা ডায়াত আ'সে গুতো মারলো কোঁয়ের পাশে
এক পোড়ালী নিয়ে গেলো আংটা ভাঙ্গা লোহার কড়াই।[৪০]

এক সময় সুন্দরবন অঞ্চলের মানুষের ধান রোয়ার পরে তাদের ছিলো দীর্ঘ অবসর। এ সময়ে আয়েস করে যেত সাগরে পাংগাস মাছ ধরতে। সুস্বাদু সেই পাংগাস মাছ সম্পর্কে প্রফুল্লরঞ্জনের হাসির গান :

পাংগাস মাছের প্যাটের মাছে ভগবানের অংশ আছে
এমনি কলে রেঁন্ধে দেবো মাছ থুয়ে হাত চাটতি চাবা।
ত্যাল যদি অয় ঐ পাংগাসে নাল টোপাবে গাসে গাসে
মাছের পাছে মাসে মাসে বাড়ি থুয়ে দূরে রবা।[৪১]

বুতের বিলের কই মাছ প্রসঙ্গে প্রফুল্লরঞ্জনের আছে একটি অসাধারণ গান। কই মাছ খাওয়ার জন্যে প্রাণেশ্বরের কাছে প্রাণেশ্বরীর আব্দার :

শুনিছি সে এক বিঘেতে কই
ঝোলে ঝালে ভাজায় ভাতে সব তাতে জুতসই
শুনে ইস্তি তোমারে কই হইছে নাড়ী খেমচি জ্বর।
সত্যি যদি আমার ভালো চাও
মা'রে পারো কিনে পারো মাছ আনে খাওয়াও
কামাই পাইছো আজ চলে যাও জীবন আমার আলের 'পর।[৪২]

এ গানগুলো শোনার পরে আমাদের মনে হয়েছে, প্রফুল্লরঞ্জনের রচিত এ গান গ্রামীণ জীবনের নিত্য দিনের জীবননিষ্ঠ বিষয় এবং একটি অভিনব সংযোজন, যা বাংলা সাহিত্যের একটি বড় সম্পদও। এ গানের সঙ্গে অন্যদের তুলনা করতে গিয়ে একটি কথা মনে রাখতে হবে : দ্বিজেন্দ্রলাল, রজনীকান্ত, সত্যেন্দ্রনাথ, নজরুল ইসলাম ও অন্যান্য কবিদের হাসির গান ও কবিতা বুঝতে গেলে, সবার জন্যে না হলেও, অনেকের ক্ষেত্রে ইতিহাস জ্ঞান আবশ্যক। তাছাড়া, থাকতে হবে এ বিষয়ে বিশেষ ধারণা। কিন্তু প্রফুল্লরঞ্জনের গানের বিষয় বুঝতে গেলে আঞ্চলিক ভাষা বুঝতে পারলেই হলো। তৎকালীন সময়ে উচ্চশিক্ষার বৈগুণ্যে সমাজে ইংরেজ প্রীতি, পরাধীনতা, অনুকরণসর্বস্বতা প্রভৃতির প্রতি কবিগণ তীব্র শ্লেষাঘাত করেছেন। প্রফুল্লরঞ্জনের গানে সে রকম বিদ্রূপ বা শ্লেষের ব্যবহার নেই। পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৬৬-১৯২৩) ও স্যার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৪৪-১৯১৮) দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের গান আসরে শুনে যথাক্রমে মন্তব্য করেন, 'এতো হাসির গান নয়

দ্বিজেন্দ্রবাবু, এ যেন কান্নার গান' ও 'এ কি হাসির গান? এ যে Cruelest Tragedy।'[৪৩] কিন্তু প্রফুল্লরঞ্জনের গান বাংলা সাহিত্যের রঙ্গমঞ্চে অপাংক্তেয়দের জীবনচিত্র। এর মধ্যে যে ছবি আছে সে ছবিতে শুধুই মানুষ ও মানুষের অতি সাধারণ জীবনের অভাব-অনটন, আচার-আচরণ, ক্ষোভ ও ভালোবাসা, দাম্পত্য জীবনে স্বামী-স্ত্রীর পছন্দ-অপছন্দ নিয়ে ঝগড়া-বিবাদ, অন্তর্দ্বন্দ্ব-বহির্দ্বন্দ্ব প্রভৃতির প্রকাশ ঘটেছে। প্রফুল্লরঞ্জনের উদ্দেশ্য ছিলো এদের জীবনের ছবিটি তাদের স্বভাষায় স্বঅভিব্যক্তিতে অকৃত্রিমভাবে প্রকাশ করা। এ প্রসঙ্গে নরেন্দ্রনাথ রায়কে লেখা একটি চিঠিতে তিনি বলেন : আমি অবজ্ঞাত, অবহেলিতদের সুখ-দুঃখ, আনন্দ-বেদনার কথা সরল সহজ ভাষায় প্রকাশ করিয়াছি। প্রথম হইতে শেষ গানটি সকল মনে আনন্দ পরিবেশন করিয়াছে।[৪৪] তিনি সামাজিক অসংগতি মূলক যে গান লিখেছেন, সেখানেও হাস্যরস বর্তমান। তবে গ্রামীণ জীবনের মানুষ ও মানুষের বিভিন্ন বিষয়, যা শহুরে বা আধুনিক মানুষের কাছে কোনো কিছুই বলে মনে হয় না, তাঁর এ হাসির গান বা কমিক গানে সেই না জানা বিষয়গুলো অধিক মাত্রায় প্রকাশিত হয়েছে। এমনকি, দেশত্যাগের মতো একটি মর্মন্তুদ ও অবিসংবাদিত বিষয়ও এ গানের মধ্যে প্রকাশিত হয়েছে। ডি. এল. রায়, রজনীকান্ত, সত্যেন্দ্রনাথ ও অন্যান্য কবিদের কবিতা বা গানের ভাষা কিন্তু আঞ্চলিক নয়। মান ভাষায় মানী লোকের যতটুকু মান রাখা যায়, কিংবা বিদ্রূপ করা যায়, তাঁরা তা করতে কসুর করেননি। প্রফুল্লরঞ্জন সে রকম মান রাখা না রাখার বিষয়ে তো যানই নি; বরং গানের ভাষার পুরোটাই আঞ্চলিক উপভাষায় প্রকাশ করে একটি অন্য রকম নির্মিতির স্রষ্টা হয়ে উঠেছেন। এ ভাষায় গ্রামীণ মানুষের অন্তর্জাগতিক জীবন ব্যবস্থার যে কলমী ছবি এঁকেছেন, তা একদিকে যেমন সর্বজনীন, অন্যদিকে অভিনবত্বের কারুকাজে এক বিস্ময়কর সংযোজন।

উপসংহার

কাজী নজরুল ইসলাম *চন্দ্রবিন্দু* কাব্যে কয়েকটি 'কমিক গান' রচনা করেন। সে গান ও কবিতাগুলোতে সামাজিক ও রাজনৈতিক বিষয় হিসেবে প্যাক্ট, সর্দা-বিল, লীগ-অব-নেশন্, ডোমিনিয়ন স্টেটাস্, রাউন্ড-টেবিল-কনফারেন্স, সাইমন কমিশনের রিপোর্ট ও প্রাথমিক শিক্ষা বিল প্রসঙ্গে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ-ঠাট্টা-তামাসার ছবি অঙ্কিত হয়েছে। এ কাব্যে ইতিহাস, বিশেষ করে রাজনৈতিক ইতিহাস থাকায় গ্রন্থটি প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে বাজেয়াপ্ত (অক্টোবর, ১৯৩১) হয়।[৪৫]

এ কাব্যের কবিতা ও গানগুলো ব্যঞ্জনাময় ইঙ্গিতের সাহায্যে মর্মভেদী ও গা জ্বালা করা টিপ্পনীতে যে শিল্পগুণের প্রকাশ ঘটেছে তা ইতিহাসের একটি বিশেষ অধ্যায়। এ কবিতার মধ্যে আছে বুদ্ধির ঝলকানি। অন্যদিকে প্রফুল্লরঞ্জনের গানে যুগপৎ Wit ও শিল্পগুণ বর্তমান। কেননা, তাঁর বলার কৌশল এমনই রসমণ্ডিত এবং চমৎকার যে, তা শ্রোতৃমণ্ডলীকে আকৃষ্ট করবেই। কারণ,

> Wit শব্দ বা অর্থ-ব্যঞ্জনায় হাস্যরস উদ্রেক করে, Humour (মুক্ত-হাস্য) সমস্ত অনুভূতিকে আন্দোলিত করিয়া সহানুভূতিশীল হৃদয়ে আবেদন জানায়। Wit বুদ্ধিমত্তা ও পাণ্ডিত্যের পরিচায়ক, Humour যাহা অদ্ভুত, তাহাকে সস্নেহভাবে গ্রহণ করে। Humour-এ আঘাত বা আক্রোশ নাই, প্রসন্ন আনন্দ-বোধ বা বেদনা-বিধৌত নির্লিপ্ত হাসির ব্যঞ্জনা আছে। এই Humour আবার করুণ রসাশ্রিত হইলে সর্ব্বাপেক্ষা সুগভীর ও উচ্চস্তরে উন্নীত হয়। প্রতিকারহীন দৈন্য-দুর্দ্দশার মধ্যেও লেখক যখন ব্যক্তিগত জীবনের গভীর বেদনাকে

> জীবনের প্রতি কোন অভিযোগ বা আক্ষেপহীন ভাব দৃষ্টির সাহায্যে পাঠকের মনে রস-সঞ্চার করে, তখন এই শ্রেণীর হাস্য-রস সৃষ্টি হয়। লেখকের হাস্যোচ্ছল লঘুতায় তখন বেদনার সকরুণ দীপ্তি রামধনু সৌন্দর্য্য সৃষ্টি করে– তাই তাঁহার হাসির পশ্চাতে অশ্রুবিন্দু ঝলমল করিয়া উঠে।[৪৬]

প্রফুল্লরঞ্জন বিশ্বাসের এ গানগুলো Humour ও Farce বা হাস্যাত্মক নাটকীয়তার যুগলবন্দী। অনেক আলঙ্কারিকের ধারণা, কৌতুক গ্রাম্যতা দোষে দুষ্ট। কিন্তু যাকে 'গ্রাম্যতা' নির্ভর রচনা বলা হচ্ছে তা কী সত্যি দুষ্ট? গ্রামীণ বিষয় নির্ভর রচনা বাংলা সাহিত্যে থাকলেও, প্রফুল্লরঞ্জন গ্রামীণ বা আঞ্চলিক ভাষায় যে চিত্র এঁকেছেন, সে বিষয়ে কোনো আলঙ্কারিক এতটুকু ভেবেছেন কিনা সন্দেহ। তাছাড়া, এ বিষয়টি বাংলা সাহিত্যে এমনই আনকোরা যে, স্বতন্ত্র আলোচনার দাবি রাখে। বাংলা সাহিত্য এমনিতে হাস্য-রসের দিক থেকে যথেষ্ট ঋদ্ধ নয়। আর, যে হাস্যরস পরিবেশিত হয় তা খানিকটা জৈব ও যৌন বিষয় সংশ্লিষ্ট। সত্য, সুন্দর ও নির্মল হাস্যরসের বড়ই অভাব। প্রফুল্লরঞ্জনের গানে খানিকটা হলেও, অঞ্চল বিশেষের ভাষায় রচিত, গ্রামীণ খেটে খাওয়া শোষণক্লিষ্ট মানুষ, এবং যে মানুষই লোকসংস্কৃতির ধারক-বাহক, তাদের জীবনচিত্র উপস্থাপনের মাধ্যমে সে অভাব নিরসন করা যেতে পারে। এ দিক থেকে বলা যায়, প্রফুল্লরঞ্জন আঞ্চলিক ভাষার গান, কিংবা হাসির বা কমিক গান বাংলা হাসির গানের ইতিহাসে প্রচলিত ধারায় রচিত না হলেও তা যেমন অনুকৃতিহীন একটি বিশেষ সৃষ্টির মর্যাদা পাবে, তেমনি স্বাতন্ত্র্যের জন্যে পাবে আলাদা স্বীকৃতি। লোকগানের ইতিহাসে এ জাতীয় ব্যতিক্রমী সৃষ্টি একটুখানি জায়গা পেলে বহুমাত্রিক গানের রচয়িতা হিসেবে লোককবি প্রফুল্লরঞ্জন বিশ্বাস তাঁর লোকগানের সম্ভার নিয়ে যুক্ত হতে পারবেন লোকসংস্কৃতির অঙ্গনে।

তথ্যনির্দেশ

১. William McDougall তাঁর গ্রন্থে সাত প্রকার হাসির কথা উল্লেখ করেন।
অজিতকুমার ঘোষ, *বঙ্গসাহিত্যে হাস্যরসের ধারা*, কলকাতা, করুণা প্রকাশনী, ২০১৫, পৃ. ১

২. তদেব, পৃ. ১

৩. *The Expression of the Emotions* by Chaeles Darwin, তদেব, পৃ. ২

৪. ঈষদ্বিকাসি নয়নং স্মিতং স্যাৎ স্পন্দিতাধরং।
কিঞ্চিল্লক্ষ্য দ্বিজং তত্র হসিতং কথিতং বুধৈঃ ।
মধুর স্বরং বিহসিতং সাংসশির কম্পমবহসিতং।
অপহসিতং সাস্রক্ষং বিক্ষিপ্তাঙ্গং ভবত্যতিহসিতম্।
তদেব, পৃ. ৩

৫. তদেব, পৃ. ৭-৮

৬. সে পাণ্ডুলিপি বর্তমান লেখকের কাছে সংরক্ষিত আছে

৭. সুরঞ্জন রায়, 'বিজয় সরকার ও প্রফুল্লরঞ্জনের গানের বৈচিত্র্য ও বিষয় সমতা' *বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি ষান্মাসিক বাংলা পত্রিকা*, ত্রিত্রিংশ বর্ষ, ১ম ও ২য় যুক্ত সংখ্যা, ২০১৫। পৃ. ২১-৪৫

৮. বিজয় সরকার, *বিজয়গীতি*, কলকাতা, লোককবি প্রকাশন, ১৯৯৮, পৃ. ১৭২-৭৩

৯. 'কইসণি হালো ডোম্বী তোহো রি ভাভরীআলী ।'

'ডোম্বিত আগলি নাহি ছিণালী ।'

অতীন্দ্র মজুমদার সম্পাদিত, *চর্যাপদ*, ঢাকা, কথাশিল্প প্রকাশন, ২০১৮, পৃ. ১১৮

১০. অজিতকুমার ঘোষ, *বঙ্গসাহিত্যে হাস্যরসের ধারা*, পৃ. ২৭

১১. তদেব, পৃ. ৩০

১২. তদেব, পৃ. ৩২

১৩. প্রফুল্লরঞ্জন বিশ্বাসের অপ্রকাশিত পাণ্ডুলিপি

১৪. তদেব

১৫. তদেব,

১৬. তদেব,

১৭. অজিতকুমার ঘোষ, *বঙ্গসাহিত্যে হাস্যরসের ধারা*, পৃ. ৩৪-৩৫

১৮. প্রফুল্লরঞ্জন বিশ্বাসের অপ্রকাশিত পাণ্ডুলিপি

১৯. তদেব,

২০. তদেব,

২১. তদেব,

২২. তদেব,

২৩. অজিতকুমার ঘোষ, *বঙ্গসাহিত্যে হাস্যরসের ধারা*, পৃ. ১৫

২৪. প্রফুল্লরঞ্জন বিশ্বাসের অপ্রকাশিত পাণ্ডুলিপি

২৫. তদেব,

২৬. তদেব,

২৭. অজিতকুমার ঘোষ, *বঙ্গসাহিত্যে হাস্যরসের ধারা*, পৃ. ২৩

২৮. এঁরা ছাড়া, এ ধারায় গান ও কবিতা লিখেছেন : শরৎচন্দ্র পণ্ডিত (দাদাঠাকুর) (১৮৮১-১৯৬৯), নবদ্বীপ হালদার (১৯১১-৬২), তুলসী লাহিড়ি (১৩০৩-৬৬), রঞ্জিত রায়, কালিদাস রায়, সজনীকান্ত দাস ও যশোদাদুলাল মণ্ডল। দাদাঠাকুর ভোট নিয়ে লিখলেন : ভোট দিয়ে যা/ আয় ভোটার আয় ।/ মাছ কুটলে মুড়ো দিব/গাই বিয়োলে দুধ দিব/ সুদ দিলে টাকা দিব/ ফি দিলে উকিল হব/ চাল দিলে ভাত দিব/ মিটিং-এ যাব না/ অবসর পাব না/ কোনো কাজে লাগব না/ জাদুর কপালে আমার ভোট দিয়ে যা।

স্বপন সোম, 'বাংলা হাসির গান ও প্যারডি,' সৌমিত্র লাহিড়ী সম্পাদিত, *বাংলা সংগীত মালা ১৪১৪*, পৃ. ১৭৩

২৯. *দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের নির্বাচিত হাসির কবিতা*, ভূমিকা, পৃ. ৬

৩০. ড. গৌরী দে, *রঙ্গ-ব্যঙ্গ সংগীত*, কলকাতা, দেব সাহিত্য কুটীর প্রাইভেট লিমিটেড, ২০০৮, পৃ. ২১৬

৩১. রসনার তৌলে করি সৌন্দর্য বিচার,
(ও গো) সমালোচকের দল! প্রসীদ এবার।
"অন্ধ অনুকারী" যত বঙ্গ কবিবর,
(আহা) তাই হয় নাই মোচা তোমার আদর।
উদয় হয়েছে চাঁই এবে অকস্মাৎ,
(জোরে) চেঁচায়ে যে ক'রে দিতে পারে বাজীমাৎ।
স্বভাব-কবি সে নহে– স্বভাব ক্রিটিক,
(ঠিক) টিক্‌টিকি সম সদা করে টিক্‌টিক।
নিয়েছে সে তোর দিক 'উপেক্ষিতা' বলি'
(মরি) তোমারে মাথায় করি' ফিরে গলি গলি।
হামেশা ফুকারি' ফিরে হামবড়া-চাঁই,
(বলে) 'হাম্বা' রবের বাড়া বে আর নাই।
হরপ্রসাদ মিত্র, *সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের কবিতা ও কাব্যরূপ*, কলকাতা, মুকুন্দ পাবলিশার্স, ১৯৬৪, পৃ. ১৮২-৮৩

৩২. ড. গৌরী দে, *রঙ্গ-ব্যঙ্গ সংগীত*, পৃ. ৮১

৩৩. অজিতকুমার ঘোষ, *বঙ্গসাহিত্যে হাস্যরসের ধারা*, পৃ. ২১৯-২০

৩৪. তদেব, পৃ. ২২৫

৩৫. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *আধুনিক সাহিত্য*, ঢাকা, কথাকলি, ১৩৭৭, পৃ. ১০

৩৬. অজিতকুমার ঘোষ, *বঙ্গসাহিত্যে হাস্যরসের ধারা*, পৃ. ৩০৮

৩৭. প্রফুল্লরঞ্জন বিশ্বাসের অপ্রকাশিত পাণ্ডুলিপি

৩৮. তদেব,

৩৯. তদেব,

৪০. তদেব,

৪১. তদেব,

৪২. তদেব,

৪৩. প্রসূন মাঝি, 'ওই মহাসিন্ধুর ওপার থেকে : দ্বিজেন্দ্রলাল রায়,' সুব্রত রায়চৌধুরী সম্পাদিত, *তথ্যসূত্র*, পৃ. ১১৯

৪৪. প্রফুল্লরঞ্জন বিশ্বাসের চিঠিপত্র, চিঠি নং ৩৪। তারিখ : কুলটিয়া, ১৫ ফাল্গুন ১৩৬৩

৪৫. শিশির কর, *ব্রিটিশ শাসনে বাজেয়াপ্ত বাংলা বই*, কলকাতা, আনন্দ পাবলিশার্স লিমিটেড, ১৯৮৮, পৃ. ২৯৪

৪৬. শ্রীশচন্দ্র দাস, *সাহিত্য-সন্দর্শন*, ঢাকা, পৃ. ২১৯-২০

ISSN 2664-228X (Print)
ISSN 2710-3684 (Online)
Volume -IV, Issue-II, December 2022

Government Brajalal College
Khulna
Bangladesh

BL College Journal

ISSN : 2664-228X (Print)
ISSN 2710-3684 (Online)
Volume -IV Issue-II
December 2022

BL College Journal

A Peer Reviewed Journal

Contents

English Section

- Inclusion Probability in Simple Random Sampling by Hypergeometric Distribution
  Anwar H. Joarder and A.M. Mujahidul Islam 73-89
- A Study of Human Relations and Discrimination in the *Ghãtu* Site
  Raj Kumar Gurung, Ph.D 90-101
- The Nature of Caste-based Society: Evidence from India and Bangladesh
  Dr. K. M. Rezaul Karim 102-117
- Forest during Formative Years of Human Life: A Reading of *Amidst the Pines* by Singhal
  Bhawana Pokharel, Ph.D 118-128
- Indian Devotional Music: Its Relation with the Religious Concept of People and Iconography
  Dr. Sudarshana Baruah 129-134
- Significance of Co-curricular Activities to be Skilled Manpower: A Case Study on Khulna University
  Shima Chowdhury, Dr. Tuhin Roy, M.M. Abdullah Al Mamun Sony & Md. Mamunur Rashid 135-146
- Stimulating the Readers through Self-portraits in Biographies, Auto-biographies and Memoirs: Study of Hooks and Dillard's Narratives
  Mani Bhadra Gautam, Ph.D 147-159

Volume -IV, Issue-II, December 2022

BL College Journal
Full PDF
www.blcollege.edu.bd
ISSN 2664-228X (Print)
ISSN 2710-3684 (Online)
Volume -IV, Issue-II, December 2022
Pp. 73-89

Inclusion Probability in Simple Random Sampling by Hypergeometric Distribution

Anwar H. Joarder and A.M. Mujahidul Islam

Anwar H. Joarder
Department of Computer Science & Engineering
Faculty of Science & Engineering
Northern University of Business and Technology
Khulna-9100, Bangladesh
e-mail : ajstat@gmail.com
anwar.joarder@nubtkhulna.ac.bd

A.M. Mujahidul Islam Upazila Statistical Office
Bangladesh Bureau of Statistics
Dighalia, Khulna-9220, Bangladesh
e-mail : mujahid4659@gmail.com

Abstract

We review important probability issues in sampling from simple random sampling without replacement. The inclusion probability can be calculated by enumerating samples which is formidable for most cases of large samples or large population. A good number of possible situations have been considered. We prove that hypergeometric mass function provides an elegant solution to the problem.

Keywords

simple random sampling, inclusion probability, hypergeometric distribution, conditional probability

1. Introduction to Simple Random Sampling (SRS)

Over the last few decades, there have been important progresses in the methods of sampling. The book by Tille (2006) has described forty-six sampling methods. A simple random sample (srs) of size n is the one which is selected in such a way that every sample of the given size n has an equal probability of being selected. It is worth noting that it is a property of simple random sampling that every element in the population has

an equal chance of being included in the sample.

Suppose that the population size is N and the sample size is n. If repetition is allowed, then there will be a total of N^n samples. If we select one of them, the sample is a SRS with replacement. If the repletion is not allowed we will have a total of $\binom{N}{n}$ samples (note that we ignore order). If we select one of them, the sample is a SRS without replacement. If sampling is required in scientific investigations, we popularly adopt SRS without replacement.

Bebbington (1975), Mcleaod and Bellhouse (1983) and Tille (2006) and Ting (2021) have discussed many methods for drawing SRS from a finite population. In what follows, we will be using the Pochammer notation:

$$n^{\{0\}} = 1 \text{ and } n^{\{a\}} = n(n-1)...(n-a+1), \quad a \geq 1. \tag{1.1}$$

The following combinatorial identity is extensively used in the development of inclusion probabilities:

$$\binom{N-a}{n-a} \div \binom{N-b}{n-b} = \frac{(n-b)^{\{a-b\}}}{(N-b)^{\{a-b\}}},$$

$$\text{where } a > b \geq 1, \text{ or, simply, } \binom{N-c}{n-c} \div \binom{N}{n} = \frac{n^{\{c\}}}{N^{\{c\}}}, \quad c \geq 1. \tag{1.2}$$

The last identity is obvious by the following steps:

$$\frac{N^{\{c\}}}{n^{\{c\}}}\binom{N-c}{n-c} = \frac{N^{\{c\}}}{n^{\{c\}}} \times \frac{(N-c)!}{(n-c)!(N-n)!}, \text{ or,}$$

$$\frac{N^{\{c\}}}{n^{\{c\}}}\binom{N-c}{n-c} = \frac{N^{\{c\}}(N-c)!}{\left[n^{\{c\}}(n-c)!\right](N-n)!}, \text{ or,}$$

$$\frac{N^{\{c\}}}{n^{\{c\}}}\binom{N-c}{n-c} = \frac{N!}{n!(N-n)!}, \text{ or,}$$

$$\frac{N^{\{c\}}}{n^{\{c\}}}\binom{N-c}{n-c} = \binom{N}{n}.$$

We review some relevant probabilities of SRS in Section 2. Inclusion probabilities of

two and three elements are discussed in Sections 3 and 4 respectively. Conditional inclusion probabilities are discussed in Section 5. The general results are presented in Section 6. In Section 7, we conclude by providing a direction for further application of inclusion probability of SRS without replacement to other popular methods of sampling.

2. Probabilities Related to SRS

If X_1 is the first value drawn from a population of size N, X_2 is the second value drawn, … X_n is the n-th value drawn, and the joint probability distribution of these n random variables is given by

$$f(x_1, x_2, \ldots, x_n) = \frac{1}{N^{\{n\}}}, \text{ where } N^{\{n\}} = N(N-1)\ldots(N-n+1) \tag{2.1}$$

(Miller and Miller, 1999) for each ordered n-tuple, then $\{X_1, X_2, \ldots, X_n\}$ is said to constitute a random sample from the given finite population. The probability for each subset of n of the N elements of the finite population is

$$\frac{n!}{N^{\{n\}}} = 1 \div \binom{N}{n}. \tag{2.2}$$

This is often given as an alternative definition or as a criterion for the selection of a random sample of size n from a finite population of size N: Each of the $\binom{N}{n}$ possible samples must have the same probability. This is proved in Corollary 6.1 in many ways.

We now discuss some probabilities related to sampling without replacement by considering a small population. Consider a population of three doctors and two nurses denoted by A, B, C and D, E respectively. Notice that the individuals are distinctly identified. The sample space of a sample of 3 persons selected without replacement is given by

$$\{A,B,C\},\ \{A,B,D\},\ \{A,B,E\},\ \{A,C,D\},\ \{A,C,E\},$$
$$\{A,D,E\},\ \{B,C,D\},\ \{B,C,E\},\ \{B,D,E\},\ \{C,D,E\}.$$

(i) Probability That a Person is Included in a Particular Draw

Let $A_i (i = 1, 2, 3)$ be the event that Doctor A is included in the i-th selection. Then the probability that A is included in the 1st selection is $= P(A_1) = 1/5$. Since the sampling is without replacement, the probability that A is included in the 2nd selection is given by

$P(A_1' A_2) = P(A_1')P(A_2 \mid A_1')$ which equals

$P(A_1'A_2) = [1-P(A_1)]P(A_2 \mid A_1')$ which equals

$$\left(1-\frac{1+0}{1+4}\right)\left(\frac{1+0}{1+3}\right)=\frac{1}{5}.$$

Also the probability that A is included in the 3rd selection is given by

$P(A_1'A_2'A_3) = P(A_1')P(A_2' \mid A_1')P(A_3 \mid A_1'A_2')$ which equals

$P(A_1'A_2'A_3) = [1-P(A_1)][1-P(A_2 \mid A_1')]P(A_3 \mid A_1'A_2')$ which equals

$$\left(1-\frac{1+0}{1+4}\right)\left(1-\frac{1+0}{1+3}\right)\left(\frac{1+0}{1+2}\right)=\frac{4}{5}\times\frac{3}{4}\times\frac{1}{3}=\frac{1}{5}.$$

Obviously, the probability that unit j of the population of N units is included in the i-th selection is given by

$$\left(1-\frac{1}{N}\right)\left(1-\frac{1}{N-1}\right)\cdots\left(1-\frac{1}{N-(i-2)}\right)\frac{1}{N-(i-1)}=\frac{1}{N}.$$

The marginal distribution of X_r in (2.1) is thus given by

$$f(x_r)=\frac{1}{N},\ x_r = c_1, c_2 ...., c_N \qquad (2.3)$$

for $r = 1, 2, ..., n.$

(ii) *Probability That a Person Is Included in a Sample*

The probability that Doctor A is included in the sample is given by

$$P(A_1)+P(A_1'A_2)+P(A_1'A_2'A_3)=\frac{1}{5}+\frac{1}{5}+\frac{1}{5}=\frac{3}{5}.$$

Thus each of the 5 persons have the same chance $(3/5)$ of being selected in a without replacement sample of size 3.

Let $M(j)=\binom{N-j}{n-j}$, $j = 1, 2, \cdots, n.$ The number of samples of size n that contains unit j of the population of N units is $M(1)=\binom{N-1}{n-1}$. Since the total number of samples of size n is given by $M(0)=\binom{N}{n}$, the probability that unit j of the population

of N units is included in the sample is given by $\frac{M(1)}{M(0)} = \binom{N-1}{n-1} \div \binom{N}{n} = \frac{n}{N}$.

(iii) Inclusion Probability of a Unit for SRS Without Replacement

Let π_j be the probability that unit $j(j = 1,2,\ldots,N)$ of the population is included in the sample. Then $\pi_j = P(j \in \underset{\sim}{s})$, or, $\pi_j = \sum_{\underset{\sim}{s} \ni j} P(\underset{\sim}{s})$, where $\underset{\sim}{s}$ is the set containing all possible $\binom{N}{n}$ samples.

Example 2.1 Let $\{A,B,C,D,E\}$ be a population of 5 units. Then there will be 10 possible samples of size 3.

a. Write out all possible samples.

Solution :

$\{A,B,C\}$, $\{A,B,D\}$, $\{A,B,E\}$, $\{A,C,D\}$, $\{A,C,E\}$,
$\{A,D,E\}$, $\{B,C,D\}$, $\{B,C,E\}$, $\{B,D,E\}$, $\{C,D,E\}$.

b. The probability that the third unit C is included in the sample is given by

$\pi_3 = \pi_C = P(C \in \underset{\sim}{s})$, or, $\pi_3 = \sum_{s \ni C} P(\underset{\sim}{s})$, or,

$\pi_3 = \pi_C = P(\{A,B,C\},\{A,C,D\},\{A,C,E\},\{B,C,D\},\{B,C,E\},\{C,D,E\})$, or,

$\pi_3 = \pi_C = P\{A,B,C\} + P\{A,C,D\} + P\{A,C,E\} + P\{B,C,D\} + P\{B,C,E\} + P\{C,D,E\})$.

Note that $\{A,B,C\} = \{ABC, ACB, BAC, BCA, CAB, CBA\}$. The event $\{A,B,C\}$ means that A,B and C are selected in the sample in any order whereas the event $\{ABC\} = \{A_1B_2C_3\}$ and the order is important.

$P\{A,B,C\} = P(ABC, ACB, BAC, BCA, CAB, CBA)$.

Obviously, $P(ABC) = P(A_1B_2C_3) = P(A_1)P(B_2 \mid A_1)P(C_3 \mid A_1B_2)$, which equals

$P(ABC) = \frac{1}{5} \times \frac{1}{4} \times \frac{1}{3} = \frac{1}{60}$, i.e.,

$f(x_1,x_2,x_3) = \frac{1}{5(4)(3)}$.

Similarly, it can be proved that

$P(ACB) = P(BAC) = P(BCA) = P(CAB) = P(CBA) = \frac{1}{60}$ so that

$$P\{A,B,C\} = P(ABC) + P(ACB) + P(BAC) + P(BCA) + P(CAB) + P(CBA) = 6 \times \frac{1}{60} = \frac{1}{10}.$$

Each of the $\binom{N}{n} = 10$ possible samples has the same probability as $1 \div \binom{5}{3}$ Hence $\pi_3 = 6 \div \binom{5}{3}$. Since in each of the above samples, we have the element C, we are choosing (3-1) other units from the population with $\{A,B,D,E\}$. Since this new 'population' has 4 elements, this can be done in $\binom{5-1}{3-1} = \binom{N-1}{n-1}$ ways. A notation for the number of samples that contain the unit C of the population would be $\sum_{s \ni C} 1 = \binom{5-1}{3-1} = 6$. Finally, we have $\pi_3 = \binom{5-1}{3-1} \div \binom{5}{3} = \frac{3}{5}$.

c. What is the probability that the second unit (i.e. unit B) of the population is selected in the sample?

Solution:

$$\pi_B = P\big(\{A,B,C\},\ \{A,B,D\},\ \{A,B,E\},\ \{B,C,D\},\ \{B,C,E\},\ \{B,D,E\}\big),$$

$$\pi_B = P\{A,B,C\} + P\{A,B,D\} + P\{A,B,E\} + P\{B,C,D\} + P\{B,C,E\} + P\{B,D,E\},$$

$$\pi_B = \frac{1}{10} + \frac{1}{10} + \ldots + \frac{1}{10},$$

$$\pi_B = \frac{6}{10} = \frac{3}{5}.$$

A Combinatorial Solution is presented below:

Possible samples are given by the following

$\{A,B,C\},\ \{A,B,D\},\ \{A,B,E\},\ \{A,C,D\},\ \{A,C,E\},$
$\{A,D,E\},\ \{B,C,D\},\ \{B,C,E\},\ \{B,D,E\},\ \{C,D,E\}$

which are $\binom{5}{3} = 10$ in number.

The number of samples that contains unit B of the population is $\binom{5-1}{3-1} = 6$ and they are given below: $\{A,B,C\},\ \{A,B,D\},\ \{A,B,E\},\ \{B,C,D\},\ \{B,C,E\},\ \{B,D,E\}$. This can also be viewed as number of ways of selecting 2 units from $\{A,C,D,E\}$ so that B can be associated with each of the 6 samples. Then the probability that the second unit (i.e. unit B) of the population is selected in the sample is given by

$$\pi_2 = P(a_2 = 1) = \frac{6}{10}.$$

Lemma 2.1 The probability that unit j $(j = 1,2,\ldots,N)$ of the population is included in a simple random sample of size n without replacement is given by

$$\pi_j = \frac{n}{N}, \quad j = 1,2,\ldots,N \tag{2.4}$$

Proof. A notation for the number of samples that contain the unit j of the population is $\sum_{\underset{\sim}{s} \ni j} 1 = \binom{N-1}{n-1}$.

The total number of samples of size n that can be drawn from a population of size N is given by $\binom{N}{n}$. Then, $\pi_j = \binom{N-1}{n-1} \div \binom{N}{n}$, which equals $\pi_j = \frac{n^{\{1\}}}{N^{\{1\}}}$ by (1.2). This is the same as (2.4).

3. Inclusion Probability of Two Units

Lemma 3.1 The probability that units i and j $(i = 1,2,\ldots,N; j = 1,2,\ldots,N; i \neq j)$ of the population are included in the sample (in any order; order is not important) is given by $\pi_{ij} = \frac{n^{\{2\}}}{N^{\{2\}}}$, (3.1)

where $n^{\{a\}}$ is defined by (1.1).

Combinatorial Proof

Since in case of SRS without replacement, the probability that a sample of $n(< N)$ units is selected from a population of N units is given by $P(\underset{\sim}{s}) = 1 \div \binom{N}{n}$, so that the probability that units i and j are included in the sample is

$$\pi_{ij} = P(i, j \in \underset{\sim}{s}) = \sum_{\underset{\sim}{s} \ni i,j} P(\underset{\sim}{s}),$$

$$\pi_{ij} = \left(\sum_{\underset{\sim}{s} \ni i,j} 1\right) \div \binom{N}{n}.$$

The summand is the number of samples that have both units i and j. This will amount to choosing $(n-2)$ elements from a "population" that does not have units i and j. That is

$$\sum_{\underset{\sim}{s} \ni i,j} 1 = \binom{N-2}{n-2}.$$

Hence, $\pi_{ij} = \binom{N-2}{n-2} \div \binom{N}{n}$.

Then by (1.2), we have $\pi_{ij} = \dfrac{n^{\{2\}}}{N^{\{2\}}}$,

where $a^{\{n\}}$ is defined in (1.1). This is the same as (3.1).

Proof by Conditional Probability

$$\pi_{ij} = P(a_i = 1, a_j = 1) = P(a_i = 1)P(a_j = 1 \mid a_i = 1),$$

$$\pi_{ij} = \pi_i \pi_{j|i} = \left[\binom{N-1}{n-1} \div \binom{N}{n}\right] \times \left[\binom{N-2}{n-2} \div \binom{N-1}{n-1}\right].$$

By (1.2), $\pi_{ij} = \dfrac{n^{\{1\}}}{N^{\{1\}}} \times \dfrac{(n-1)^{\{2-1\}}}{(N-1)^{\{2-1\}}}$,

where $n^{\{a\}}$ is defined in (1.1). This is the same as (3.1).

Proof by Hypergeometric Probability

	Units $\{i, j\}$	Other units	Total
Population	2	$N-2$	N
Sample	2	$n-2$	n

$$\pi_{ij} = \left[\binom{2}{2}\binom{N-2}{n-2}\right] \div \binom{N}{n} = \frac{n^{\{2\}}}{N^{\{2\}}},$$

where $n^{\{a\}}$ is defined in (1.1).

Example 3.1 Consider simple random sampling (without replacement) of 3 units from a population of 5 units $\{A, B, C, D, E\}$. What is the probability that the second and the third units (i.e., units B and C) of the population are selected (order is not important) in the sample?

Solution by Enumeration

Possible samples are given by

$\{A,B,C\}$, $\{A,B,D\}$, $\{A,B,E\}$, $\{A,C,D\}$, $\{A,C,E\}$,
$\{A,D,E\}$, $\{B,C,D\}$, $\{B,C,E\}$, $\{B,D,E\}$, $\{C,D,E\}$.

The samples $\{A,B,C\}$, $\{B,C,D\}$, $\{B,C,E\}$ contain units B and C in any order. The required probability is

$\pi_{23} = P\left(\{A,B,C\},\ \{B,C,D\},\ \{B,C,E\}\ \right)$, or,

$$\pi_{23} = P\left(\{A,B,C\},\ \{B,C,D\},\ \{B,C,E\}\ \right) = \frac{1}{10}+\frac{1}{10}+\frac{1}{10} = \frac{3}{10}.$$

Solution by Combinatorial Method

The possible samples are $\binom{5}{3} = 10$, and they are given below:

$\{A,B,C\}$, $\{A,B,D\}$, $\{A,B,E\}$, $\{A,C,D\}$, $\{A,C,E\}$,
$\{A,D,E\}$, $\{B,C,D\}$, $\{B,C,E\}$, $\{B,D,E\}$, $\{C,D,E\}$.

The samples that have B and C are given by $\{A,B,C\}$, $\{B,C,D\}$, $\{B,C,E\}$. The number of samples can be viewed as choosing $3-2$ units from $\{A,D,E\}$. Then the required probability is $\pi_{23} = \binom{5-2}{3-2} \div \binom{5}{3} = \frac{3}{10}$.

Solution by Conditional Probability

The number of samples that contains unit B of the population is $\binom{5-1}{3-1} = 6$ and they are given below: $\{A,B,C\}$, $\{A,B,D\}$, $\{A,B,E\}$, $\{B,C,D\}$, $\{B,C,E\}$, $\{B,D,E\}$.

The number $\binom{5-1}{3-1} = 6$ can also be viewed as choosing $3-1$ units from $5-1$ units, i.e., from $\{A,C,D,E\}$. These are $\{A,C\}$, $\{A,D\}$, $\{A,E\}$, $\{C,D\}$, $\{C,E\}$, $\{D,E\}$. Then

$$\pi_2 = P(a_2 = 1) = \frac{6}{10}.$$

Thus once unit B of the population is selected in the sample, the unit C of the population can then be selected into sample in $\binom{5-2}{3-2} = \binom{3}{1} = 3$ ways and they are given below: $\{A,C\}$, $\{C,D\}$, $\{C,E\}$. This means we choose one unit C from $\{A,C,E\}$. $\pi_{3|2} = P(a_3 = 1 \mid a_2 = 1) = \frac{3}{6}$. Finally, we have $\pi_{23} = \pi_2\pi_{3|2} = \frac{6}{10}\times\frac{3}{6} = \frac{3}{10}$.

The above method can be summarized as

$$\pi_{23} = \pi_2\pi_{3|2} = \left[\binom{5-1}{3-1} \div \binom{5}{3}\right] \times \left[\binom{5-2}{3-2} \div \binom{5-1}{3-1}\right] = \frac{6}{10}\times\frac{3}{6} = \frac{3}{10}.$$

Solution by Repeating Sampling Fractions

$$\pi_{23} = \frac{n}{N} \times \frac{n-1}{N-1} = \frac{3}{5} \times \frac{2}{4} = \frac{3}{10}.$$

Solution by Pochammer Method

$$\pi_{23} = \frac{n^{\{2\}}}{N^{\{2\}}} = \frac{3(3-1)}{5(5-1)} = \frac{3}{10}.$$

Example 3.2 Let $\{i, j\}, (i = 1,2,\cdots,5; j = 1,2,\ldots,5)$ be the two units of the population we want to select in the sample. Then the total of the inclusion probabilities is $\pi = \sum_{i=1}^{i=5} \sum_{j=1}^{j=5} \pi_{ij}$. We want to prove that $\pi = 3^2$.

	1	2	3	4	5
1	0.6	0.3	0.3	0.3	0.3
2	0.3	0.6	0.3	0.3	0.3
3	0.3	03	0.6	0.3	0.3
4	0.3	0.3	0.3	0.6	0.3
5	0.3	0.3	0.3	0.3	0.6

What is the total of these probabilities?

Solution: Note that the inclusion probability matrix is symmetric.

By definition, we have

$$\pi = \sum_{i=1}^{i=5} \sum_{j(\neq i)1}^{j=5} \pi_{ij} + \sum_{i=j=1}^{i=j=5} \pi_{ii},$$

$$\pi = \sum_{i=1}^{i=5} \sum_{j(\neq i)1}^{j=5} \pi_{ij} + \sum_{i=1}^{i=5} \pi_{i},$$

$$\pi = \sum_{i=1}^{i=5} \sum_{j(\neq i)1}^{j=5} \frac{3(3-1)}{5(5-1)} + \sum_{i=1}^{5} \frac{3}{5},$$

$$\pi = 3(3-1) + 3 = 3^2.$$

4. Inclusion Probability of Three Elements

The probability that units i, j and k $(i = 1,2,\ldots,N; j = 1,2,\ldots,N; j = 1,2,\ldots,N; i \neq j$

of the population are included in the sample is given by

$$\pi_{ijk} = \frac{n^{\{3\}}}{N^{\{3\}}},$$

where $n^{\{a\}}$ is defined in (1.1).

Proof. $\pi_{ijk} = P(i, j, k \in \underset{\sim}{s}) = \sum_{\underset{\sim}{s} \ni i,j,k} P(\underset{\sim}{s})$.

Combinatorial Solution

Since in case of SRS without replacement, $P(\underset{\sim}{s}) = 1 \div \binom{N}{n}$, we have

$$\pi_{ijk} = \left(\sum_{\underset{\sim}{s} \ni i,j,k} 1\right) \div \binom{N}{n}.$$

The summand is the number of samples that have units i, j and k. This will amount to choosing $(n-3)$ elements from a "population" that does not have units i, j and k. That is $\sum_{\underset{\sim}{s} \ni i,j,k} 1 = \binom{N-3}{n-3}$.

Hence, $\pi_{ijk} = \binom{N-3}{n-3} \div \binom{N}{n}$. Then by (1.2), we have

$$\pi_{ijk} = \frac{n^{\{3\}}}{N^{\{3\}}},$$

where $n^{\{a\}}$ is defined in (1.1).

Solution by Conditional Probability

$$\pi_{ijk} = P(a_i = 1, a_j = 1, a_k = 1) = P(a_i = 1) P(a_j = 1 \mid a_i = 1) P(a_k = 1 \mid a_i = 1, a_j = 1),$$

$$\pi_{ijk} = \left[\binom{N-1}{n-1} \div \binom{N}{n}\right] \times \left[\binom{N-2}{n-2} \div \binom{N-1}{n-1}\right] \times \left[\binom{N-3}{n-3} \div \binom{N-2}{n-2}\right].$$

By (1.2), we have

$$\pi_{ijk} = \frac{n^{\{1\}}}{N^{\{1\}}} \times \frac{(n-1)^{\{1\}}}{(N-1)^{\{1\}}} \times \frac{(n-2)^{\{1\}}}{(N-2)^{\{1\}}}, \text{ or,}$$

$$\pi_{ijk} = \frac{n^{\{3\}}}{N^{\{3\}}},$$

where $n^{\{a\}}$ is defined in (1.1).

The definition is true even if n is not an integer. Since in the sampling context, n is an

integer, the Pochammer polynomial can be interpreted to be a truncated factorial.

Solution by Hypergeometric Probability

	Units $\{i,j,k\}$	Other units	Total
Population	3	$N-3$	N
Sample	3	$n-3$	n

$$\pi_{ijk}=\left[\binom{3}{3}\binom{N-3}{n-3}\right]\div\binom{N}{n}.$$

By (1.2), we have $\pi_{ijk}=\dfrac{n^{\{3\}}}{N^{\{3\}}}$.

5. Inclusion Probability of Two Elements Given Three Elements Selected

Lemma 5.1 The probability that units l and m $(l=1,2,\ldots,N; m=1,2,\ldots,N; m\neq l)$ of the population are included in the sample given that units i,j and k $(i=1,2,\ldots,N;$ $j=1,2,\ldots,N;\ k=1,2,\ldots,N;\ i\neq j\neq k)$ of the population are already included in the sample is given by

$$\pi_{lm|ijk}=\frac{(n-3)^{\{2\}}}{(N-3)^{\{2\}}},$$

where $n^{\{a\}}$ is defined in (1.1).

Proof by Conditional Probability

$$\pi_{lm|ijk}=P(a_l=1,a_m=1\,|\,a_i=1,a_j=1,a_k=1),$$

$$\pi_{lm|ijk}=P(a_l=1\,|\,a_i=1,a_j=1,a_k=1)\times P(a_m=1\,|\,a_i=1,a_j=1,a_k=1,a_l=1),$$

$$\pi_{lm|ijk}=\left[\binom{N-4}{n-4}\div\binom{N-3}{n-3}\right]\times\left[\binom{N-5}{n-5}\div\binom{N-4}{n-4}\right].$$

By (1.2), we have

$$\pi_{lm|ijk}=\frac{(n-3)^{\{4-3\}}}{(N-3)^{\{4-3\}}}\times\frac{(n-4)^{\{5-4\}}}{(N-4)^{\{5-4\}}},\ \text{or,}$$

$$\pi_{lm|ijk}=\frac{(n-3)^{\{2\}}}{(N-3)^{\{2\}}},\ \text{where } a^{\{n\}} \text{ is defined in (1.1).}$$

Proof by Hypergeometric Probability

	Units $\{l,m\}$	Other units	Total
Conditional Population	2	$(N-3)-2$	$N-3$
Sample	2	$(n-3)-2$	$n-3$

$$\pi_{lm|ijk} = \left[\binom{2}{2}\binom{N-3-2}{n-3-2}\right] \div \binom{N-3}{n-3}.$$

By (1.2), we have $\pi_{lm|ijk} = \dfrac{(n-3)^{\{2\}}}{(N-3)^{\{2\}}}$,

where $n^{\{a\}}$ is defined in (1.1).

6. The General Result

Theorem 6.1 In general, at the first draw the probability that one of the $b(<n)$ specified units is selected is b/N. At the second draw the probability that one of the remaining $(b-1)$ specified units is drawn is $(b-1)/(N-1)$, and so on. Hence the probability that all b specified units are selected in b draws is

$$\pi_{i_1 i_2 \ldots i_b} = \frac{n^{\{b\}}}{N^{\{b\}}}, \tag{6.1}$$

where $n^{\{a\}}$ is defined in (1.1).

Proof by Conditional Probability

$$\pi_{i_1 i_2 \ldots i_b} = P(a_{i_1}=1, a_{i_2}=1, \ldots, a_{i_b}=1)$$

$$\pi_{i_1 i_2 \ldots i_b} = P(a_{i_1}=1)P(a_{i_2}=1 \mid a_{i_1}=1)P(a_{i_3}=1 \mid a_{i_1}=1, a_{i_2}=1)\ldots P(a_{i_b}=1 \mid a_{i_1}=1, a_{i_2}=1, \ldots, a_{i_{b-1}}=1),$$

$$\pi_{i_1 i_2 \ldots i_b} = \frac{b}{N} \cdot \frac{b-1}{N-1} \cdot \frac{b-2}{N-2} \cdots \frac{b-(b+1)}{N-(b+1)},$$

$$\pi_{i_1 i_2 \ldots i_b} = \frac{n^{\{b\}}}{N^{\{b\}}}, \text{ where } n^{\{a\}} \text{ is defined in (1.1).}$$

Proof by Hypergeometric Probability

	Units $(i_1, i_2, \ldots, i_b)$	Other units	Total
Population	b	$N-b$	N
Sample	b	$n-b$	n

$$\pi_{i_1,i_2,\ldots,i_b} = \left[\binom{b}{b}\binom{N-b}{n-b}\right] \div \binom{N}{n}.$$

By (1.2), we have, $\pi_{i_1,i_2,\ldots,i_b} = \dfrac{n^{\{b\}}}{N^{\{b\}}}$,

where $a^{\{n\}}$ is defined in (1.1).

An alternative argument is provided now. Since the number of samples that includes units $j_1, j_2, \ldots, j_b$ of the population are included in the sample is given by $M(b) = \binom{N-b}{n-b}$, the probability that units $j_1, j_2, \ldots, j_b$ of the population will be included in the sample is given by

$$\frac{M(b)}{M(0)} = \binom{N-b}{n-b} \div \binom{N}{n} = \frac{n^{\{b\}}}{N^{\{b\}}},$$ where $n^{\{a\}}$ is defined in (1.1).

Corollary 6.1 In general, at the first draw the probability that one of the n specified units is selected is n/N. At the second draw the probability that one of the remaining $(n-1)$ specified units is drawn is $(n-1)/(N-1)$, and so on. Hence the probability that all n specified units are selected in n draws is

$$\pi_{i_1 i_2 \ldots i_n} = 1 \div \binom{N}{n}. \tag{6.2}$$

Proof by Conditional Probability

$$\pi_{i_1 i_2 \ldots i_n} = P(a_1 = i_1, a_2 = i_2, \ldots, a_n = i_n)$$

$$\pi_{i_1 i_2 \ldots i_n} = P(a_1 = i_1) P(a_2 = i_2 \mid a_1 = i_1) \ldots P(a_n = i_n \mid a_1 = i_1, a_2 = i_2, \ldots, a_{n-1} = i_{n-1}),$$

$$\pi_{i_1 i_2 \ldots i_n} = \frac{n}{N} \cdot \frac{n-1}{N-1} \cdot \frac{n-2}{N-2} \cdots \frac{n-(n+1)}{N-(n+1)},$$

$$\pi_{i_1 i_2 \ldots i_n} = \frac{n^{\{n\}}}{N^{\{n\}}} = \frac{n!(N-n)!}{N!} = 1 \div \binom{N}{n},$$ (Cochran, 1977, 18).

We remark that since the number of samples that include specific n units of the population is $M(n) = \binom{N-n}{n-n}$, by the arguments of Theorem 4.2, the probability that specified n units of the population of N units is included in a sample of size n is given by

$$\frac{M(n)}{M(0)} = \binom{N-n}{n-n} \div M(0) = \frac{1}{M(0)} = 1 \div \binom{N}{n}.$$

Proof by Hypergeometric Probability

	Units $(i_1, i_2, \ldots, i_n)$	Other units	Total
Population	n	$N-n$	N
Sample	n	0	n

$$\pi_{i_1, i_2, \ldots, i_n} = \left[\binom{n}{n} \binom{N-n}{0} \right] \div \binom{N}{n} = 1 \div \binom{N}{n}.$$

Theorem 6.2 For a sample of size n from a population of size N, the inclusion probabilities that two units in the population will be in the sample add to n^2.

Proof. Let $\{i, j\}, (i = 1, 2, \cdots, N; j = 1, 2, \ldots, N)$ be the two units of the population we want to select in the sample. Then the total of the inclusion probabilities is $\pi = \sum_{i=1}^{N} \sum_{j=1}^{j=N} \pi_{ij}$. We want to prove that $\pi = n^2$. By definition, we have

$$\pi = \sum_{i=1}^{N} \sum_{j(\neq i)1}^{j=N} \pi_{ij} + \sum_{i=j=1}^{N} \pi_{ii},$$

$$\pi = \sum_{i=1}^{N} \sum_{j(\neq i)1}^{j=N} \pi_{ij} + \sum_{i=1}^{N} \pi_i,$$

$$\pi = \sum_{i=1}^{N} \sum_{j(\neq i)1}^{j=N} \frac{n(n-1)}{N(N-1)} + \sum_{i=1}^{N} \frac{n}{N},$$

$$\pi = n(n-1) + n = n^2.$$

Theorem 6.3 The probability that b units $(j_{a+1}, j_{a+2}, \ldots, j_{a+b})$ where $(j_{a+1} \neq j_{a+2} \neq \ldots \neq j_{a+b})$ of the population will be included in the sample given that other a units $(j_1, j_2, \ldots, j_a)$ where $(j_1 \neq j_2 \neq \ldots \neq j_a)$ of the population are already included in the sample is given by

$$\pi_{j_{a+1}, j_{a+2}, \ldots, j_{a+b} | j_1, j_2, \ldots, j_a} = \frac{(n-a)^{\{b\}}}{(N-a)^{\{b\}}},$$ where $n^{\{a\}}$ is defined in (1.1).

Proof by Conditional Probability

$$\pi_{j_{a+1}, j_{a+2}, \ldots, j_{a+b} | j_1, j_2, \ldots, j_a} = P(a_{j_{a+1}} = 1, a_{j_{a+2}} = 1, \ldots a_{j_{a+b}} = 1 \mid a_{j_1} = 1, a_{j_2} = 1, \ldots a_{j_a} = 1),$$

$$\pi_{j_{a+1}, j_{a+2}, \ldots, j_{a+b} | j_1, j_2, \ldots, j_a} = \binom{N-a-b}{n-a-b} \div \binom{N-a}{n-a},$$

By (1.2), we have $\pi_{j_{a+1}, j_{a+2}, \ldots, j_{a+b} | j_1, j_2, \ldots, j_a} = \frac{(n-a)^{\{b\}}}{(N-a)^{\{b\}}}$,

where $n^{\{a\}}$ is defined in (1.1).

	Units $\{l, m\}$	Other units	Total
Conditional Population	2	$(N-3)-2$	$N-3$
Sample	2	$(n-3)-2$	$n-3$

Proof by Hypergeometric Method

$$\pi_{j_{a+1}, j_{a+2}, \ldots, j_{a+b} | j_1, j_2, \ldots, j_a} = \left[\binom{b}{b}\binom{N-a-b}{n-a-b}\right] \div \binom{N-a}{n-a}.$$

By (1.2), we have $\pi_{j_{a+1}, j_{a+2}, \ldots, j_{a+b} | j_1, j_2, \ldots, j_a} = \frac{(n-a)^{\{b\}}}{(N-a)^{\{b\}}}$,

where $a^{\{n\}}$ is defined in (1.1).

7. Conclusion

We have discussed inclusion probabilities in a number of situations in simple random sampling without replacement. The formidable task of writing algorithms for inclusion probabilities is elegantly simplified by the standard hypergeometric mass function. We

believe this will be of immense benefit to students and instructors. The idea can be applied to many other sampling methods, say, to stratified sampling, cluster sampling, ranked set sampling etc.

References

Bebbington, A.C. (1975). A simple method of drawing a sample without replacement. *Applied Statistics*, 24, 136.

Cochran, W.G. (1977). *Sampling Techniques*. John Wiley and Sons.

McLeaod, A.I. and Bellhouse, David R. (1983). A convenient algorithm for drawing a simple random sample. *Applied Statistics*, 32(2), 182-184.

Miller, Irwin and Miller, Merylees (1999). *John E Freund's Mathematical Statistics*, Prentice Hall, New Jersey, USA.

Tille, Yves (2006). *Sampling Algorithms*. Springer.

Ting, Daniel (2021). Simple, Optimal algorithms for simple random sampling without replacement. https://arxiv.org/pdf/2104.05091.pdf

BL College Journal
Full PDF
www.blcollege.edu.bd
ISSN 2664-228X (Print)
ISSN 2710-3684 (Online)
Volume -IV, Issue-II, December 2022
Pp. 90-101

A Study of Human Relations and Discrimination in the *Ghãtu* Site

Raj Kumar Gurung, Ph.D

Raj Kumar Gurung, Ph.D
Associate Professor of English,
Ratna Rajyalaxmi Campus, TU, Nepal
e-mail : gurung.rajkumar@gmail.coma

Abstract

This paper analyzes the Ghaũtu site from the human relations and discrimination perspectives. Human relations have been badly deteriorated and the individualist approach has been ameliorated in modern societies. This Ghaũtu site, which helps discourage this trend, is a good example of harmony and equality. Most Ghaũtu followers are from the lower middle working class known as the common people. In spite of their good friendship and unity, they are discriminated against by the bourgeois class. They are tagged lower class proletariats. The rich people always dominate and discriminate against the poor people as it is an ongoing process. They cannot raise their voice against the rich people because of their unspeakability. Most Ghaũtu participants are women and little girls who are doubly marginalized; by poverty and femininity. Both women and poor people are treated otherwise in societies. Marxist feminism raises the voice of females, proletariats, or the poor and concerns with how to promote the socio-economic condition of these people. Treating a man by another man as commodities is an issue for Marxist philosophy. So, this paper focuses on questions like, when will the harmonious relations between humans be maintained? Establishing a harmonious relationship between humans and equal socioeconomic status is the major focus of this study as projected in the field of literature. The study employs Marxist feminist theory and Elton Mayo's theory of human relations respectively for the analysis of this Ghaũtu site.

Keywords

class conflict, discrimination, *Ghaṫu*, Marxist feminism, human relations

Introduction

This paper analyzed the Ghaṫu site from the human relations and discrimination perspectives to highlight in literature. In industrial civilization, human relations have deteriorated, and the individualistic approach has been ameliorated. Man is detached from man and s/he is attached to the machine or artificial intelligence. *Ghaṫu* site encourages "to maintain harmony between man and man, and between man and nature" (Lewis 178). Man is alienated from nature first, and then from man. Later he is alienated from himself. Because of new technologies, a kind of unnecessary overconfidence has been built up in every individual. This worked well and deteriorated man to man relations. The friendship between man and man seems to have been obsolete, whereas their friendship with machines has been increased. Every man attempts "to sanction the relations between man and man, and yet ultimately this result is achieved in a circuitous manner" (Lewis 134). In spite of these facts, human relations have not been ameliorated. This is the essence of Lawrence's Sons and Lovers, as, "relationships no longer hold together, families are fragmented" (Peck & Coyle 235). This is the real picture of modern societies. Gracia & Chambers state, "Changes in the global economy and the global flow of ideas correspond with changes in family relations and values" (23). The responsible factors for disintegrated family relations are the impacts of the global economy and the global flow of ideas that a man can survive without others' help. In contrast, the Ghaṫu site explores the harmony of humans and it is only the referential example of maintaining good relations as every literature suggests.

Observing the *Ghaṫu* means maintaining the norms of teamwork and unity. This teamwork is almost impossible without unity and harmony between them. Most Ghaṫu followers are lower middle working class people known as the common people. Their harmonious relationship and good friendship make the *Ghā̃tu* performance a source of inspiration to other people. In spite of their harmony and unity, the bourgeois class dominates and discriminates against them because of their low economic status. These poor against people are tagged as proletariats. They cannot raise their voice against the rich people. Therefore, the study explored the unspeakability of poor people.

The high-class people use the working-class people. This reflects feudalism. In most *Ghaĩu* performances, the participants are women and little girls who are doubly marginalized: by poverty and femininity. It is a Marxist feminist business that raises the voice of such marginalized groups. The purpose of Marxist feminism is to promote and enhance these people's socioeconomic conditions and make them stronger from several angles. Marxist feminist philosophy protests the trend of treating a female by males as commodities. It intends to establish an Egalitarian society. So, this paper sheds light on the "When will the harmonious relations between humans or male and female be maintained?" When will the Egalitarian society be established? Establishing a harmonious relationship between humans and equal socioeconomic status was the major focus of this study.

Although there are several kinds of discrimination like caste, class, colour, and gender, this study focused on class and gender discrimination. Solomon points out, "Engels's work was of critical importance for debates in Marxist-feminism around the at-least-dual structure of women's oppression in terms of both class and gender" (10). The patriarchal society oppresses women in terms of both class and gender. Class means because of economic condition and gender means because of femininity. The reason for class discrimination and domination is lower income. Most working-class females were and are paid less wages knowingly to dominate them. They are treated lower by class and gender as it is the patriarchal discourse.

It might be relevant to talk about what the impacts of domination and discrimination are like even if colour discrimination is not the focus of this study. It shows the level and nature of discrimination. For instance, white people have created a discourse against black people. This is a kind of politics to sustain their governing. Most white people discriminate and dominate the Negros. They dominate as well as oppress them simultaneously. In 1963, Martin Luther King Jr. delivered a powerful and the most sensitizing unforgettable speech in Washington D. C. as "I have a dream that my four little children will one day live in a nation where they will not be judged by the color of their skin but by the content of their character. I have a dream today" (Sundquist 232). What he meant to say is that a man is to be treated as a man, not otherwise. King Jr. clarifies that there is a difference between colour, content, and character. Colour does

not determine the content; it is character. However, *Ghaĩtu* does not explore this issue. It is all about gender discrimination.

The study employed Marx's feminist theory and Elton Mayo's theory of human relations for the analysis of this *Ghaĩtu* site. In this cultural activity, the high-class people use the working-class people either by paying money or by giving them some incentives. For *Ghaĩtu* performance, the dancing girls are given some incentives. In some villages, they are given dresses and some money to pay their tuition fees in school (personal talk with Janga Ras Gurung). Similarly, Gopal Aryal, the main dance master of *Ghaĩtu* from Nuwakot, claims that the dancing girls are paid a certain amount of money that is collected for the performance. This shows that working-class people are easily used or hired by high-class people because they are unspeakable by nature. They are used to having scarcities most of the time so they do whatever work they are assigned even if there is some nominal income. They do not protest against the high-class people although it is unjust. They are used to living under injustice, domination, and dehumanization in the lack of the power access to fight against them. Marxist feminism always discourages this trend.

The high-class people treat the working-class people otherwise, as "people are forced to become the commodities of each other's desires" (Kershaw 218). The high-class people make the working-class people their commodities or tools. Marxism or Marxist feminism protests that man is man not a commodity. Comparatively, Americans are richer than non-Americans. "From the first decades of colonial America, European Americans have made oppression of non-Europeans" (Feagin 2). European Americans always discriminate non-European Americans. Feagin points out that "most European Americans have viewed non-Europeans from within an interpretive frame that persistently defines them as uncivilized compared to European Americans and as somehow alien and lesser human beings" (288). The European Americans are experts in generating such mythic-definitive discourse to oppress and suppress non-European Americans. They tag the non-Americans as uncivilized and savage. This is politically incorrect. Thus, Marxist feminism is a main literary device for depicting society in English literature.

The use of only girls and age-old women in *Ghaĩu* is a gender discrimination that depicts the patriarchal society. "Marxist feminism as a component part of the women's liberation movement and a resource for thinking about social and cultural reproduction" (Solomon 6). The Americans discriminate the non-Americans as uncivilized, and the males discriminate the females as inferior and incapable compared to males. The women are crushed under the injustice of social construct. The Marxist feminism, which is the women's liberation movement, advocates in favour of females as thinking about social and cultural reproduction is not possible until women's freedom and liberation. Oppressing women is othering which deteriorates the social harmony. No humans entertain other people's domination and oppression. This makes the victim group escape from the oppressor groups. They do not want to come in contact with them.

Most writers seem to be engaged in enhancing the socioeconomic condition of the society at large but they do not seem to be attracted toward the human relations issue. Sarachek points out, "[t]oday writers in the area of human relations are increasingly less apt to intone the name of Elton Mayo when citing their inspirational sources" (189). The human relations issue has not been discussed and made the buzz words by scholars as it has been a must. Warner "consistently portrays human relations are deeply problematic but also as deeply rewarding— as the source of our greatest disappointments and our highest joys" (9). According to him, human relatons is deeply problematic in many societies. It can be deeply rewarding with the highest joys of life if integral relation is maintained. But in most cases, human relations have deteriorated. Most writers do not interest in this issue as this type of writing does not attract or sensitize the mass readers. The modern readers' interest is otherwise. The writers' write-up is based on the market value and its salability. The cold relationship generates the gap between rich and poor people, and discrimination gets started.

Except for the feminist approach, Marxist philosophy deals with the gap between the haves-and-have-nots. This gap generates conflict between them. The conflict between these two social classes is from time immemorial. The class conflict in the *Ghãtu* performance, which is not noticed, indicates the late eighteenth century Germany, as "class conflict is portrayed in the light of pre-capitalist social conditions which were common in the late eighteenth and early nineteenth centuries in Germany" (Zipes 167).

Thus, *Ghãtu* indicates the portrayal of pre-capitalist social conditions as it has a history of 500 years or more in Nepal. Though there is no direct domination by the rich people in *Ghaĩu*, the lower middle working class people and females are being used. The *Ghãtu* gurus have never experimented the chanting on the males for dance performances. The domination and discrimination in this *Ghaĩu* is not extreme but it is there. Abadeer claims, "[d] ifferent aspects of gender discrimination against women are prevalent in almost all countries" (4). Ghaĩu is about gender discrimination against women. This shows that no country is free from gender discrimination. In developed countries, several women rightists raise the voice of women, whereas Solomon makes clear as "the authors argue that socialist revolution is not enough to ensure women's liberation" (118). In many cases, the socialist revolution changes the social parameters but it cannot have liberated the women yet. This condition is more or less everywhere. The level can be different but discrimination is worldwide.

This discrimination causes conflict, and the conflict deteriorates the harmony. This paper focuses on how to maintain harmonious relations between humans or between males and females. Only the harmonious relation lays the foundation of sustainable development. *Ghaĩu* is a source of harmonious relations, unity, teamwork, and discipline as well. Discipline is mandatory in every aspect of life. This urges the villagers to observe such cultural activities. The rich people, like other lower middle-class people, indirectly manipulate the poor people. "People have been labeled 'other' because of their differences of religion, gender, geography, politics, colour, caste and class, et cetera" (Wallenius 55). In the *Ghaĩu*, it is class and gender. The lower middle-class people have been labeled as 'other'. The supra-class people belittle the lower class people and rule them by othering. There is politics in othering, naming, and depriving of ruling class people.

However, *Ghaĩu* culture is on the verge of extinction. It does not guarantee a better life but poor people have hope. For example, the Tamangs from Baikutha village, Makawanpur, observe this *Ghaĩu* which they say that they have adopted from Gurung with the hope of better harvesting. They want to minimize their poverty through such cultural activities. Poor people are always afraid of poverty though they are already poor. They have the fear of going further down. They want to fill up the gap between

rich and poor with a dream of an Egalitarian society by working hard. This can enhance their economic condition to some extent so that they do not need to take help from rich people. Parker depicts that "[p]overty is living in a smell that never leaves. This is a smell of urine, sour milk, and spoiling food" (275). This is the extreme of poverty. The condition of *Ghaĩtu* performers is not as alarming as Parker describes here but their situation is not satisfactory though they work hard for livelihood.

For whatever reasons the working class people participate in the *Ghaĩtu* performance, and they have contributed to conserving these cultural activities. The high-class people just look at the performance and enjoy it as the heavenly king Indra does. The heavenly king Indra enjoys the dances of nymphs as it is given in the coming section of this paper. Most high-class people entertain the art and labour of working-class people. The males also enjoy the cooking arts and household work of females. This is what we find in the *Ghaĩtu*. This cultural activity is supposed to be stereotypical of some indigenous people and one Khasa-Brahman community. The Khasa-Brahman also uses the lower middle-class people for performance. The hierarchy between males and females in the Khasa-Brahman community is more strictly followed than the indigenous groups. There is no harmony in this community, too, because of this conflict. This male-female dichotomy is portrayed in the *Ghaĩtu* site.

Whosoever performs this *Ghaĩtu* folk dance, there is the use of lower middle working class people and females. Generally, high-class people do not allow their daughters to participate in the performance except in an unavoidable condition. At that time, some allow their daughters to participate in the performance for healing. Every *Ghaĩtu* village does not observe it for only one purpose. That varies from village to village. The villagers of Chandibhanjyang, Chitwan, and Baikuntha of Makawanpur believe that *Ghaĩtu* bestows a good harvest and good health. The poor people have no access to sufficient money to buy expensive medicine and chemical fertilizers, so they are obliged to request the gods.

Not only *Ghãtu*, the working class people observe different other cultural activities for their financial enhancements. They observe such cultural activities with the hope of "capitalism's promise of economic opportunity for all seemed at its peak of fulfillment. "Get-rich-quick" schemes abounded, and many of them succeeded" (Tyson

69), too. This is common that every human wants to get rich quick as soon as possible. The rich people can deal with everything with money. The poor people are compelled to believe such seemingly meaningless things and they work without question for "food and clothing have obvious biological functions" (Tyson 218). Food and clothes are the most concerning subjects of Marxism. Mostly, they work for survival. Survival is a major concern for middle-class and lower middle-class people. They always worry about how to sustain their life.

The *Ghaťu* performance represents class discrimination as well as gender discrimination. Marxism advocates the equality of all humans in the world. So, it encourages the lower middle-class people and females to struggle against the rich people and males. "Ringling intentionally discriminated against her because of her sex/gender" (Gregory 179). This quote is about the conflict between an employer (Ringling) and an employee (Plaintiff). The case has been filed in the court and Ringling's intention has been found. Women are discriminated against in different ways. This discrimination is in the workplace. The discrimination in *Ghaťu* is gender discrimination. The girls under puberty stage are used in this folk drama.

The most remarkable and inhuman discrimination in Ghaťu is the sati custom. After the death of the king in the battlefield, his consort has to jump into the burning pyre of her husband according to the story of *Ghaťu*. It is a use of a human by another human. The sati system was an exploitation of women by men so the Rana Prime Minister, Chandra Shamsher, abolished it in his time. But this is a ritual and culture to rule over the females. Or presents the record of an inscription about the sati custom, "a woman named Gangamadeviyar ''who was entering the fire" (SII 8.690); an inscription from Dharmapuri district, dated A. D. 1017, in which a wife is said to have ''entered the fire." (112-13). This is a history of women's self-immolation, the sati system that the female has to be so loyal, submissive, and dutiful to her husband. But the husbands were and are not compelled for being loyal to their wives. According to this inscription, the wife had to immolate entering the fire of the pyre with her dead husband. What an inhuman! According to the inscription, Gangamadeviyar is the first woman to enter the fire of her husband's pyre. "It began in the tenth century in India and it came to Nepal in the Lichhabi dynasty by 500 B. C. It was in practice until the time of Chandra Shamsher"

(Shrish Magar 57). Similarly, there is a stone engraved inscription in Nepal as "Acharya mentions the record of a stone inscription that is placed at the Changu Narayana temple in the north-eastern corner of the Kathmandu" (quoted in Gurung 279). These are the rituals of male discourse which is reflected in *Ghaĩtu* cultural activity. Marxism strongly raises the voice against such activities. This is the politics of the high-class people.

Now the situation is different but there are several types of sati which dominate the females. Only the form is different. In many societies, daughters were intentionally made uneducated and they were compelled to be under the male's suppression. It was a politics as "the worsening economic condition of the 1970s was a widening of the gap between the haves and have-nots" (Kershaw 136). Here, haves means male and have-nots means female. The females had to and have to depend on their husbands. Likewise, the dancing girls' class can be considered as the have-nots in *Ghaĩtu*. Marxists suggest that the gap between the rich and poor should be filled up by enhancing the economic condition of the poor for sustainable development.

A major concern of this paper is how to uplift the people from lower middle class to upper middle class or upper class, and from feudalism to capitalism. Selecting the dancing girls from the lower middle-class has been stereotypical. The high-class people do not give time to the conservation of such archives. Some of them have financially contributed to the performance but that is not sufficient. Therefore, this *Ghãtu* performance has drawn the demarcation line between the haves-and-have-nots. Marxism emerges to delete the demarcation line or the gap between rich and poor. Can we make the distance between rich and poor shorter than it was before? Yes, it can be and it has been, too, though a hundred percent success has not taken place. But slowly and gradually, the worsened situation is getting better.

The working-class people were obliged to be the prey of the high-class people, "[d]uring periods of crisis, with falling wages and rising unemployment, they thought that class struggle would intensify as workers fought to resist the worsening of their lot" (Bell & Cleaver 3). Their wages were not good and unemployment was rising which worsened their situation. The situation compelled the working-class people to do what the high class people asked them to do. This is called emotional bankruptcy.

According to Hindu mythology, the god Indra has used the female. In "A Tale" by B. P. Koirala, Urbasi has been used by Him. "Indra [. . .] sent the comeliest and adroitest nymph of his court to the hermitage" (Koirala 308) where a sage was in deep meditation and his penance had to be broken. Indra planned to break the sage's penance, he did it by using a nymph, a female. Similarly, in the poem, "Leda and the Swan", by W. B. Yeats, Leda has been raped by the God Zeus or she has been used. In this way, males use females for several purposes. Unlikely, females are used in the *Ghãtu* dance. It shows the use of low-class people. Even in high-class families, females are used and badly exploited. Marxist feminism points out the class conflict and gender discrimination in the *Ghãtu* site.

Why are working-class people observing *Ghãtu* like cultural activity? It is because "Hinduism talks about the previous and next life in addition to this one. It teaches that the suffering of the working class is the result of sin they committed in the previous life and the wealth of the rich people is the result of the previous good deeds" (Thapa 28-29). The working class people think that they had sinned in their previous life so they are suffering now. The high-class people interpret this so that they can use them. The rich people are used to ruling the working-class people. To be free from this oppression, the working-class people and females regularly participate in the performance with the hope of better life. This paper might be a revolution against the trend of use of the lower middle working class people and women and it supports the idea of "(like 'No women's liberation without socialism! No socialism without women's liberation!')" (Solomon 150). The main target of Marxism or Marxist feminism is to generate a classless and unbiased society and its philosophy is to make all the people financially sound so that no one would suffer because of basic needs.

Conclusion

This paper highlighted the issue of using one human by another human, and the conflict between two social classes, that is, haves and have-nots, and gender discrimination. The main focus of the study was how to minimize or put an end to the use of one human by another human. Although change is taking place in many societies of the world, it has not been changed as Marxism expected. This paper examined the *Ghaĩtu* performance from the Marxist feminist point of view that there is inequality and class discrimination

yet. Marxist feminism is a literary device in English literature that analyzed this text. From the very beginning, the *Ghaĩtu* has been observed by the lower middle-class people either in the ethnic groups or in the Khasa-Brahman community. The high-class people and males used the lower middle working-class people and females. They don't seem to be responsible for protecting cultural heritage. It is lower middle-class people who seem to be solely responsible to conserve the cultural heritage in many societies. Because the rich people do not take care of such cultural activities as they are busy with some other businesses. But the study is about maintaining the balance between culture and capital. The economic condition of the lower middle class should be upgraded by generating employment opportunities that will surely minimize their poverty. And their involvement in *Ghãtu* performance should not be discouraged as it is the source of art and archives as well as the identity of the society. Thus, this paper concerns how to stabilize cultural activities as such permanently and mobilize the economic condition of the lower middle-class people effectively.

Works Cited

Abadeer, Adel SZ. *Norms and Gender Discrimination in the Arab World*, Palgrave Macmillan, 2015.

Bell, Peter and Harry Cleaver. "Marx's Theory of Crisis As a Theory of Class Struggle", *Research in Political Economy*, Vol. 5, 1982. http://www.thecommoner.org

Feagin, Joe R. *Systemic Racism*. Taylor & Francis Group, LLC Routledge, 2006.

Gracia, Pablo & Chambers, Deborah. *A Sociology of Family Life Change and Diversity in Intimate Relations 2nd Edition*. Policy Press, 2022.

Gregory, Raymond F. *Women and workplace discrimination: overcoming barriers to gender equality*. Rutgers University Press, 2003.

Gurung, Raj Kumar. *SYMBOLISM IN GHÃTU PERFORMANCE: A STUDY OF IMAGES AND SYMBOLS. Unpublished PhD Thesis*. Tribhuwan University, Kritipur, 2014.

Kershaw, *Baz. The Politics of Performance*. Routledge. 1992.

Koirala, Bishweshwar Prasad. "A Tale". *Adventures in English*. Trans. Lohani. Ed. Moti Nissani and Sheedhar P. Lohani. Ekta Books. 2003. 308.

Lewis, I. M. *Ecstatic Religion: A Study of Shamanism and Spirit Possession*. Third Edition. Routledge. 2003.

Mayo, Elton. *The Early Sociology of Management and Organizations* (The Human Problems of An Industrial Civilization), Ed. Kenneth Thompson. Routledge. 2003.

Orr, Leslie C.. "Domesticity and Difference Women and Men: Religious Life in Medieval Tamilnadu". *Women's Lives, Women's Rituals in the Hindu Tradition*, Ed. Tracy Pintchman. New York: Oxford University Press, 2007. 109-129.

Parker, Jo Goodwin. "What is Poverty?". *English (Grade 11)*, Curriculum Development Centre, Bhaktapur: 2020. 275.

Peck, John & Coyle, Martin, *A Brief History of English Literature*, Palgrave. 2002.

Sarachek, Bernard, "Elton Mayo's Social Psychology and Human Relations", The *Academy of Management Journal, vol. 11, no. 2, 1968, pp. 189–97. JSTOR,* https://doi.org/10.2307/255256. Accessed 16 Mar. 2023.

Shrish Magar, Padam. *Nepalko Lok Sanskriti Ghãtu Naach* (Ghãtu Dance as the Folk Culture of Nepal).Kathmandu: Nirantar Prakashan, 2012.

Solomon, Samuel. *Lyric Pedagogy and Marxist-Feminism (Social Reproduction and the Institutions of Poetry)*. 2019.

Sundquist, Eric J. *King's Dream*. Appendix. Yale University Press, 2009.

Thapa, Dharma. "Class and Culture: A Study of Social Dynamism". *Tribhuvan University Journal. Volume. XXX, Number 2*, December 2016.

Tyson, Lois. "You are what you own: a Marxist reading of The Great Gatsby". *critical theory today*. 2nd Ed. Routledge. New York: 2006. http://www.routledge-ny.com

Wallenius, Marja-Liisa. "The Concept of 'Otherness' in Partition Narratives of Finland and India". *International Journal of Language and Linguistics*. Vol. 4, No. 1; March 2017.

WARNER, JOHN M. "Rousseau's Theory of Human Relations." *Rousseau and the Problem of Human Relations*, Penn State University Press, 2015, pp. 5–32. *JSTOR*, http://www.jstor.org/stable/10.5325/j.ctt1wf4cqg.6. Accessed 31 Mar. 2023.

Zipes, Jack. "Hansel and Gretel". *Heritage of Words*. Eds. lohani, Shreedhar, Rameswar Adhikari and Abhi Subedi. Ekta Books: 2009. 166-167.

BL College Journal
Full PDF
www.blcollege.edu.bd
ISSN 2664-228X (Print)
ISSN 2710-3684 (Online)
Volume -IV, Issue-II, December 2022
Pp. 102-117

The Nature of Caste-based Society: Evidence from India and Bangladesh

Dr. K. M. Rezaul Karim

Dr. K. M. Rezaul Karim
Associate Professor
Department of Sociology
Government Michael Madhusudan College
Jashore, Bangladesh
e-mail : rezakarim.km@gmail.com

Abstract

Although both constitutions of India and Bangladesh promise equal rights for their entire citizens, the Dalit community is treated as untouchables and is hated by society. Most of the people suffering from caste discrimination are Dalits in India and Bangladesh. They have fared worse than the upper caste groups regarding educational and occupational attainment, wages and consumption, and business ownership. The challenges to thoroughly enjoying fundamental human rights for Dalits in India and Bangladesh include lack of access to education, poverty, health and housing problems, and unequal access to employment. Dalits are still facing social problems owing to the stigma of untouchability and low caste, despite the constitutional provisions against caste-based discrimination. But, it is a ray of hope that caste discrimination has decreased over time in India and Bangladesh with considerable differences in practices in various states and regions. The paper is mainly based on secondary data, and content analysis has been applied as a method. It tries to assess the pattern of caste-based discrimination among the Dalit people of India and Bangladesh.

Keywords

Dalit, caste, untouchability, inequality, discrimination, India, Bangladesh

1. Introduction

The caste system is regarded as a Hindu tradition originated in India but affects people across religious and national boundaries of the sub-continent. India and Bangladesh are both South Asian countries that share borders and many other cultural traits. The Indian state of West Bengal surrounds the western part of Bangladesh. The people of West Bengal and Bangladesh are Bengali-speaking and their culture is almost similar. India is ranked second in the world's population and 7th largest country. It has a total area of 3,166,391 sq. km. with an estimated population of 1.41 billion. Meanwhile, Bangladesh is considered a densely populated country with 1.65 million people living in an area of 147,570 sq. km. The predominant religious group in Bangladesh is Muslim, while most people in India practice Hinduism. Bengali is the primary language in Bangladesh, while both Hindi and English are considered official languages in India. So, many similar characteristics exist between these two neighboring countries. Caste discrimination among marginalized people is also common in both counties.

Caste discrimination is one of the most crucial human rights issues in the present world, adversely affecting more than 260 million people globally. The caste and practice of untouchability have long been known as a particular cultural practice of the people of India and Bangladesh, particularly the Hindus.[1] Most people suffering from caste discrimination are *Dalits* in India and Bangladesh. Caste can be defined as a hereditary and hierarchic system of social grouping distinguished by degrees of purity, social status, and exclusiveness. The stigma associated with being low caste (*dalit*) means that individuals are not viewed based on their merits but through the lenses of their collective stigmatized caste identity.[2] Those who do not belong to any of the four *varnas* are considered impure and thus defiled to other caste groups. They are seen as untouchables, are named as scheduled caste, and have chosen the name *Dalits* for themselves. *Dalits* also known as untouchables are members of the lowest social group in the Hindu caste system. The word *Dalit*, meaning oppressed or broken, is the name given to members of this group by themselves in the 1930s. They are born below the caste system. They suffer from discrimination influencing all spheres of life and violating a cross-section of fundamental human rights.

2. Objectives

This paper examines the nature and extent of untouchability, descent, and work-based discrimination and social exclusion in contemporary Indian and Bangladeshi societies through an intensive literature review. The specific objectives are as follows:

i) To determine whether the socio-economic status among the *Dalits* in India and Bangladesh are changing.

ii) To investigate the challenges and factors for improving the status of *Dalits* in India and Bangladesh.

3. Methodology

The present paper is mainly based on secondary sources of data. Considering the nature of the article, content analysis is used as a method. Relevant data for the paper have been collected from different books, journals, monthly and weekly magazines, souvenirs, dailies' government and non-government reports, and websites. A review of some relevant literature on the inequality of *Dalits* in India and Bangladesh has also been done. Collected data have been arranged and analyzed with the statistical technique and interpreted in a descriptive and tabular form.

4. Statement of the Problem

"It was then for the first time that I learned that a person
who is to a Hindu is also an untouchable to a Parsi"[3]

Caste-based discrimination requires socio-economic exclusion, exclusion in housing, denial and restrictions of access to public and private services, and employment and enforcement of certain types of jobs on *Dalits*, resulting in a system of modern-time slavery or bonded labor. Among the impediments to addressing caste discrimination is either a lack of law or a de facto denial of equality before the law, ensuing in the absence of protection of caste-affected people against violent attacks and other crimes and impunity for such crimes. It is said that caste discrimination violates human rights and is a major impediment to attaining development goals. Victims of caste discrimination are denied access to water, land, education, health service, and employment. The

exclusion of *Dalits* and similarly affected communities by other groups in society lead to extreme poverty among affected population groups reduces benefits from development processes, and bars their involvement in decision-making and meaningful participation in public and civil life.

Dalit Community is not a caste or a group of castes, but a population marginalized to the extreme by partly religious sanctions and partly by socio-economic deficits. *Dalits* are a very distinct social group in the caste-ridden Hindu society. They are the victims of social incapacities and oppression economically; most of them are still the poorest of the poor. [4] They are socially and financially deprived and forced to work under terrible conditions at the lowest return for their labour.[5] The caste system comprises four hierarchical classes, or *varnas*, the Brahmins, Kshatriyas, Vaisyas, and Shudras. Certain population groups, known today as *Dalits*, were historically excluded from the caste system and were regarded as untouchables.[6] Actually, they were separated from mainstream people in society. They were customarily related to some odd jobs. Due to a lack of adequate education and employment, the livelihood of the majority of *Dalits* is dependent on their traditional occupations. Nowadays, the practice of untouchability is prohibited by the government, but this tradition has been experienced in many disguises in several areas in India and Bangladesh. In the age of globalization and information technology, *Dalits* are continually suffering from various types of discrimination in both urban and rural areas.[7]

Although these people play a significant role in the country's economic, environmental, and social development, the *Dalits* are one of the most economically marginalized and socially excluded groups in Bangladesh.[8] In this connection, a comparative analysis of the situations of Indian and Bangladeshi *Dalits* has been made to illustrate the relevant matter. Because most of the people of India are Hindu and a significant number of *Dalits* is inhabited here. On the other hand, Islam is the predominant religion in Bangladesh. Like its neighborhood, this country also has *a Dalit* population. The question that guided the whole analysis is how caste inequality works beyond its specific religious boundary.

4.1 India

Indian culture is considered a combination of several cultures. It has been influenced by a history that is several millennia old, beginning with the Indus Valley civilization and other early cultural areas. Cultural diversity is one of the core characteristics of India. The majority of the people in India practice Hinduism. According to the 2011 census, 79.8% of the Population of India practices Hinduism. Islam (14.2%), Christianity (2.3%), Sikhism (1.7%), Buddhism (0.7%), and Jainism (0.4%) are the other major religions followed by the people of India. India's caste system is perhaps the world's longest-surviving societal hierarchy. Caste is certainly an all-India phenomenon in the sense that there are hereditary, endogamous groups that form a hierarchy and each has a traditional link with one or two occupations." [9] There are 3,000 castes and 25,000 sub-castes in India, each related to a specific field. In India, caste is a significant social identity where discriminatory practices have resulted in poor outcomes for the lower castes.[10] Caste-based discrimination is acute among the Hindu religious dominant community like *Dalit* in India. Estimation of the total *Dalit* population, including Muslims and Christians comes in at 200 million people. The report of the Sachar committee documents widespread caste-based discrimination within Muslim communities in India. As in India, the government has committed itself to develop policies aimed at the socio-economic progress of the *Dalits* population.

4.2 Bangladesh

The dominant socio-cultural feature of Bangladesh is a blend of Bengali culture along with Muslim traditions. Among various religious groups, Muslims represent 91.04% majority and non-Muslims constitute the remaining 8.96% of Bangladesh's population.[11] As per the 2011 census, among the non-Muslims, Hindus are the dominant group with a population of 8.54%, Buddhist 0.61%, Christians 0.30% and others 0.12%.[12] Regarding population, Bangladesh is the 3rd largest Hindu state in the world after India and Nepal. An estimated 5.5 million Hindu *dalits* live in 63 districts in Bangladesh.[13] Most represent the most marginalized and deprived sections of Bangladeshi society. *Dalits* in Bangladesh originally migrated from India under the British rule and remained after the

partition of India in 1947. They worked principally as municipal cleaners and domestic workers, lowly jobs shunned by the country.

Caste-based discrimination also exists in Bangladesh society. For instance, *Dalits* here are primarily identified with their traditional occupations, such as fishermen, sweepers, barbers, washermen, blacksmiths, cobblers, and oil pressers. The people engaged in these occupations face various forms of disparity in society. They face discrimination at all levels of social interaction levels, such as from hotels to hair-cutting saloons, from temples to mosques and schools.[14] They continue to inhabit the dirty and polluted environment, either in public housing provided by the local municipalities or privately arranged housing in the slums/ squatters in and around the semi-urban and rural areas. The *Dalits* are located in uncongenial places, at the fringes of villages. Based on economic activities, about 1.11% *of Dalits* are engaged.[15] Though the estimation of the population of *Dalits* varies from one source to another, however, It is approximated that 5.5 million *Dalits* are isolated upon their professions and castes.[16]

5. Results and Discussion

5.1. Results

Although the constitutions of India and Bangladesh promise equal rights for all their citizens, thousands of members of the *Dalit* community are treated as untouchables and are hated by mainstream society. The equal rights for all citizens and the prohibition of discrimination by the state on the grounds of religion, race, caste, sex, or place of birth are guaranteed in the constitutions of both countries.[17] Despite constitutional guarantees, political-economic and social exclusion based on caste is practiced across the two countries, as such social exclusion is manifested in the physical structure of both rural and urban areas throughout both countries.

5.1.1 State of Dalits in India

Indian society is like an asylum where people of different religions, caste, and creeds take shelter. These people have distinctive cultural practices and traditions which make India more inclusive. But do these people get similar treatment from the Indian state?

In India, *Dalits* popularly known as scheduled castes constitute a significant portion (16.2%) of the Indian population.[18] In 1932, the term scheduled castes were invented to describe some castes that were considered untouchables in the past. Untouchability was a set of social customs that restricted a class of people from participating in the wider society. These customs included: denial of participation in the public sphere, limitation on entering temples or other religious institutions, prohibition on reading *the Veda* or becoming a priest, forced isolation, restriction on basic needs and luxury commodities, and obligation to do odd jobs. In short, this social custom was the reason which made the lives of *Dalits* people measurable.[19] This custom was constitutionally abolished after the independence of India. But the exploitation and discrimination have not ended yet.

The caste system is a social stratification containing both social and class oppression. *Dalits* are victims of these two forms of oppression. According to Hans (2012), 86.25% of scheduled caste households are landless, while the main occupation of 49% of them in rural areas is agriculture.[20] Overall, *Dalit's* control over the resources of the country is negligible. Surprisingly, half of the *Dalit* population in modern India lives below the poverty line. Many *Dalits* don't have proper access to safe water. Still, *Dalits* don't have open access to tea stalls or restaurants in 30-40% of villages in India. Actually, direct contact with *Dalits* is avoided.[21] Though they are still bearing the stigma of untouchables. People of wider society have an unchanging mindset about *Dalits*.[22] This is not the only scenario of Hinduism. Religious conversion can't change the fates of Indian *Dalits*. In India, Christianity, Sikhism, and Islam also practice caste that isolated *Dalits* from mainstream society.[23]

Dalits have to face caste-based violence too. Above 13 lakh cases of *Dalits* violence have been registered in different states of India (2018-2020). Among the states, violence against *Dalits* is most prevalent in Uttar Pradesh, Bihar, Rajasthan, and Madya Pradesh. Still, many cases have remained unreported.[24] The frequency of caste-based violence was higher during the pandemic period.[25] One of the reasons is that many *Dalit* migrants have to return from overseas due to Covid-19. Most of the cases are simple injuries and

atrocities. But surprisingly, *Dalits* are facing more cruel types of violence in big cities rather than in rural areas. One of the significant reasons for these types of violence is to ensure caste supremacy.[26] Sometimes, police don't permit *Dalits* to register cases against caste-based violence. *Dalits* have to face more obstacles in entering religious institutions also. In many villages of India, *Dalits* don't have the right to use luxury products.[27] The situation of *Dalit* women is more complex than their male counterparts. They have to suffer from multiple exploitations regarding their classes, castes, and gender. Valarmathi et al (2017) investigate the reasons behind the backwardness of *Dalit* women in the educational, social, and financial spheres. Justifying Hindu religious scriptures helps portray *Dalit* women as sexual objects. They also legitimize different patriarchal customs[28] and violent behavior against *Dalit* women. Even these religious scriptures have the worst influence on the educational sphere of *Dalit* women. Other significant reasons for their lower literacy are poor socio-economic conditions, lack of educational resources, privatization of education, dowry, humiliation, and bullying.[29]

Moreover, due to their untouchable stigma, they don't get good benefits from different state-sponsored development schemes.[30] On the other hand, they are to meet many difficulties within their patriarchal communities.[31]

It is not like there is a reservation for the jobs or education sector. According to the Indian constitution, there are sufficient reservations in education, politics, and employment for scheduled castes. But Roy (2014) reveals that *Dalits* can't take advantage of these reservations properly. Because they are to complete high school, which is quite luxurious to many of them, she also interprets how the caste system influences the employment sector of modern India. The business and corporate world is primarily dominated by *Vaishyas* whereas, *brahmins* hold the majority govt. jobs and intellectual positions. They also control the media which legitimates the supremacy of the upper castes. On the other hand, the number of *Dalits* is very minimal despite having reservations. They are still forced to do their traditional odd jobs. Moreover, privatization limits the scope of their traditional positions. Even sometimes, Indian migrant *Dalits* have to face

discrimination from their fellow countrymen.[32]

From the above discussion, it is evident that the lives of *Dalits* in India can't be called satisfactory. Though untouchability is constitutionally prohibited, it is practiced in many disguises. *Dalits* have to suffer from different forms of discrimination only due to their caste identity.

5.1.2 Situations of Dalits in Bangladesh

Bangladesh is also known for its resilience and diversity. There are two types of *Dalits* here: Bangali *Dalits* and Non-Bangali *Dalits*. Of them, the untouchable groups of Bengali-speaking people are called Bengali *Dalits*.[33] Most of the Hindu *Dalits* of Bangladesh are believed to be descendants of migrants from the Indian current states of Bihar, Uttar Pradesh, Andhra Pradesh, and Madhya Pradesh. They were first brought to the city of Dhaka by the Mughal rulers in the early 17th century. However, a significant number of them came during the first half of the 19th century when the British rulers brought them for various kinds of menial services like cleaners, tea gardeners, jungle cleaners, and other cleaning jobs.[34]

Though Bangladesh was formed as a secular, democratic country in 1971 after it separated from Pakistan, it has, over the years, developed majoritarian solid tendencies to discriminate against minorities. *Dalits*, who make up nearly one-fourth to one-fifth of the Bangladeshi Hindu population, become victims of mainstream society and caste untouchability.[35] Their representation in political institutions is abysmally low. Their economic conditions are comparatively bad, with most working in low-paying traditional caste occupations. Though Islam does not allow discrimination, few studies have incorporated evidence of caste-related discrimination in Muslim-dominated communities. In Bangladesh, many of them are remained underprivileged, for example, *Jola*, *Hajam*, *Bede*, *Bawali*, etc.

It is revealed that many *Dalits* received below the officially prescribed minimum wage. They have poor access to water, sanitation, and other public services. The condition of Muslim *Dalits* was worse than those of the Hindu *Dalits*. *Dalits* in Bangladesh also face

discrimination in the political sphere and in civic life. They are not treated well even by the doctors and nurses in hospitals and clinics. They are refused entry into their houses too. The Hindu *Dalits* faced much more discrimination in religious life. They were not allowed entry into temples and were discouraged from participating in religious/ community functions.

Bangladesh is a Muslim-dominated country where Muslims shape the policy of the state. Still, Bangladesh's *Dalits* face many challenges due to their outcast identity. Several *Dalits* are engaged in cleaning jobs here. But other job groups can also be found. Most of them live in isolated colonies segregated from broader society. They don't have proper access to public spaces. A report illustrates these biased sections.[36] As *Dalits* are found to be living in filthy areas of cities, they are suffering from the lack of clean water. In rural areas, they often don't have permission to use water sources because of their identity. Even they can't rent or buy houses and land. In some areas, they are also facing discrimination in getting medical access. They face severe human rights violations, including abduction, rape, torture, destruction of houses, land grabbing, eviction from land, threats, and pressure. Moreover, the public health sector doesn't provide any special attention to the vulnerable health of *Dalits* further complicating the matter. As there exists no reservation for marginalized communities in the Bangladeshi parliamentary system, *Dalits* can seldom participate in public or political activities. Even sometimes, they have to face violence for their participation in the national election. Moreover, they have to face caste-based discrimination in the education sector. The situation of *Dalit* women is more complicated than other women. Bangladeshi women have to suffer a lot due to patriarchal structures in this country. They have to confront many difficulties in terms of class, caste, and gender identity. Alongside the overall deprivation of the community, they have to face wage discrimination and sometimes, sexual and physical harassment in the broader society. Moreover, patriarchal customs like early marriage make their reality more complex.[37]

Sharif [38] mentioned the environment surrounding the *Dalits* colonies is quite unhealthy and congested. Quarters are only allotted for the cleaners who work in the government

job sector.[39] Other people made their homes adjacent to these quarters. This is illegal and these people are always afraid of eviction. But they don't have different ways because people don't allow them to rent due to their identity. The same thing happens in residing on their land. They are also facing discrimination in their job sector. In some cases, Bengali people grab their government jobs of cleaners with bribes or lobbying despite having reservations. On the other hand, they are losing their municipal jobs due to the inclusion of people in mainstream society. For example, *Dalit* women at Bhairab don't have the opportunity to work in the municipality. Moreover, they must bear different patriarchal customs and ignorance in their community. Interestingly, *Dalits* at Bhairab don't confront any obstacles in the educational sector. But they often can't utilize their qualifications because of their identity. They don't get jobs in the general sector for this reason. The development theorists assume that 'education can ensure the progress of any community can be questionable here. *Dalit* cleaners are popularly known as *Methors*. Some of their Muslim neighbors feel disgusted about them. They constantly justify their isolation. According to the Municipality Law, every ward should have one representative. But they don't dare to nominate a representative from their locality. They also have a firm belief that nobody would vote for them. Moreover, their identity hinders their participation in local elections. One of the most significant reasons for these humiliations and discrimination is their outcast identity.[40]

5.2 Discussion

It is a fact that different types of stratification exist in other religions too. For instance: among Muslims, there exists a differentiation between *Ashraf* and *Atraaf* Muslims. But the nature of this inequality is quite different from the Hindu caste system. It is also assumed that caste discrimination is only prevalent in the Hindu religion. That's why *Dalits* face different forms of challenges, humiliation, and discrimination in the Hindu religion and India. Due to the lack of reservation in the job sector and politics, Bangladeshi *Dalits* are sometimes more complex than Indian ones. The incidence of caste-based violence in India is indeed more frequent. Besides, Bangladeshi *Dalits* suffer a lot due to their identity despite living in a Muslim-dominant country. In this way, caste

discrimination crosses its own religious boundary and becomes a social phenomenon. It is a ray of hope that nowadays many *Dalit* people are changing their traditional occupations for different reasons such as higher income, higher status, the hardship of the jobs, psychological dissatisfaction, etc. This changing pattern of employment certainly helps to alter their socioeconomic and financial position. This study also reflects that the political economy of the caste system may lead to the subordination of *Dalits* in South Asia.

6. How to Improve the Caste-based Discrimination against *Dalits*?

i) The government of India and Bangladesh should ensure effective enforcement of existing legislation to protect *Dalits* from attacks, harassment, and discrimination.

ii) Government and NGOs should take more initiative to ensure *Dalits* access to the same rights and services mainstream society enjoys.

iii) To implement the Government's human rights obligations, NGOs should address the *Dalit* issue as a priority agenda by requesting a national study on discrimination on the grounds of caste, work, and descent.

iv) The key national priorities to improve the situation of *Dalits* in India and Bangladesh[41] and should be set in a comprehensive national action plan to eliminate caste, work, and descent-based discrimination. In this process, the GoB may decide to make use of a comprehensive UN framework to address caste discrimination.

7. Conclusion

The paper investigates how caste inequality surpasses its distinct religious boundary. Caste is a barrier to education and decent work, to inclusive economies, to the enjoyment of rights and representation, and therefore to sustainable development. Caste discrimination against *Dalits* is generally claimed to be a characteristic of the Hindu religion in both India and Bangladesh. But the present study has shown that *Dalit* people have to deal with a similar type of destiny in Muslim-dominated countries too. It indicates that the marginalization of *Dalits* has a religious basis, but it has crossed its own boundary and become a kind of social custom.

References

1. Shah, G., Mandar, H. Thorat, S. Deshpande, S. & Baviskar, A. (2006). *Untouchability in Rural India*. New Delhi: Sage Publications

2. Shah, G., Mandar, H., Thorat, S. Deshpande, S. & Baviskar, A. (2006). *Untouchability in Rural India*. New Delhi: Sage Publications

3. Ambedkar, B. (1993), Waiting for a visa. In V. Moon (Ed.), *Dr. Babasaheb Ambedkar,* Vol. 12: 661- 691

4. Mandal cited in Daize, Ayesha Siddequa (2018). Dalits struggle to change livelihood strategies against

   cast-based discrimination: a study in urban Bangladesh, *Social Change*, Vol. 8, No. 1, PP. 1-21

5. Islam, Sirajul (edi.), *Banglapedia: National Encyclopedia of Bangladesh*, Dhaka: Asiatic Society of Bangladesh, 2003

6. Munshi, Kaivan (2009). Caste and the Indian economy, *Journal of Economic Literature*, 57(4), PP. 781–834

   https://doi.org/10.1257/jel.20171307

7. Roy, A. (2014). *The doctor and the saint: The Ambedkar-Gandhi Debate, Race and Annihilation of Caste.*

   (S. Anand, Ed.), New Delhi: Navanna

8. Hossain, Md. Ferdoush (2007). Socio-economic condition of dalit community in Dhaka city, Jagannath *University Journal of Social Sciences*, Vol. 6 & 7, No.1& 2, PP. 1-16

9. Srinivas, M. N. (1966). *Social Change in Modern India*. Berkeley, CA: California University Press

10. Munshi, K. & Rosenzweig, M. (2006). Traditional institutions meet the modern world: caste, gender and schooling choice in a globalizing economy. *American Economic Review*, 96 (4), PP. 1225-1252

    doi:10.1257/aer.96.4.1225

11. BBS, *Report on Sample Vital Registration System-2003*, February, 2006

12. BBS, *Population and Housing Census 2022*

13. Hossain, Md. Ferdoush (2007). Socio-economic condition of dalit community in Dhaka city, *Jagannath University Journal of Social Sciences*, Vol. 6 & 7, No.1& 2, 1-16

14. Rahman, Khan Ferdousour , *The Daily Star* (Dhaka), 19 January, 2016

15. BBS, *Report on Sample Vital Registration System-2003*, February, 2006

16. International Dalit Solidarity Network (2006). *Consultative Meeting on the Situation of Dalits in Bangladesh*, Dhaka

17. Rahman, Khan Ferdousour , *The Daily Star* (Dhaka), 19 January, 2016

18. Thorat, S. (2009), *Dalits in India: Search for a Common Destiny.* New Delhi: Sage Publications Ltd

19. Thorat, S. (2009), *Dalits in India: Search for a Common Destiny.* New Delhi: Sage Publications Ltd

20. Hans, V. B. (2012). Dalits in India: From Marginalisation to Inclusion. *National Seminar on Discrimination*

and Social Exclusion: Development Experience of Dalits in India. Mangalagangorthi: Center for Study of Social Exclusion and Inclusive Policy

21. Sooryamoorthy, R. (2008). Untouchability in modern India. *International Sociology,* 23 (2), PP. 283-293

22. C. Vengateshwaran & Madasamy (2016), Social Security Pattern of the Elderly in Southern Tamil Nadu, *International Journal of Innovative Knowledge Concepts*, Vol. 2, Issues. 8

23. Hans, V. B. (2012). Dalits in India: From Marginalisation to Inclusion. *National Seminar on Discrimination and Social Exclusion: Development Experience of Dalits in India.* Mangalagangorthi: Center for Study of Social Exclusion and Inclusive Policy

24. Over 1.3 lakh Cases of Crime Against Dalits Since 2018: UP, Bihar, Rajasthan Top Charts, *The Economic Times*, 1 December 2021

25. Crimes against Dalits, Tribals Increased in Covid Pandemic Year, *India News*, 6 September, 2021

26. Vengateshwaran, C. & Madasamy, V. (2016). The Unchanging Caste Mind: Cycle of Violence against Dalits-Today and Tomorrow. *International Journal Innovative Knowledge Concepts,* Vol. 2, Issue 8

27. Sooryamoorthy, R. (2008). Untouchability in Modern India. *International Sociology,* 23(2), PP. 283-293

28. Such as child marriage

29. Valarmathi, T., Jaiswal, S. & Jaiswal, A. (2017). An Anthropological Analysis About the Condition of Dalit Women In India. *International Journal of Multidisciplinary Research in Social Sciences,* 2 (2)

30. Bhuvaneswari, N., & Prabhu, S. (2020). A Study on Issues And Challenges in the Protection of Human Rights of Dalit Women in India. *The International Journal of Analytical and Experimental Modal Analysis,* 12 (2), PP. 1026-1032

31. Valarmathi, T. J. S. & Jaiswal, A. (2017). An anthropological analysis about the condition of dalit women in India. *International Journal of Multidisciplinary Research in Social Sciences,* 2 (2)

32. Roy, A. (2014). *The Doctor and the Saint: The Ambedkar-Gandhi Debate, Race and Annihilation of Caste.*

(S. Anand, edi.) New Delhi: Navanna

33. Occupationally they include: Charmokar, Malakar, Kumar, Koi-borto, Kolu, Kol, Kahar, Khourokar, Nikari, Bauli, Bhagobania, Manata, Malo, Maual, Mahato, Rajo Das, Rajbongshi, rana Karmokar, Roy, Shobdokar, Shobor, Sannasi, Hazra etc.

34. *Dalit Community*. Retrieved August 12, 2022, from *Banglapedia: National Encyclopedia of Bangladesh*

https://en.banglapedia.org/index.php/Dalit_Community

35. Surinder S. Jodhka & Ghanshyam Shah (2016). Comparative contexts of discrimination: caste and untouchability in south Asia, *Economic and Political Weekly*

36. A Report jointly prepared by BDERM, DERM; Nagorik Uddyog; IDSN. (2018).

Situation of Dalits in Bangladesh. 30th Universal Periodic Review Session

37. A report jointly prepared by BDERM, DERM; Nagorik Uddyog; IDSN (2018). *Situation of Dalits in Bangladesh.* 30th Universal Periodic Review Session

38. Conducted an Empirical Study on Dalit Cleaners at Bhairab: A Typical Town in Bangladesh

39. Surprisingly, these quarters are constructed following Manu's Law

40. Sharif, A. (2022). *Living with Marginality: A Study of Dalit Community at Bhairab,* Master's Thesis, Department of Anthropology, University of Dhaka

41. The Bangladesh National Parliament introduced an Anti-Discrimination Bill 2022 in its last session and it is currently under review by the Parliamentary Committee on Law, Justice and Parliamentary Affairs.

BL College Journal
Full PDF
www.blcollege.edu.bd
ISSN 2664-228X (Print)
ISSN 2710-3684 (Online)
Volume -IV, Issue-II, December 2022
Pp. 118-128

Forest during Formative Years of Human Life: A Reading of *Amidst the Pines* by Singhal

Bhawana Pokharel, Ph.D

Bhawana Pokharel, Ph.D
Assistant Professor
Department of English
PNC, Tribhuvan University, Nepal
e-mail : bhawana@pncampus.ed.np

Abstract

'Amidst the Pines' by Kabita Singhal is a memoir that describes her childhood days at a boarding school in Darjeeling namely Kurseong. The school was surrounded by tall pine trees and was situated in the middle of a forest. The author illustrates many literal roles that the forest played during the formative years of her life as a human being. This study deals with some such examples, from the book, that even have a lot of metaphorical implications. More specifically, this paper examines the nature-human relationship that has been depicted by the author, in light of ecocritical consciousness derived through the ideas from the scholars like Greg Garrard, Cheryll Glotfelty, and Patrik D. Murphy and concludes that forest plays a vital role in inculcating the sense of awe, joy, fear, courage, transformation, and rootedness in human beings.

Keywords

Forest, Ecocriticism, Formative Years, Fear, Courage, Transformation.

Introduction

Amidst the Pines (2021) by Kabita Singhal is a memoir that describes her childhood days at a boarding school in Darjeeling, specifically in Kurseong. The school where she along with her siblings was admitted at the age of five, was surrounded by the tall pine trees and was situated in the middle of the forest (Singhal 22). The author illustrates many roles that the forest played such as incubating the sense of various human emotions, namely— awe, fear, adventure, courage and freedom during

her stay there from her childhood to adulthood. The examples of forest-human relationships which Singhal has incorporated in the memoir don't have only literal but also metaphorical implications. While celebrating the bountifulness of forest and implicating the importance of forest in human life, the memoir makes a connection to ecocriticism. This study detects, discusses, and makes an analysis of some events and illustrates how the above-mentioned emotions along with some others like the sense of rootedness, as well as the importance of forbearance was inculcated in the children through the forest. Overall, the paper examines how and what about the nature-human relationship in the formative years of her life is depicted by the author in her memoir. Therefore, with a brief overview of forest in literature, it will be interpreted in light of ecocritical consciousness derived from the ideas of the scholars like Greg Garrard, Cheryll Glotfelty, and Patrik D. Murphy.

Literature Review: Literature, Forest, Nature Writing, and Ecocriticism

The man-nature relationship has got ample space in literature of all times. In 1965 Northrop Frye proposed in *A Natural Perspective* the existence of a distinct space he called the "green world" in Shakespeare's "forest comedies." This green world—a space of escape, freedom, and renewal opposed to the court or city—depicted the forest in them. As Elizabeth Weixel observes, "Frye's green world formulation has in many ways directed literary criticism's approach to forest spaces, and his legacy endures" (2). However the representation of forest underwent an alteration along with the writers in chronology. Robert Pogue Harrison, building on Frye's foundation, proposed to explain the antagonism between Western Civilization and wild nature as embodied in forest by tracing a "genetic psychology of the earliest myths and fables" of forest (3).

Forest in Shakespeare's works is "mixed" and "wild" which captures the often contradictory and ambiguous nature of forests (Weixel 3). Similarly, she finds David Young's "The Heart's Forest: A Study of Shakespeare's Pastoral Plays" appropriating woodland into the larger category of pastoral, thereby erasing its distinct character as a historical and literary space (Weixel 3). The literature of the 16th and 17th centuries inherited from that of the preceding centuries the forest of exile, wanderings, licentiousness, and chivalry found in Malory, Chaucer, and continental romance (Weixel 3). In Weixel's

words, "the green world continues to flourish, but another prominent approach to the forest in literature—one more concerned with the material of timber than with shady metaphysical coverts—is emerging in the developing field of ecocriticism" (3). Karen Raber's 2007 bibliographical essay in *English Literary Renaissance* on ecocritical study of Renaissance literature examined "the relationship between literary and cultural artifacts and the natural environment" (Raber 151; Weixel 3). Hence the area along with scope gradually embraced an expansion and eventually it seeped in to the field of literature.

Peter Barry claims the ecocritical approach took "its literary bearings from three major nineteenth-century American writers whose works celebrate[d] nature, the life force, and the wilderness as manifested in America, these being Ralph Waldo Emerson, Margaret Fuller and Henry David Thoreau" (249).

However, Weixel opines that the potential of ecocriticism to reexamine accepted understandings of literature's engagement with the material natural world has much to offer fields outside its traditional purview of British Romantic and American Transcendental literature (4). For example, Weixel cites Gabriel Egan's *Green Shakespeare* as the most prominent ecocritical study of early modern literature to date (4).

Weixel's study explains the role forest played in the social hierarchy and the uses writers made of the forest. Being informed of all these preceding developments and excavated facts about forests in literature, my focus is on the role forest can play during the formative years of human life.

Jeyashree G. Iyer holds that the concept of the forest is not only pertained to trees and plants but also to other species like birds, animals and reptiles. Forests are the metonymy of an unadulterated environment complementing contradictory elements of freedom and restrictions. The forest is not just a place of trees and plants….it is considered to be a place of serenity, peace and purity on the one hand but on the other hand, it is the place that endangers human life, not a congenial place for humans to live (14).

A spur of going back to forest and or nature has been forced by the pandemic during and in this post-pandemic era. One or two components of nature un/intentionally are embedded in almost all literary texts as one of its basic elements, is the setting. Thus, the presence of nature, of which the most frequently mentioned part is a forest, is treated as the most crucial factor in human life. Forest as the most prominent part of nature by its implication calls for the concern of the environment that eventually pulls the undeniable strings of eco-criticism.

Eco-criticism as a term was first coined by William Rueckert in his critical writing "Literature and Ecology: An Experiment in Ecocriticism" in 1978. The word 'eco' comes from the Greek root word 'oikes' which etymologically means household or earth and "logy" from "logos" means logical discourse. Together they mean criticism of the house-the environment as represented in literature. According to Rueckert, ecocriticism applies ecology or ecological principles to the study of literature (qtd. in Mishra 168).

Similarly, Lawrence Buell defines ecocriticism as "a study of relationship between literature and the environment conducted in a spirit of commitment to environment's praxis" (430). Further ecocriticism does not simply mean nature study; it has distinguished itself from conventional nature writing first by its ethical stand and commitment to the natural world and then by making the connection between the human and the non-human world.

Patrik D. Murphy holds that Ecocriticism is literary criticism that arises from and is oriented towards a concern with human and non-human interaction and interpretation. Murphy believes that it is a dialogue i.e., the exchange of "energy/information" not only conversation, "Ecological dialogue is the process by which humans can talk through how to live with the rest of their bioregion" (316). *Amidst the Pines* also deals with such interaction between humans and non-humans i.e. the forest, bushes and trees which this paper interprets as the role of the forest that has an effect on human habits and values during the formative years of her life as un/consciously implied by the author.

Statement of the problem

Singhal's *Amidst the Pines* celebrates the bountifulness of nature. In addition, it also presents the various roles forest plays during the formative years of human life.

However, since this is comparatively a new text, it is not amply explored. If even it is, it is read mostly as a memoir with a focus on the sequence of events in the author's life at the given time and space but not from an ecocritical perspective.

Objectives

Since *Amidst the Pines* has not yet been studied from the perspective of nature writing as a part and ecocriticism as a whole, its objectives are to bring out what ideas about ecocriticism or nature writing prevail it, and what forest implies and what it imparts during the central character/s' development as human beings within the spatial-temporal frame of their living amidst the forest.

Methodology

The inquiry will be a qualitative one. This paper falls under the secondary research paradigm since printed and online materials produced by the primary authors will be used. It uses cloze reading, description, interpretation, and analysis as its tools for inquiry. Regarding, conceptual framework, it borrows ideas from the scholars like Greg Garrard, Cheryll Glotfelty and Patrik D. Murphy. Garrard holds that the subject of ecocriticism is the study of the relationship of human and non-human, throughout cultural history and entailing critical analysis of the term 'human' itself (5). Its subjects include the joys of abundant nature, sorrows of its deprivation, hopes for a harmonious existence between humans and nature and fears of loss and disasters (5). Glotfelty defines ecocriticism as "the study of the relationship between literature and the physical environment … ecocriticism takes an earth-centered approach to literary studies" (xvii). Likewise, Murphy believes that it is an ecological dialogue i.e., the exchange of "energy" (316).

Discussion and Analysis: Forest, Awe, Fear, Courage, and Transformation

Amidst the Pines (*ATP* henceforward), alone its title puts an emphasis on its "forestness" (coinage mine!?) as its setting. Dow Hill stands like an imposing fortress amidst an alpine forest "tucked away amidst the tall and mighty cryptomeria". It is located at an ideal height of 6000 feet, on the hill facing the Himalayan range (Singhal 15). Dow Hill School is an exclusive boarding school for girls. It is about 5 kilometers from the town of Kurseong in Darjeeling district, West Bengal.

Dow Hill, along with its brother School Victoria, is among the older schools in the country. These two heritage schools are situated one kilometer apart in an awe-inspiring pine forest in Kurseong (18). In this way the memoir opens up, dealing with "cultural artifacts and the natural environment" as Raber observed about ecocriticism during English Renaissance literature (151). The author acknowledges the magnificence of the architecture founded by the British Raj in India. "A flight of steps from the study hall took us up to the senior school dormitory building. This was an impressive three-storey structure. Its striking yellow stood out against the backdrop of the verdant green dense forest" (67). Then, she further relates the cultural artifact of the building and the surroundings to the natural glory of the forest :

> As one drove up the steep winding slope, at first the cryptomeria trees appeared. The cool hill air filled with the fragrance of wildflowers permeated our senses . . . It almost seemed like one was being prepared to witness this beautiful splendor in the midst of the dense forest. The first glimpse of the majestic buildings surrounded by the mighty trees gave one the impression of it being a fortress in heaven….what a splendid sight! One's first reaction was that of awe. This was a wonderland! (66)

The wilderness was splendid; further, it is blended with the magnificence of the masonry of the buildings. It provided the place with the impression of a wonderland. Moreover, its (*ATP's*) subjects include the "joys of abundant nature" (Garrard 5) expressed through sight, sound, and feel :

> Far from the maddening crowd in the most pristine surroundings, we were nurtured. Nature's sounds were the only sounds that reached us. It was sheer bliss listening to the chirping of the birds, the sounds of numerous insects, murmuring brooks, gushing waterfalls and the wind whistling through the trees. Surreal sunrise and sunsets filled our days. (15)

The "nurturing" nature with awe-inspiring scenic beauty of the Sun rising and setting along with babbling brooks and chirping birds are painted in the most vivid language. They "breathed fresh air and the sweet fragrance of exotic orchids innumerable wild flowers and scented pines filled their senses" (Sinhal16). "Kurseong was on the hill just in front and all around were the other hills with tea estates and their factories visible in the distance" (45). She presents Kurseong in juxtaposition to the man-made tea estate

and its material setting as Glotfelty defines ecocriticism as "the study of the relationship between literature and the physical environment … ecocriticism takes an earth-centered approach to literary studies" (xvii). Be it the man-made setting or nature it's all about the earth the author's focus is on. Singhal depicts the accommodating, homing, caring forest in the following lines:

> The virgin forest all around was home to wild animals. At night we could hear the howling jackals and hyenas. The workers on the estates often spotted leopards and their cubs amongst the tea bushes in broad daylight . . . All these stories were really "fascinating." Leopards sprawling on bungalow lawns. We sometimes spotted leopards majestically crossing the road right in front of our jeep. We were simply awestruck! Rabbits running in front of Jeep headlights always had us excited. (48)

The unadulterated forest homed wild animals; the residents around could hear, see and feel the animals in the narratives of the locals. They talked about how proximate the animals lived with them. It illustrates Iyer's opinion that the concept of the forest is not only pertained to trees and plants but also to other species like birds, animals, and reptiles (14). Notably, the stories did not frighten them but aroused a "fantastic" feeling of awe and excitement in the children.

After the natural literal material surrounding, the author delves deeper into the abstract and metaphorical as she writes, "The teachers taught us to stand tall like the mighty trees and the lofty mountains with their majestic peaks. The indomitable spirit of the hills seeped into our beings. It was in Dow Hill that we learn to belong. We realized the value of growing strong roots. These would give us strength and keep us firmly grounded" (17).

Their "transition" from junior school to senior school was very smooth. The forest/ school became a fun-filled place. It was not only a physical material transition but also a psychological one. They start establishing human networks as well as grow more daring for adventures, "At the end of the teachers' cottage was the chapel. After this one reached two mossy paths with trees and thick ferns on both sides, one going into the forest that was a shortcut for many of the locals. It looked most inviting to the

adventurous!":

> Lush greenery surrounded the grotto, making it the perfect place for picnics. This was where we went for our Easter picnic on Easter Saturdays. A picnic here meant walking down through the forest by the shortcut….The forest was filled with insect sounds and the twitter of birds. And fortunately, in spring, the undergrowth was sparse, and there were no leeches to contend with. So, it was a merry walk through the forest. (77)

Though they find merriment in the walk through the forest, they discover their craving for change and adventure being followed by a sense of fear. In the narrative entitled "Ghost Stories", she says that the setting was ideal for the imagination to run wild as those (boarding) schools were usually "in the midst of dense forest, secluded from any means of civilization" (105). Besides, their bearers, ayahs and other staff who went home late at night also had several tales to tell about ghosts and vampires. They were stories of headless ghosts wandering about aimlessly in the forest. However, confirming fearlessness, she writes, "but during our entire schooling not a single ghost did we encounter" (105); the stories were many but none of us ever encountered any spooky being. They learnt to validate the imaginary with the real and inculcated the sense of joy to enjoy both the natural and the supernatural instead, "We were intrigued when we got the news that Maili delivered a baby girl right in the middle of the forest. …we certainly lived in the midst of the natural and supernatural" (112).

The chapter "Adventure in the Forest" explicates that the forest incubated in them the sense of adventure, danger, fear, and challenge and also taught them the ways and courage to overcome them. They would bunk and go through the forest to Goethals and return in time for dinner:

> One by one we made a dash towards the forest. Danger was lurking at every corner. The first step was to go past the teachers' cottages…onto the shortcut through the forest…. It was all clear, not a soul around: man, animal or beast. So, merrily we went deeper into the forest; happy to be out of the prison walls and breathing in the forest air. (188)

Their transition from childhood to adulthood goes past danger, trepidation, and fret beyond that "the soothing forest sounds come alive filling them with a sense of calm" (189).

The forest is also qualified as "frightening", "dark" and "eerie" but only in the darkness. In the dark, even the trees "took on monstrous forms." It started getting eerier by the minute (189). Each little sound was getting magnified and all they could think of were evil spirits and ghosts. Emphasizing the new spirit of fearlessness she states, "Dangerous to say the least but we were bold and daring and loved to experience danger! These lines from the memoir resonate with Iyer's observation that "children's literature on forests offers dangerous beauty and the children's attention is always propelled towards beauty where danger lurks behind" (15).

She accentuates, "Surprisingly no one ever fell off. Finally, we were back in school, happy and refreshed after breathing the intoxicating air of freedom" (116). With the added sense of freedom, the feel of transformation permeates into their being which the author symbolically illustrates through the episode of the butterfly:

> Mrs. Siddons her domestic science and health science teacher was a great lover of animals and flowers. The hedge by her quarters comprised hydrangea bushes with their delightful blue and purple flowers growing in bunches. The leaves were referred to as caterpillar leaves on which they can see crawlies metamorphose into beautiful butterflies. (152)

Forest or plants introduced the fact of metamorphosis to them which they learn by observing the caterpillar change into a butterfly in Mrs. Siddons' Garden.

Singhal confesses that when they go home, they would have a feeling of parting even with the forest the alma matter that transformed them, "So finally, it was goodbye: goodbye forest goodbye peach tree, goodbye hills and goodbye school. Wait for us, we will return in spring: when the trees are dressed in their new leaves when the skies are blue and hills are awakening from their deep slumber" (212). That was a goodbye to Dow Hill surrounded by forest as a "cosy nest"; that was a goodbye to their own childhood. They feel "being plucked and taken away from these virgin surroundings" however, they have a well-grown self in them.

ATP and its Ecocritical Implications

Even if deprived of formal access like in Dow Hill School humans as a product of nature tends to sneak into the wilderness for the innate affinity, they feel with it. Not only this, they experience budding human emotions such as challenge, fear, adventure, courage, peace, security, solace and transformation via or in the lap of nature. Provided this, the modern education system should conceive of a nature-orienting, nature-accessible, nature-respecting as well as nature-conscious and protecting educational environments as in/formal educating setups similar to the suggestion of "green academia" (1) by Sayan Dey in his *The Green Academia* (2023) as a systemic long-term counter-intervention strategy against any form of impending pandemics in the post-COVID era and beyond.

Conclusion

Thus, the memoir presents its plot and narratives, inscribed by the author from the perspective of the then child perceiver, that emanated from the middle of the forest and developed simultaneously with the span of time. Literally, these narratives are inclusive of Dow Hill and its surrounding, the architecture, forest, feelings of joy and awe, budding sense of adventure, challenges, fears, courage to overcome them and eventually the transformation from child to a gratitude-laden eco-conscious human being. Metaphorically, they reflect the life lessons the forest taught them. They learnt to stand tall like the mighty trees and the lofty mountains with their majestic peaks, to keep their spirits indomitable like that of the hills, they learnt to belong and realized the value of growing strong roots that would give them strength and keep them firmly grounded.

Works Cited

Barry, Peter. *Beginning Theory: An Introduction to Literary and Cultural Theory*. 2nd ed. Manchester UP, 2002.

Buell, Lawrence. *The Environmental Imagination: Thoreau, Nature Writing and the Formation of American Culture*. Harvard University Press, 1995.

Dey, Sayan. *The Green Academia*. Routledge India, 2023.

Garrard, Greg. *Ecocriticism: The New Critical Idiom*. Routledge, 2004.

Glotfelty, Cheryll. "Literary Studies in an Age of Environmental Cricis." Introduction. *The Ecocriticism Reader: Landmark in Literary Ecology*. Ed. Cheryll Glotfelty and Harold Fromm. Gerogia: U of Gerogia P, 1996, pp. xv-xxxvii.

Iyer, Jeyashree.G." Role of Forest in Children's Literature." *Veda's Journal of English Language and Literature- JOELL*, vol. 4, no. 2, 2017, pp. 13-16.

Mishra, Sandip Kumar. "Ecocriticism: A Study of Environmental Issues in Literature." *BRICS Journal of Educational Research*, vol. 6, issue 4, 2016, pp. 168-170.

Mosley, Stephen. *The Environment in World History*. Routledge, 2010.

Murphy, Patrick D. "Rethinking the Relations of Nature, Culture and Agency." *Environmental Values*, vol. 1, no 4, 1992, pp. 311-320.

Rueckert, William H. "Metaphor and Reality: A Meditation on Man, Nature and Words." *KB Journal*, vol. 2, no. 2, 2006.

Singhal, Kabita. *Amidst the Pines: A Memoir of My Boarding School Days*. Authors Press, 2021.

Weixel, Elizabeth Marie. *The Forest and Social Change in Early Modern English Literature, 1590-1700*. Dissertation. 2009. https://conservancy.umn.edu/bitstream/handle/11299/52607/1/Weixel_umn_0130E_10291.pdf

BL College Journal
Full PDF
www.blcollege.edu.bd
ISSN 2664-228X (Print)
ISSN 2710-3684 (Online)
Volume -IV, Issue-II, December 2022
Pp. 129-134

Indian Devotional Music: Its Relation with the Religious Concept of People and Iconography

Dr. Sudarshana Baruah

Dr. Sudarshana Baruah
Lecturer, DIET
Government of Assam, INDIA.
e-mail : subarshana.baruah83@gmail.com

Abstract

Religion is the driving force behind the evolution of society. Human religious believers have interpreted music as the utterances of gods and lauded it as the purest expression of spirituality. Throughout the majority of human history, religious texts have been sung rather than written, and religious behavior has been expressed through prayer or devotional melodies or music in almost all religious traditions. The values, functions, and genres of religious music are culturally diverse and varied. Religious musical forms can transcend cultural barriers. Some religions, such as Buddhism, use music to prepare the mind for meditation by calming and focusing it. In India, kirtan, also known as Shikh religious music, facilitates connection with one another and with God. Similarly, Vedic hymns in Hinduism were musical. By performing bhajans, devotional songs, Sanskrit mantras, etc. Hindus offer prayers to God. Sufi music, Qawalli, etc., are chanted during prayers in the Muslim faith. In addition, it teaches religious teachings. Religious songs of any faith are characterized as a source of strength and a means of relieving pain, thereby improving one's mood. The iconography of Indian music contains numerous elements that represent the human religion, culture, traditions, and way of life, thinking, values, customs, costumes, rituals, and behavior throughout the centuries through visual art and symbolism like sculpture, architecture, idol of god etc. Therefore, iconography is a specialized discipline of study that examines images of gods. Indian music and dance are the culmination of one of the world's finest civilizations' evolution. The Iconography of Indian music entails the study of figures, images, deities, and pictorial representations of the devotional music's most prominent deities of music.

Keywords

Indian music, devotional music, religion, iconography

Introduction

The History of Music and Early Human-

When humans were in their primitive or early state, they eventually heard various sounds of nature such as animals, rain, wind, etc. and they were very curious about and drawn to the sounds of nature. Due to their enthusiasm, they followed the sound and attempted to speak it themselves. By striking two bamboo and animal bones, they attempted to sense the tone and rhythm. Thus, individuals began to follow diverse sounds. Early humans were afraid of natural disasters, pandemics, fatal diseases, rain, storms, and earthquakes. They believed that a superpower may have been controlling them. To appease the supernatural force, they sacrificed many things and begun to pray to trees and rocks, etc. When praying to these natural objects, they made numerous rhythmic sounds and movements. This is how they developed musical melody, rhythm, and instruments for prayer.

As people became more civilized and began to live in societies, they progressively developed distinct cultures, religions, and music.

Music and Religion

In all known human societies, the emergence of music occurred simultaneously and spontaneously. In ancient India musical instruments were discovered at least 30,000 years ago.

Always associated with deities and goddesses is music. In India, the divine origin of music is attributed to certain gods through the arts. Religion and deity are connected to music not only in India but also in Western cultures. In Greek mythology, instruments are affiliated with Greek gods. In India, Shiva is associated with dance and music, Lord Brahma is frequently associated with the Nada Brahma, and Lord Vishnu wields the Shankha or conch, a wind instrument. In Indian music, the five faces of Lord Shiva gave rise to ragas such as raga Bhairava, raga Hindol, raga Dipak, and raga Shree. Goddess Parvati in Hindu tradition sang the raga Kaushik. The goddess Saraswati is linked to

music. She is observed with a veena in her hand. Lord Srikrishna is depicted with the flute instrument. The Vedic sage Narada is depicted carrying the Tumburu instrument. In addition, he is credited with inventing the Mahati veena.[1] In the Christian churches of medieval Europe, hymns were prominent. In all religions, music is employed as a form of supplication. As a spiritual aid, music is believed to uplift and calm the psyche. The evolution of classical music has been multifaceted and consequential. They have infused it with streams of worship melodies. Jaydev Goswami (12th–13th centuries) was one of India's earliest mystic vocalists in the Vaishnavite Bhakti (tradition of praying lord Vishnu) tradition. His book Geet Govinda is considered a devotional music classic. Here, he sang Srikrishna and Radha's devotional melodies with great emotion and sincerity. Chaitanya deva of Bengal also sang about Krishna and Radha's mystical love. Srimanta Sankardeva and Sri Sri Madhabdeva composed numerous Srikrishna-based devotional Borgeet themes. Tansen's teacher, Swami Haridas, was an expert in the dhrupad style of devotional music. In India, the Bhakti movement gave sacred music a boost. Music is sanctified by religion. It is given the standard form while being combined with religion.

In religious ceremonies, dance, music, and instrumental music were integral components. Humans have a natural affinity for music. Since the commencement of recorded history, there have been traces of music. Every caste, religion, and ethnic group has its own culture, music, dance, and beliefs, among other things. In this manner, India possesses remarkable traditions and cultures. In India, people of all religions celebrate every occasion with music. Each religion, including Hinduism, Islam, Sikh, Buddhism, and Jainism, has its own way of commemorating auspicious occasions and festivals with musical notes or prayer songs. Music is a medium utilized by nearly all religions. It is a crucial and potent element that enables devotees to express their beliefs, innermost thoughts, and feelings. When used carefully, music can create an atmosphere conducive to worship. Music can elicit emotion and bring people together. Music plays a vital role in all of our lives. In our private lives, we choose the music we listen to, but we are subjected to music in other contexts. For this reason, music is performed and played at all events in human existence. From childbirth ceremonies, wedding songs, songs of cultivation, prayer songs to relief from diseases like pox and others, Children's songs like riddles or rhymes, folk songs based on love, sadness, separation, songs of

nature, patriotic songs, village songs, festival songs and other ritual songs based on god and goddess, other auspicious songs, etc. are existed in India. Music is an integral component of human existence. It also had to do with our emotional and spiritual health. Performers and listeners accomplish union with their higher power through music.

Hinduism in India has been associated with devotional music since the Vedic period. Regarding the worship of Gods, hymns are significant and are sometimes regarded as sacrosanct. They are often reverent and solemn forms of music containing often sacred lyrics but are intended to elevate the spirit toward God. In christens, church music is also performed as prayers. Muslims perform their daily 'Azan' in a musical melody that somehow resembles the notes of the Indian classical raga.

In India, music is regarded as a living and revitalizing art, with matter for its body and spirit for its essence. Raga, which consists of combinations of notes, microtones, emotions, and moods, can be characterized as the psycho-material body of music.

Indian Music and Iconography

Iconography is derived from the Greek words 'eikon' which means image, and 'graphia' which means writing, drawing, etc. The term "eikon" is equivalent to the Indian word "arca" or "image."[2] Consequently, the term 'icon' refers to an object of worship, a representation of a god or saint in painting, sculpture, etc. It is connected with sacred rituals involving the worship of particular deities. Iconography is therefore a specialized field of study that examines images of deities. Indian music and dance represent the pinnacle of the evolution of one of the world's greatest civilizations. The Iconography of Indian music also implies the study of figures, images, deities, and pictorial representations of the devotional music preeminent deities of music. The name of paintings that depict music, particularly Indian raga music, are Rajput paintings. Rajput painters who had worked at the Mughal court and learned some of the science of miniature painting as developed in Persia must have returned to their homes and produced such works as the Rasikapriya illustrations. More significant for the future are the earliest Rajput Ragamala paintings, which also date to roughly the Mughal era, as these themes were to dominate the school's output throughout the entire 17th century.[3]

Songs and dance were inextricably linked to the religious revival that Shri Chaitanya so strongly influenced in the early sixteenth century. As we have seen, music and

poetry have a reciprocal relationship. This collection of musical poems and images is known as Ragamala. Artists depicting dance and music in pictures and sculptures have been discovered in royal places, temples, and Buddhist religious sites. In literature, pictures, sculpture and iconography, dancing has been depicted extensively during various historical eras. In the Indus Valley civilization where dancing girls with bronze sculptures were discovered. The great book Natyasastra written by Bharatha in India (Approx-2nd -5th century) is the earliest surviving Sanskrit text of drama, music, and dance. In India's ancient and medieval temples, sculptures of musicians singing, playing musiccal instruments, and dancing are abundant.[4]

Ancient temple dancing rituals may have influenced ancient sculptors to incorporate dance and music into temple architecture. Although music and sculpture are distinct art forms, they are interconnected in a social, cultural, historical, and religious manner. These two forms evolved religiously and evoked rasas in the minds of the general public. The science of iconography is also closely related to religion or religious cult that teaches one to realize divinity in a man or in an object. Art is an expression or a symbol of nature and it unveils as well as represents the exquisite beauty of nature which in its turn is the representation of world essence. Music has been present from the history of Vedic and Upanishad periods up to the present time. According to Venkateswara, The pre-Vedic Aryanism knew no idol. From the Vedic samhita and Upanishad periods, when priest devote sacrifice in fire, the tendency of anthropomorphic integration towards symbolism regarding the Hindu gods has been developed. Rajput painting is the name of famous art. It has a wider extension. Rajput painters who had worked for a time at the Mughal court and learnt some of the science of miniature painting as developed in Persia. Further Rajput developed Ragamala painting in around the 17th century.[5] It portrays the states of love or the type of heroism of Rajput kings. Also, it has expressed the sentiment and emotion of ragas imagining various gods and goddesses in human form.

Conclusion

Human is a social animal and to live in society people has to follow many rules, customs, tradition, culture, and religion. For the development of a community or a society, people must have to develop their culture and tradition. Music makes bonding among

people. So it has the power to grow sentiment and emotions among people of a society, community, and religion. That is why many saints of religious faith have used music to spread religion and religious sentiment worldwide. Music is pure art and when it enters religion, it reached the highest purity. Because the standard text, tune, rules, customs, costumes, tala or rhythm, etc. used in devotional music it becomes the standard form filled with various rule and regulations. To preserve religious faith, spread religious faith and make a bonding among people through religion, music is considered as a powerful medium. Music elicits emotions and grows sentiment. To protect every tradition and culture, music must be used as a medium for heart-to-heart connectivity among people of the world. Musical sounds are related to humans from the beginning of an early age and later humans created musical notes from the sounds of nature. The iconography of India has many evidence in relation between music and religion.

Reference

1. Baruah, Sudarshana(2018) : Bharatiya Raga Sangeet Tatwa, Assam book trust. p.24

2. Prajananand, Swami : (2002)A historical study of Indian Music, Munshiram manoharlal publisher. p.258

3. Basant(2015) Sangeet Visharad, Sangeet Karyalaya, Hathras. p.207

4. Singh, Thakur Jaidev(2016) : Bharatiya Sangeet Ka Itihas. Vishwavidyalaya Prakashan, Varanasi. p.286

5. Basant : (2015) Sangeet Visharad, Sangeet karyalaya, Hathras. p.207

BL College Journal
Full PDF
www.blcollege.edu.bd
ISSN 2664-228X (Print)
ISSN 2710-3684 (Online)
Volume -IV, Issue-II, December 2022
Pp. 135-146

Significance of Co-curricular Activities to be Skilled Manpower: A Case Study on Khulna University

Shima Chowdhury, Dr. Tuhin Roy, M.M. Abdullah Al Mamun Sony & Md. Mamunur Rashid

Abstract

Debates on defining quality education in academia are not new. Nevertheless, most scholars stress out the function of quality education to promote skilled manpower. Upliftment of skilled human resources through confirming standard education largely depends on various academic and non-academic activities. Along with other things, several researchers have highlighted the importance of co-curricular activities like debating, singing, volunteering for development affairs and so on which are sometimes also considered non-academic affairs that can exert a strong influence in ensuring quality education. Contrasting with the earlier studies where the importance of co-curricular activities has got priority, this study is designed to explore how involvement in co-curricular activities has helped tertiary-level students to perform better in professional life. To do so, in a qualitative manner, this study purposively selected some alumni from Khulna University, a promising university in southern Bangladesh, who were actively engaged in co-curricular activities at undergraduate and graduate level. Through the in-depth interviews, this study found that some general soft skills like better team management, critical reasoning, public speaking and presentation skills, organizing ability, pressure management in a critical situation, successful leadership skills, and ability to take risks were acquired through co-curricular activities which had assisted the respondents to perform better in the professional arena. Besides, it was also found that better public relations and social networking skills were also other specific expertise that distinguished the respondents from their colleagues. However, the findings of this study may assist policymakers to undertake the necessary steps in adopting successful policy measures.

Shima Chowdhury
Assistant Professor, English
Tala Govt. College, Satkhira, Bangladesh
e-mail : chowdhuryshima2017@gmail.com

Dr. Tuhin Roy
Professor, Sociology Discipline
Khulna University, Bangladesh
e-mail : tuhinroy41@gmail.com

M.M. Abdullah Al Mamun Sony
Doctoral Student
Gaza Marton Doctoral School of Legal Studies
The University of Debrecen, Hungary
e-mail : abdullahsony.as@gmail.com

Md. Mamunur Rashid
Lecturer
Lion Jahangir Alam Manik Mohila College
Noakhali, Bangladesh
e-mail : s.mamunurrashid@gmil.com

Keywords

education, human resource, curriculum, co-curricular, Bangladesh

Introduction

Ensuring quality education is a challenging task for most of the countries. And it is quite common that quality education is a mandate for securing sustainable development in any nation. United Nations (UN) targeted 17 goals to be reached for sustainable development by 2030 of which ensuring equal access for all men and women to affordable and quality technical, vocational, and tertiary education including university is one of them (Owen 2017). Along with this, there have been created many other challenges in the field of employment and job. In the recent past, this field has become more challenging and more complicated due to the COVID-19 pandemic. Besides, tremendous advancement in the field of information and technology has created the world in a new way where survival is a big challenge. As the countries of the world have become closer to each other due to the globalization process, it is now possible to collect skilled manpower from anywhere in the world. So, if any country remains backward in creating/making skilled manpower, it cannot keep pace with the rest of the world.

Thus, all countries are now concentrating on developing skills among students through the education process with a view to holding a strong position in the global job market. Scholars have focused on the significance of co-curricular activities (CCA) in developing holistic skills among students. The impact of learning through co-curricular activities serves as the catalyst for education for students' holistic development (Ngee & Fang, 2015). The preliminary findings of the study of Kovalchuk et. al (2017) revealed that curricular and co-curricular activities created differing opportunities for acquiring knowledge, skills, and experiences that engineering graduates had used in their transition to employment. The study also revealed that engineering graduates with a wide range of curricular and co-curricular experiences had an easier and smoother transition process compared to those with limited experience.

The term co-curricular refers to "activities, programs and learning experiences complement in the same way, what students are learning in school– i.e., experiences

that are connected to or mirror the academic curriculum" (Great School Partnership, 2013). Actually, CCAs support curricular activities in many ways. An up-to-date and well-organized curriculum can strengthen the potential of the learners and make them competent to face the challenges ahead. Along with that CCAs exert a significant role in bringing out some skills among learners which facilitate the learning process making the smoother way to employment. At the tertiary level, learners remain in a mature stage. Their psychological stage gets very sophisticated during this period. Complementing students' academic achievement, college and university graduates are expected to be able to transition into and navigate modern careers successfully and enhance society through service citizenship and respect for diversity (Ahren, 2009). Co-curricular activities enhance learners' capacity of understanding others and their ability to adapt. They also enhance the learner's quality of public speaking and level of self-confidence. Through participating in different CCAs, learners get more chances to increase interaction which can contribute to develop their interpersonal relations. Moreover, learners get the spirit of bringing victory for their respective institutions when they take part in any inter-university/college competition. Actually, this is an opportunity to prove oneself as well as one's own institution. They also get a chance to observe the situation of other institutions through this type of competition.

It is an undeniable fact that nowadays every organization wants the employee to solve multi-dimensional problems. Employers try to gain maximum profit by investing minimum cost. Since a large workforce costs a lot, employers seek manpower having different types of skills so that they can manage everything with a limited workforce. Additionally, to find solutions for multi-faceted problems, employees need to have multiple skills. Besides, companies need to convince the consumer/customer to buy their product or adopt their policy. In this regard, workers who have good communication skills, debating skills, presentation skills, etc., and are regularly exposed to public speaking are preferred by the owners. University graduates who were actively engaged with CCAs are supposed to have these skills mentioned above. The study by Siddiky (2019) argued that the CCAs and ECAs have diverse effects to promote the all-round development of students. The study also found that the undergraduate students of a public university have developed a wide range of personal and social skills including

communication skills, organizing skills, presentation skills, public speaking skills, and analytical skills by taking part in such activities.

Kumar & Selvaraju (2014) observed that students' participation in CCAs had a positive effect on their personal development taking into account seven dimensions involving appearance, verbal mannerisms, gesticulation, mental alertness, stability of thoughts, leadership skills, and self-confidence. Likewise, some scholars had focused on some other benefits of co-curricular participation including self-efficacy, satisfaction, and improvement of academic performance (Daniyal et. al., 2012). Additionally, Brandfone (2018) claimed that students who participated in CCAs in college were more likely to gain skills required by employers necessary for job success. Similarly, Siddiky (2019) observed that there was relation between students' participation in CCAs and their knowledge acquisition, language skill development, sense of social responsibility development, and extroversion development and thereby would contribute to their socialization, personality formation, and civic development. He also suggested that soft skills are pivotal not only for the all-round development of the students but also for attaining Sustainable Development Goals (SDGs), ensuring quality education, and generating a skilled workforce.

At present, it is difficult to survive as the fittest candidate in the volatile job market. So job-seekers need to concentrate on multi-dimensional skill development instead of one dimension. The study by Qizi (2020) discussed the significance of soft skill development in the higher education system. It has analysed to what extent soft skill development was reflected in the curriculum and syllabus of higher education in Uzbekistan. However, at the tertiary level, students involved in co-curricular activities have more chance to be more potential to match with the requirements of the employers. Co-curricular activities can help students in their holistic development which are reflected in their professional life. Many scholars have emphasized the importance of CCAs but no scholar explored how CCAs reflect professional life. To mitigate the gap the present study has been designed. However, along with curricular programs, co-curricular activities contribute a lot to promoting quality education, developing soft skills, increasing self-confidence, and so on.

Objective

The present study has been designed to explore how co-curricular activities can help graduates to perform better in their professional life who took part in them at the tertiary level education. The researchers' aim is to understand the reflection of co-curricular involvement in working place of the graduates. In fact, the purpose of the study is to explore whether there is any relation between co-curricular involvement and the skill development of graduates.

Methodology

In a qualitative manner, the researchers have selected Khulna University, a leading Public University in southern Bangladesh as the study area. To meet the objective, with the help of a non-structured checklist the data have been collected from twenty-five alumni students who have been purposively selected. They have been chosen from six disciplines respectively English, Bangla, Economics, Sociology, Mathematics, and Physics and now working in different professional sectors including teaching, banking, bureaucracy, NGO sector, and entrepreneurship. As a unit of analysis, the researcher has followed at least three years of professional experience, as these may help the respondents to examine their professional life. Respondents took part in the study willingly for their self-interest. No one was forced to participate. For ethical considerations, the identity of the respondents of the case study, like name and personal detail had been unrevealed.

Data were collected from January-February'2022. Each of the respondents was asked to share their experience regarding the importance of CCAs in academic life and later each respondent was interviewed face-to-face which was pre-scheduled. Along with the checklist and a recorder, the primary investigator and note-taker collected the data. Though the checklist has been prepared in English, the conversation during data collection went on in Bangla to gather information more specifically through the spontaneous answers of the respondents.

Though the qualitative data was accumulated in the local language, the transcription has been prepared in English. After the transcription, the principal investigator categorized the responses and identified the quotes relevant to the research objective. The whole

quotes have been presented in this study under three sub-titles according to the research objective. Saturated codes have been separated and exceptional codes along with mostly mentioned quotations have been included in the findings section to conclude.

Findings

The findings of the study have been organized under three sub-themes concerning the objective of the study which includes developing spoken and communication skill, leadership quality and organizing skills, and efficiency to face challenges and management skills.

Developing Speaking and Communication Skills

The study found that the alumni of Khulna University who were involved in different co-curricular activities during their tertiary level have developed their speaking and communication skills through participating in co-curricular activities. It is now easier for them to handle different types of communication in their professional life. The following statements have revealed that spoken and communication skills which were developed through co-curricular activities are now helping them in their service sector.

Case 02- I was involved in a movie club at my university named 'Club 35 Millimeters' of which I was the president. Now I am in a senior position in my job. Since I was the president of the movie club, it is now easier for me to do teamwork, team management, communication, leading, etc. The work of my club was very liberal and creative. (Shamim Rahman Khan[1], 32 years, Male, NGO sector).

Case 11- During graduation, I was involved in co-curricular activities. I was involved in the NDF, Blood Donation Club, poetry recitation, and presentation too. I think this kind of activity has impacted my service sector. They have built my communication skill. As a result, the service of public relations, group work, etc. in the organization has become easier for me. It helps me to know many people from different corners of society, moving the identity forward and to make something done by someone (Niloy Kumar Das, 27 years, Male, Banking sector).

Case 24- During my graduation, I was involved in various co-curricular activities like Debate Club, BNCC, Journalism, president of Noyaik, etc. Involvement in all these co-

curricular activities has benefited me by growing communication skills, interpersonal communication, team management, giving a formal speech, behavior manner, etc. Co-Curricular activities help a lot in my service life. In addition, in my job test, the viva board always took all these co-curricular activities positively. I didn't put in any extra effort for the viva-voce. All of these co-curricular activities help to adapt to new environments, new situations, and new people. In all these cases I think I have done better than others. Moreover, in this job, I have got the facility to work in mass communication, public hearing, interviews, etc. (Mahobubur Rahman Khan, 34, Male, Bureaucratic sector).

Case 10- During my graduation I was involved in various co-curricular activities like Debate Club, BNCC, essay writing, etc. which has strengthened my skill of communication. Suppose something has to be presented to a higher authority, it has to be presented logically. I can do all this in a beautiful way by sending a short message. Because these are things I have learnt through various co-curricular activities in my academic life (Aminur Rahman, 39, Male, Entrepreneurship).

Building Leadership Quality and Organizing Skill

Leadership quality and organizing skills help a person to be successful and do everything in a smoother way in his/her professional life. The present study has found that the respondents of the study are performing in their professional sectors in a better way since they have taken part in co-curricular activities in their tertiary academic life. Through involving in those activities they have built leadership quality and organizing skills which are impacting positively on their professional life.

Case 05- Debating clubs are established while studying at university. I have been involved in debating since the beginning of the Debating Club. Besides, I was directly involved in sports, television programmers, fresher orientation, seminar arrangement, student movement, etc. Involvement in all these co-curricular activities has given me many benefits on how to manage an event, how organize, grow communication skills, guest management, giving a formal speech, behavior manner, etc. (Dr. Md. Robiul, 42, Male, Teaching).

Case 12- Due to involvement in co-curricular activities I can easily take the responsibilities to organize and manage my college's annual sports program and another functional program. (Aminuzzaman Palash, 30, Male, Teaching).

Case 01- We used to do a lot of activities like managing blood for the people, arranging accommodation and food for the admission candidates, helping the poor people with food, and also with clothes/apparel during winter, etc. Even when I had BDT 5 in my pocket, spending BDT 4 for the people wouldn't hurt me, rather I could feel satisfaction. These helped me a lot (Nabiul Islam, 39, Male, NGO sector).

Case 08- I was engaged with 'Prothom Alo Bondhu Sabha' of Khulna University, and became literary editor and vice president of the organization. Definitely, it has reflection on my present job. What I have to do now is to lead my students. When I stand in front of the students for conducting the class, then I am the leader, and with those co-curricular activities, I learnt leadership skills. My previous experiences working here, especially in the case of developing public speaking, social interaction matters a lot now. (Abul Hasnat, 35, Male, Teaching).

Efficiency to Face Challenges and Management Skill

In any working place, employees are expected to have efficiency to face challenges and manage any situation. The study has found that the respondents are utilizing their skills in their working sector which were developed through co-curricular activities. They have the efficiency to face the various challenges of the job sectors and to manage different situations successfully.

Case 06- In spite of my little interest during my graduation, I was not engaged in any non-academic activities, but attended many programs. I also did private tuition. I think attending those programs and tuition has cut my inner inertia and increased my confidence level, power of public communication & motivation which is helping in my job sector (Kobita Roy, 30, Female, Banking sector).

Case 14- I was associated with Girls Guide, Rover Scout, and Ranger troops. Definitely, I am having a lot of reflection because when I was doing the girls' guide, it was such a team that was always ready for managing any kind of emergency. We rushed to so

many places for providing medical support. So, what I learnt from those activities was how to manage all the work, keep oneself cool in serious conditions, handle pressure management, and leadership. (Begum Sultana, 41, Female, Entrepreneurship).

Case 09- I am obviously feeling the impact of co-curricular activities. I learned leadership skills, to cope with chalenging environment (Tapos Kumer, 35, Male, Banking sector).

Case 19- Involvement in all co-curricular activities has given me many benefits on how to manage and organize an event to develop communication skills, guest management, give a formal speech, behavior manner, etc. Co-curricular activities help a lot in my service life. (Sarower Khan Raju, 36, Male, Teaching).

Case 13- Management skills come from co-curricular activities, I developed all the skills from my co-curricular activities in university (Mesbah Uddin, Male, 43, Bureaucratic sector).

[1] Pseudonym been used throughout the paper.

Case 07- During graduation, I used to write for a magazine called *Campus*. Besides, I was not involved in any other co-curricular activities. But it would have been better if I were involved with other co-curricular activities (Tamanna Rahman, 45, Female, Bureaucratic sector).

Discussion

The impact of learning through co-curricular activities serves as the catalyst for education for students' holistic development (Ngee & Fang, 2015). From this perspective, this study is designed to critically examine the significance of co-curricular activities (CCA) for becoming skilled manpower among sample students of Khulna University, Bangladesh. In this study, respondents opined that they improved their presentation skills, speaking skills, communication skills, and more since they had attended CCAs during their student life. They also consider that they were performing in a better way in their working place which was the result of being with co-curricular activities. The findings of this study, which support the study of Siddiky (2019), have shown that through participating in co-curricular activities, the alumni of Khulna University have built speaking and communication skill that has been positively impacting on

their working life. The findings of this study also revealed that along with curricular activities, engagement in CCA has a strong influence on developing different skills among the students which help them in their professional life. Kovalchuk (2017) revealed that involvement in CCA helped engineering graduates in their transition to employment. Consistent with that, the present study found that leadership quality and organizational skills were developed in the respondents during co-curricular activities which are now reflected in their professional lives. They can organize and lead various events smoothly.

Several studies in the last few years — Brandphone (2018), Kumar and Selvaraju (2014), Anwar Ahmed (2016), Ngee & Fang (2015), Ahren (2009), and Daniyal et. al (2012) — highlighted that CCAs had a strong influence on personal development including leadership qualities, self-confidence, conflict management and creativity, responsibility, teamwork, developing a positive personality, spirituality, attitude, as well as reducing guilt and respecting values. In the long run, these qualities help in building skilled manpower and a disciplined generation. Indeed, the findings of this study have revealed that different types of co-curricular activities help participants differently. Alumni working now in different sectors have to organize many events, give presentations, deal with different situations, and face challenges concerning different issues. Since they were involved with CCAs, they are now more comfortable in dealing with these processes. Skills developed through co-curricular activities are now accelerating the way to solving various problems and dealing with various situations.

Moreover, this research shows that among alumni who did not participate in co-curricular activities, their perception of the importance of co-curricular activities was very positive. They thought that the skills they acquired from engaging in CCAs along with academic studies had made them able to face the challenges and lead in their current workplace. However, since this study focused on the general opinions of the participants rather than presenting an in-depth situation, the researchers feel as T Mehmood et. al (2012) that the differences in quality and skills among the participants might be due to their home environment, organizational environment, or having these qualities in their parents and the participants may have acquired from them. In this situation, a comparative study

may be more appropriate to develop effective policy guidelines. Due to the time and knowledge constraints of the researchers, the significance of CCAs in building skilled manpower has only been briefly examined in a specific university. Therefore, future research on this topic should be expanded.

Conclusion

In the current era of globalization, it is essential to develop skilled manpower to survive in global competition as well as to achieve sustainable development goals. In this case, along with academic studies, co-curricular activities play a vital role in making a student competent. At the tertiary level, co-curricular activities can contribute a lot to developing multidimensional skills among the graduates that help them to become a skilled workforce. According to scholars, co-curricular activities can have a powerful effect on strengthening a student's intrinsic qualities. In line with this concept, the present study was designed to explore the relationship between participation in co-curricular activities and becoming a competent workforce. It has been found that professionals working in different sectors have emphasized CCAs and have been encouraged to be involved with them. Actually, along with curricular programs co-curricular activities can exert a strong influence in developing speaking and communication skill, leadership quality and organizing skills, efficiency to face challenges, management skills, and strengthening other inner qualities of a learner.

Moreover, due to rapid changes in political, economic, social, and cultural aspects worldwide, the nature of the job market is changing rapidly. In this case, it has been more and more difficult for job seekers to survive as the most qualified candidates. It is also very difficult to successfully handle various situations without having the necessary skills. And these skills can be acquired more or less through co-curricular activities. Therefore, the researchers recommend that policymakers take necessary steps to improve the skills of the youth by emphasizing CCAs in the tertiary education sector. In this case, their quality could be developed by ensuring the participation of every student in CCA by making co-curricular activities compulsory in the curriculum of all universities instead of making them voluntary in the university. Overall, the significance of CCAs in creating skilled manpower has only been briefly examined in a

particular university of a region so to reach a proper conclusion a detailed exploration of more different universities in different regions is needed so that the knowledge of this study can help young scholars.

References

Ahren, C.S. (2009). Disentangling the unique effects of co-curricular engagements on self-reported student learning outcomes. An unpublished dissertation of Indiana University.

Daniyal, M., et.al. (2012). The effects of co-curricular activities on the academic performance of the students: A case study of the Islamia University of Bahawalpur, Pakistan*, Bulgarian Journal of Science and Education Policy (BJSEP), Vol.6, No.2*

Kovalchuk, S., et.al. (2017). Transitioning from University to employment in engineering: The role of curricular and co-curricular activities: ASEE Annual Conference and Exposition.

Anuar Ahmad, (2016). Co-curricular activities and their effect on social skills. International Conference on Education and Regional Development 2016 (ICERD 2016) "Cross-Cultural Education for Sustainable Regional Development" at Bandung, Indonesia.

Ngee, C.H. & Fang J.T.Y. (2015). An assessment of co-curricular activities in supporting students' learning. *Management Research Journal, Vol.4.*

Siddiky, M.R. (2019). Developing co-curricular and extra-curricular activities for all-round development of the under-graduate students: A study of a selected public university in Bangladesh, Pakistan Journal of Applied Sciences.

T Mehmood, T Hussain, M Khalid, R Azam. (2012). Impact of Co-curricular Activities on Personality Development of Secondary School Student. International Journal of Humanities and Social Science, Vol. 2 No. 18

Siddiky, M.R. (2019). Examining the linkage between students' participation in co-curricular activities and their soft-skill development. *Journal of Educational Sciences, Vol.4, No.3, 511-528.*

Qizi U.N.K (2020): Soft Skills Development in Higher Education. *Universal Journal of Educational Research.* 8(5), 1916-1925.

BL College Journal
Full PDF
www.blcollege.edu.bd
ISSN 2664-228X (Print)
ISSN 2710-3684 (Online)
Volume -IV, Issue-II, December 2022
Pp. 147-159

Stimulating the Readers through Self-portraits in Biographies, Auto-biographies and Memoirs: Study of Hooks and Dillard's Narratives

Mani Bhadra Gautam, Ph.D

Mani Bhadra Gautam, Ph.D
Central Department of English
TU, Kirtipur, Nepal
e-mail : gautammanibhadra@yahoo.com

Abstract

Biography and Auto-biography make an exposition of closely resembled memories, experiences, identities, embodiment, and agency-based ideas, views, and feelings of an individual. The idealistic explorations of life and lively experiences through narratives stimulate the shrinking nature of an individual with the self-help or the other narratives portrayed in Bell Hooks's "Talking Back" and "Straightening Our Hair." Annie Dillard in "The Fixed" narrates human-insects relationship subjects composing the self and stimulating the author's/narrator's views to reflect on their past memories to concretize views, ideas and feelings in the practical ground of the real world. Events/incidents exposed in Hooks and Dillard's narratives based on life, either own or others are examined in this article. Life writers collect information from agencies and self-help writings/materials that also might be in the shadow of identity marker and so it is questioned on the authenticity of life narratives and an autobiographical truth that is to be tested through theoretical applications. Identifying the narrative modes of self-inquiry in different forms of 'I' as autobiographical and biographical testimonies in the memoirs is the research objective of this article that helps to find out the gaps and reduce the confusion of readers. Thus, this article tries to study the causes and consequences of stimulating the readers through self-portrait inquisitions in biographies, auto-biographies, and memoirs to which Sidonie Smith and Julia Watson's ideas are applicable.

Keywords

inquisition, stimulation, scripture, identity, self-Portraits

Background of the Study

Life narratives work as an agency to stimulate an inquisition in the readers to know about an individual's life. Narratives scripture the collected memories and experiences of an individual in the paper that includes "biography, autobiography, ethnography, auto-ethnography and day to day activities" (Smith 16). Life writing in its first phase started writing about British colonizers, European white males, gods, goddesses, religious places, people, and their power in the society mixing myth and mystery and in its second phase included the narratives of Christ, scientists, ambassadors, researchers, pirates, and captains as additional subjects in the narratives. Up to the mid-nineteenth century, life narrators focused on the writing of the rulers than the ruled about Westernized subjects advocating the activities of colonizers. Early, British writers dominated non-Europeans, especially Asian as others and their issues were questionable for the truth, and up to the second wave, they excluded women and blacks on the basis of geography, gender, and color. In the third phase, life writing turned to be more inclusive including the memory, history, and experience of indigenous, aboriginal, illiterate women and colored people as the stories of Annie Dillard and Bell Hooks in African-American literature/narratives.

Narratives of the Blacks

Individual identity-based rhetoric of Bell Hooks' "Straightening our Hair" and "Talking Back" make a reflection on the condition of colored people in White communities. Hooks also talks about the practices of African-American women who suffered from racial biasness. Financial difficulties of the colored people in the management of food, shelter, and extra expenditure are questionable to the intellectual social workers and the researchers as they fail to pursue the people with the awareness classes. Dreams and desires of the African-American people are in difficult modes to be fulfilled and they are seeking alternative ways as she writes :

> On Saturday morning we would gather in the kitchen to get our hair fixed, that is straightened. Smells of burning grease and hair, mingled with the scent of our freshly washed bodies, with collard greens cooking on the stove, with fried fish. We did not

> go to the hair dresser. Mama fixed our hair. Six daughters- there was no way we could have afforded hair-dressers. In those days, this process of straightening black women's hair with a hot comb (invented by Madame C. J. Walker) was not connected in my mind with the effort to look white, to live our standards of beauty set by white supremacy. ("Straightening our Hair" 1*)*

Hooks' 'Straightening our Hair' is about their struggle against the financial difficulties, and difficult journey of life practices of Black community people, and their dreams. And desires to maintain the standards as the White people practice. In Hooks' grown-up time, straight hair was taken as a symbol of beauty in African-American culture. They don't have a way out to get a job without their beautiful looks. Celebrating body politics, colored girls were devalued, burdened, and wounded like fish fry.

In "Talking Back" Hooks raises the issues of black women's oppression from the slavery practice periods. She challenges the penetrating and controversial views naming sexism, racism, and class conflict through her insightful and provocative speeches captured in her writing. She writes :

> In the world of the southern black community, I grew up in, "back talk" and "talking back" meant speaking as an equal to an authority figure. It meant daring to disagree and sometimes it just meant having an opinion. In the "old school," children were meant to be seen and not heard. My great-grandparents, grandparents, and parents were all from the old school. To make yourself heard if you were a child, was to invite punishment, the back hand lick the slap across the face that would catch you unaware, or the feel of switches stinging your arms and legs. ("Talking Back" 1)

The Social assumption is that 'black' means back and so their history ideas, views, feelings, arts, and cultures are back warded and dominant representations of their day-to-day activities. Whites argue it is worthless to talk back in reflection of their performances from their grandparents' time up to now. Disagreements against white supremacy and resistance of the colored were criticized as lack of schooling, barbarism, and uncultured practices that the blacks run.

On the other hand, Annie Dillard's "The Fixed" exposes the issues of human-insect relationships. "The Fixed" narrates the stories of living in the hybrid zone where people observe and enjoy the animal-insect fighting, eating flesh, and drinking blood

that lessons Dillard to observe the human activities associated with their selfish nature and criminal practices occurring in the society. Symbolic fight and killing of mantis and mating represent the family war. The character's self-reflected identity is seen as a result of their struggle to break the barriers and cross the border in order to establish their identity.

Dillard juxtaposes the beauty of seeing the praying mantises hatch into the major jar with the horror of watching the polyphemus moth emerged from its cocoon. She observes the male-female mantis and mating struggles for existence. Moth and cocoon activities in the processes of existence and survival are narrated in this way :

> Within the week I've seen thirty or so of these egg cases in a rose-grown field on Tinker Mountain, and another thirty in weeds along Carvin's Creek. One was on a twig of tiny dogwood on the mud lawn of a newly built house. I think the mail-order houses sell them to gardeners at a dollar apiece. It beats spraying because each case contains between one hundred twenty-five to three hundred fifty eggs. If the eggs survive ants, woodpeckers, and mice-and most do- then you get the fun of seeing the new mantises hatch, and the smug feeling of knowing, all summer long, that they're out there in your garden devouring gruesome numbers of fellow insects all nice and organically. When a mantis has crunched up the last shred of its victim, it cleans its smooth green face like a cat. ("The Fixed" 2)

Human interferences in the natural processes of insects, ecological and environmental things turned out to be disastrous. Beginning and/or birth-hatching process from eggs crack and dangers of ants, woodpeckers, and mice are shown as different layers of risk factors. She combines the risk factors of insects' life with the challenges of human, animal, and insect power exercises as one is happy about murdering others or getting certain benefits to fulfill certain dreams and desires. Dillard discusses the natural beauty by examining the world around her but here she talks about mystical truth juxtaposed with cruelty.

In "The Fixed" Dillard plays with dichotomies of life and death, beauty and ugliness, goodness and cruelty of life. Finally, she collects mantis and hangs them to save them from the neighbors' tractor. Dillard's narrative pattern is close to the Aristotelian principle on rhetoric that focuses on logical reasoning, ethical sense, and emotional

activities as William F. Woods writes:

> Aristotle's Rhetoric assumes that there are three modes of appeal that can be used to reach an audience: the appeal to logic or reason (*logos*, in Greek), the appeal to emotion (*pathos*), and the appeal to the moral or ethical sense (*ethos*). In themselves, these modes are only guidelines-ways of orienting the speaker to the task. However, each of the modes was also associated with certain kinds of discourse, as well as with the rhetorical devices proper to that sort of appeal. Perhaps the easiest way to give the flavor of Aristotle's rhetoric is to describe some of the devices he suggests for appealing to the mind, heart and moral character of an audience. ("The History of Rhetoric: An Overview" AIE 8)

Narratives in Hooks and Dillard's writing cover rhetorical forms of an inclusive subject with *ethos, pathos,* and *logos* in the expression of memory and history. Rhetoricians observe the narratives in journals, diaries, letters, essays, stories, memoirs, etc., and they try to apply the historical connection with the life writing that is applied in Hooks and Dillard's narratives.

Life writers experience themselves and/or they collect the experiences from social, socio-cultural, religious, political and communal activities of others and scripture the memory. Some of the communal practices are inspirational to the life writers to expose the social realities. Communal crimes and social violence bring bad impacts not only in an individual's life but also in animals and insects, too that can be indifferent writeable subjects to save the ecological environment and so Dillard and Hooks write for social awareness. While narrating the life stories based on different events they choose the subjects about people, animals, and insects who have faced the problems in different sectors. Personal memories that one experiences in his/her life are the primary archival sources for their writing.

Methods and Materials

Early life narratives about the life and works of Jesus, Duchesses, Dukes and lords are praiseworthy. Confessional narratives of pirates and ship loots are identity reflection markers. In the middle, writers prioritized writing about people who are good at art, culture and philosophy and in the present an individual's identities, feelings, experiences and memories. Biographers interlink the visible forms of ideas, views and feelings through

agencies. Confessional writings of Thomas DeQuincey's *Confessions of an English Opium Eater*, St. Augustine's *The Confession*, Jean-Jacques Rousseau's *Confession* etc. develop the trends of writing confessional narratives. Francis Petrarch and Dante Alighieri in Italy started writing about people and places in the fourteenth century. Classical Antiquities are in 'know thyself' as Socratic knowledge of self–interrogatory understanding and Delphic Oracle's injunctions. George Gusdorf and Karl Joachim Weintraub reserved the position as master narrative writers of the West. Biographies of Lord Byron, Julius Caesar, Galileo, Michelangelo, and multiple narratives of Edward Gibbon and Maya Angelou became guidelines and inspirational sources for the later life writers. Samuel Pepys in *Diary* writes about Bourgeois subjects and Augustine follows a self-searching mode in *Confession*.

Anne Frank's *The Diary of a Young Girl* is about her own life while she was in hiding for two years with her family during the Nazi occupation of the Netherlands. She is a "German-Dutch diarist of Jewish heritage and Jewish victim of the holocaust" (Frank 3). Her diaries preserved by her father provide a vivid portrait of her years and her family spent hiding in an Amsterdam warehouse. *I Know Why the Caged Bird Sings* by Maya Angelou (1969) describes how the strength of character and a love of literature can help to overcome racism and trauma. South African President Nelson Mandela's *Long Walk to Freedom* (1994) is about his memory of moving and exhilarating. Barack Obama's *Dreams from My Father* is a story of race and inheritance that memoir explores the events of his early years in Honolulu Chicago up until his entry into law school in 1988. It is also about his black African father and white American mother searching for meaningful work in life. *The Autobiography of Mark Twain* refers to the lengthy set of reminiscences dictated for a glimpse into life, mind, and soul with cherished icons. *Darkness Visible* is a memoir of madness by William Styron about his descent into depression and the triumph of recovery. Biographies and autobiographies are memoirs about people and of the people that immortalize them with their works even after the death. Non-academicians also can collect oral narratives and experience about people in the cultural centers through travelling that become additional sources for life narratives. "Travelers learn lots of things and experience in the mountains, hills and jungles" (Pratt 15). Individual and group experiences of travels and tour memories are the additional subjects for life writing.

Self-experience of the people might be exciting or painful while collecting the experiences with reflected memory investigating as writes Thesiger, "I was sailing on this show because I wanted to have some experience of the Arab as a sailor" ("The Trucial Coast" 277). An individual (he/she) really experiences collecting the events and things that he/she explains or cannot explain in front of the community because of their identity and social criticism. Self-help narratives expose reality through the narrator's questions on its authenticity of the evidence. In some cases, the victimizer of the society may hide the traumatic history and collective memory that he/she collects but does not expose from his/ her own mouth in front of the audience because of the social/ cultural bars and community interferences. Personally experienced activities and self-collected memories are different than assumed narratives or twice or thrice removed stories from realities. Autobiographical subject in the ancient and classical periods was defined as acquiring self-knowledge and Socrates' notion was ". . . a self-interrogatory understanding of the Delphic oracle's injunction" (*Reading Autobiography*, 84). Erotic stories and confession narratives in Christian society bring religious ups and down of humanitarian subjects.

Narrators in the present time incorporate multiple reflections of life accessing multiple stories with personal dreams, family albums, photos, frames, objects, and family stories. Individual stories of the people access in some cases explored through society/ agency or collective experiences and reflection of the societies. Some Aboriginal and indigenous people have complex stories in their memory and life experiences and they are represented differently in the self and other life narratives as Smith and Watson write:

> A life narrator may narrate his history as a young person full of illusions subsequently lost by the adult narrator, as does the young American immigrant Edward William Bok in *The Americanization of Edward Bok: The Autobiography of a Dutch Boy Fifty Years After*. Life narrators may present inconsistent or shifting views of themselves. They may even perpetrate acts of deliberate deceit to taste the reader or to suggest the paradoxical "truth" of experience itself. (*Reading Autobiography*, 12)

Self-life writing or writing about others in this sense is a referential document that represents the different memories, experiences, and expectations of life. Personal memory might lose its originality of the due past in the changing situation of the

present if the condition and situations are changed and so life narratives are refreshing documents. Personal and communal understandings of the people help to verify the observing process as a subject of life writing.

Experiences and memory-making are authenticators of life narratives as they help to refresh past events and incidents. Life is not the same forever as it has a number of ups and down and the memory chips in Leslie Marmon Silko's *Ceremony,* Sandra Cisneros's *The House on Mango Street*, and James Joyce's A *Portrait of the Artist as a Young Man* place in the memory bank with an experience in which the people, place and culture are stored and they help individual readers to go back in the places with researchers to study and write about. Contextual memory might be politicized if the speaker is guided by an agency of an external force or the agencies are misguiding the speaker/narrator. The writer politicizes an authorized remembering who can use the biased authenticator in some cases so why it is the readers' responsibility to judge an individual narrative to provide validity to them.

World War memories of the victims, Indo-Pak war results, mass-massacre and the present condition of the people in war oppose of Ukraine against the attack of Russia may be a bitter experience to the family members and relatives. The collective remembering of pain and suffering through social sites and historical documents may bring the events close to the life narratives. However, "the memory of family tragedies brings fragments within the community and that may force towards the revenge and crimes of religious fatalisms and socio-cultural conflicts" (Everman 25). Holocaust experiences, war, family sufferings and the collected stories of sexual abuse in autobiographical narratives expose some complex plots. Discursive language reflects and circulates knowledge of individual and institutional guidance through agencies. Michel Foucault is aware about the way of discursive experiences with memories in life writing subjectivity and he writes:

> Every day we know ourselves, or experience ourselves, through multiple domains of discourse, domains that serve as cultural registers for what counts as experiences and who counts as an experiencing subject. But since discourses are historically specific, what counts as experience changes over time with broader cultural transformations of collective history.

> At the same time that we say that experience is discursive; we recognize that there are human experiences outside discursive narratives- feelings of the body, feelings of spirituality, powerful sensory memories of events and images. (Qtd.in Smith and Watson, 26)

Discursive experiences of the autobiographer in narrative transformation could affect an individual writer/narrator's mind through telling able stories of a particular time of life. The Writer's own experience is kept as a primary source and the stories narrated through the narrators are secondary and even tertiary materials for life writing so in the matter of life writing authenticity is a primary subject that questions from different perspectives.

Talking about the autobiographical truth, Stanley Fish argues that the narrators must be verified matching with the historical and contextual situations whether it focuses on popularizing or about authenticating. 'I' eye and 'you' eye are different things that they see, observe and look over the social and cultural things analyzing even in the same story of the single event. Identity politics is another factor known as an autobiographical subject marked in terms of race, gender, class, sexuality, and family status. Identities are exposed and measured differently in societies with the measuring rods of caste, race, ethnicity, socio-political position, and economic status as argues Stuart Hall:

> There are models of identity culturally available to life narrators at particular historical moments that influence what is included and what is excluded from an autobiographical narrative. Some models of identity culturally available in the United States over the last three hundred years have included the sinful Puritan seeking the signs of salvation, the self-made man, the struggling and suffering soul, the innocent quester, the "bad" girl or boy, the adventurer, and the trickster. (Qtd. in Smith and Watson 34)

Life writers collect memories and experiences through agencies and reproduce narratives in distinct models. Their writings represent auto/biographical identities reflecting the varied modes of life. Childhood narratives are connected to old age experiences and memoirs of the writers/narrators are differently exposed in varied racial, cultural, geographical, and "cultural communities" (Appadurai 23).

Life narratives in the modern time are different than bourgeois subjects of the past as they try to capture the virtuous sentiments of complex connectivity in adventurous issues and epistemological self-searching. Fables and parables of the past bring ancient self-

portrays in representing the historical memoirs of the people in the subject of confidence and doubt waving the narrative strategies as Jean-Jacques Rousseau employs:

> . . . autobiographical strategy, reviving the genre of the confession before the French Revolution for very different ends. In his *Confessions,* he turns the lens of his analysis upon himself in all his licentious frailty, "confessing" not to some god in pursuit of conversion, but to a diverse "public" that rejects him and evokes his hostility. Rousseau's assertions about his project of self-representation are both well-known and notorious: "I am commencing an undertaking, hitherto without precedent, and which will never find an imitator. . . I am not made like any of those I have seen; I venture to believe that I am not made like any of those who are in existence. (Qtd. in *Reading Autobiography*, 96)

Confessional narratives bring the events of selfishness and self-egotism discourses to construct an ideal world that reflects society and mirrors the inner reality of an imaginary world. "Childhood memories of the narrator, youthful experiences of the sufferers and matured quests of them expose the life cycle raising questions on controversial modes of life" (Caruth 17). Illusive inscriptions of the marginal subjects in pre-modernity bring narrative quest in to the mainstream of allegorical form. Personal legacy and intellectual insights with enmity and ego might twist the autobiographical truth of narratives. Epistemological narratives of passionate observations seek the persuasive process in myth-making. The Growth of imaginary expectations and experiences of the society mirrors the socio-political, philosophical, erotic and self-surrendering views and issues of the society. In this regard, Dorothy Wordsworth's *Journals* sketches:

> Different set of daily pre-occupations, as do the spiritual narratives of such African American "sisters of the spirit" as Jarena Lee, Zilpha Elaw, and Julia Foote, or the letters and autobiographical fragments of such German writers as Rachel Varnhagen and Karoline von Gunderrode. By the mid-century George Sand (Aurore Dudevant Dupin) serializes a life narrative, *Story of My Life,* in a Parisian newspaper (1854-55) to raise money. Introducing the melodramatic structure of a popular novel into the telling of her life, and parodying the call to writing in Augustine's conversion in the *Confessions*, Sand's chatty text interpolates biographies of her parents, letters, sermons, stories of lovers and friends into the story of her early life and discovery of an inner voice. (Qtd. in *Reading Autobiography*, 101)

Agencies speaking from America and European nations have dual voices about women, children, working-class people and slave narratives as they deal differently with person's formative attachment to spiritual education. Social formations unfold the apprenticeship influencing the developmental mode of modern and postmodern encounters in social institutions. Self-conscious and community-exposed identities in American life narratives drive the nostalgic and migratory mobility intermingle the recent discourses of American subjectivity. The American trend of narratives is popular in Europe and Asia in the modern and postmodern times in the theme of generic inventions.

Dinesen wrote this letter living in Africa to her parents in Denmark where she writes about a painful moment, she experienced referencing a painful accident that occurred with her workers' child there who caught the handgun and fired. One of the children died in her arms and she wonders about their future within the terrific culture. She questions about the national authority and security :

> We drove down to the police station at once to report it, and they kept us there for hours; we did not get back until three in the morning-the accident had probably happened about half past seven. Of course, the police cannot say anything; it was obviously an accident or caused by children playing. But Thaxton will probably get a fine for living his gun out loaded. The poor child who shot it off has disappeared; naturally, he must be absolutely terrified. (Letter from Africa 114)

Dinesen exposes historical events from a humanistic perspective. She describes hunting, accidents, and death as an enemy of humanity. The event took place in Africa but it reflects today's American society. The stories are about the hunter and injured both as the victims of incidents because the boy who held the gun is no less a victim than those to whom he shot. Dinesen's concern goes to the physical actions and she demonstrates the event through writing to her friends who are concerned.

Conclusion:

To sum up, life writing practice and patterns changed with the passing of time. Writers address the readers/audiences reminding the autobiographical truth by their narratives. The person or persons who evoke the stories are the coaxers narrating the events with coaches. Readers as consumers have to read, understand and interpret the stories from different perspectives. The writers collect the numbers of experiences based on self-

experiences and the ideas of others as the stories of second-hand experiences or the primary memory that they can memorize from what they have experienced or seen. Victims of community crimes and social humiliation have difficulty accessing the truth in the stories in normal situations. They don't like to expose family crimes, socio-cultural wars and community-controlled subjects because of the identity problem. In Hooks and Dillard's narrative coercers compel the coaxers to evoke the stories but the question is on objective truth and authenticity. In the cases of oral narrators and historical truths who mix fact and fiction can't tell the stories in the exact form then the writer/narrator connects to the plots. In the translated versions of the self-help narratives, there might be some invisible gaps while provoking the stories and writing the texts that we can find in Hooks and Dillard's narratives.

References

Appadurai, Arjun. *The Future as Cultural Fact: Essays on the Global Condition*. Verso, 2013.

"Autobiographical/Biographical Webs, by Elayne Zalis."
http://www.beyondwriting.com/autobio.htm

Caruth, Cathy ed. *Trauma: Explorations in Memory*. The John Hopkins University Press, 1995.

Everman, Ron. *Cultural Trauma Slavery and the formation of African American identity*. The Press Syndicate of The University of Cambridge. 2001.

"First-Person Narratives of the American South." http://metalab.unc.edu/docsouth/fpn/fpn.htm

Frank, Anne. *The Diary of a Young Girl.* Heritage Publishers, 2009.

Hanley, Delinda C. *Will Americans Get to Hear the Voice of an American Anne Frank? The Times Review* 25.4 (May/June 2006): 21-25.

Horner, Winifred Bryan, editor. *Life Writing*. A Blair Press, NJ07458.

Kremer, Lillian S. "Women's Holocaust Writing: Memory and Imagination." *Melus*. Eds. Katherine Newman and Joseph T. Skerret. Hitchcock Printers, 1997. 227-246.

LaCapra, Dominick. *Writing History, Writing Trauma*. The Johns Hopkins UP, 2001.

"My History is America's History." http://www.myhistory.org/

"North American Slave Narratives." http://docsouth.unc.edu/neh/neh.html

Pratt, Mary Louis. *Imperial Eyes: Travel Writing and Transculturation.* Routledge, 1992.

Roth, Philip. *The Ghost Writer.* Farrar, 1979. 163-165.

Said, Edward. "Islam as News." *Global Literary Theory: An Anthology*. Routledge, 2013, pp. 186-94.

- - - . *Orientalism.* Vintage Books, 1979.

Showwalter, Elaine. *Literature of Their Own.* Oxford, 1977.

Smith, Sidonie, and Julia Watson. *Reading Autobiography: A Guide for Interpreting Life Narratives.* Minnesota Press, 2021.

Thesiger, *Wilfred. Arabian Sands.* Penguin, 2007.

- - -. "The Trucial Coast." *Arabian Sands.* Penguin, 2007. 263-79.

Travers, Josephin Koster. "Preface to Annotated Instructor's Edition." *Handbook for Writers*. Annotated Instructor's Edition: New Jersey, 1993, pp.3-4.

Troyka, Lynn Quitman, et al. *Simon and Schuster Handbook for Writers*. Annotated Instructor's Edition: New Jersey, 1993.

Waaldijk, Berteke. "Reading Anne Frank as a Woman." *Women's Studies International Forum* 16.4 (July/Aug 1983): 327-335.

Woods, William F. "The History of Rhetoric: An Overview." *Simon and Schuster Handbook for Writers.* New Jersey, 1993. (AIE 8-17).

Zalis, Elayne. "Autobiographical/Biographical Webs." http://www.beyondwriting.com/autobio.htm

BL College Journal Vol-IV, Issue-II, December 2022 Subscription : BDT 300/- [$ 5 Outside Bangladesh]

Published by
Government Brajalal College, Daulatpur, Khulna, Bangladesh